পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 195 Tuesday, 16 June, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৯৫ সংখ্যা ✱ ১ আষাঢ় ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ১৬ জুন ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘উন্নয়নের স্বার্থে সবাই এক পক্ষ, ৬ মাসের মধ্যে পুরসভার ভোট’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুনঃ কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের নিয়ে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী একতার বার্তা দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, উন্নয়ন ও নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে এপক্ষ-ওপক্ষ বলে আলাদা কিছু নেই। সমস্ত রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধি ও বিধায়করা এই অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছেন, তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এখানে আসতে পেরে তিনি নিজে অত্যন্ত ধন্য ও গর্বিত বোধ করছেন। একই সঙ্গে আগামী দিনে পুরসভার কাজের ভবিষ্যৎ রূপরেখা ঠিক কী হতে চলেছে, তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। কলকাতা পুরসভার এই অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মালা রায়, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবাশিস কুমার-সহ একাধিক কাউন্সিলর ও জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে তাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তারপর মনে করিয়ে দেন, প্রাক্তন মেয়রের পদত্যাগের পর কলকাতা পুরসভায় এক প্রশাসনিক অচলাবস্থা তৈরি

হয়েছিল, আর সেই কারণেই পুর পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে রাজ্য সরকার আপাতত প্রশাসক বসাতে বাধ্য হয়েছে। তবে এই প্রশাসক মণ্ডলী যে দীর্ঘস্থায়ী নয়, তা স্পষ্ট করে এদিন মেগা ঘোষণা করেন শুভেন্দু। তিনি জানান, আগামী ৬ মাসের মধ্যেই কলকাতা পুরসভার নির্বাচন বা ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। শুধু তাই নয়, আগামী ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুরসভায় নতুন নির্বাচিত বোর্ড গঠন হয়ে যাবে বলেও সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেন তিনি। কলকাতার সার্বিক বিকাশে দলমতনির্বিশেষে সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘উন্নয়নের পক্ষে আজ আমরা সবাই এখানে একসঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছি। আর মনে রাখবেন, উন্নয়নের স্বার্থে কোনও আলাদা পক্ষ বা দল হতে পারে না। এখানে আমরা সবাই মিলে এক পক্ষ। আমি একা কিছু নই, আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কলকাতার মানুষের জন্য কাজ করব। কারণ, গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষই শেষ কথা বলে।’’ শহরের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার ওপর বিশেষ জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিলোত্তমার ইতিহাস স্মরণ করে তিনি আবেগঘন সুরে বলেন, ‘‘কলকাতা এককালে গোটা দেশের ‘কালচারাল ক্যাপিটাল’ বা সাংস্কৃতিক রাজধানী ছিল। এই শহরকে আবার নতুন করে সেই পুরনো গরিমা ও অনন্য উচ্চতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর সেই লক্ষ্যপূরণে তিনি ও তাঁর সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে স্পষ্ট বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অভিষেকের আপ্ত সহায়কের বিরুদ্ধে জারি লুকআউট নোটিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুনঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জমি জালিয়াতি মামলায় সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে এবার লুকআউট নোটিস জারি করল। সুমিত রায়কে হন্নে হয়ে খুঁজছিল জেলা পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে লুক আউট নোটিস। পাশাপাশি, সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে জারি হল গ্রেফতারি পরোয়ানাও। সূত্রের খবর, আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ সুমিত রায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়কের খোঁজে বিধান নগর পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশকে আলার্ট করা হয়েছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে আসরের নামে এসটিএফ। এখনও সুমিতের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চলছে। পরে লুক আউট নোটিস জারি করার আবেদন করা হয়। এবার জমি জালিয়াতি মামলায় লুক আউট নোটিস জারি করা হয়েছে। এমনকি এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষকে জানানও হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। পাশাপাশি, সুমিত রায়কে পাকড়াও করতে কড়া পদক্ষেপ পুলিশের। সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে এবার জারি হল গ্রেফতারি পরোয়ানা। সুমিতকে গ্রেফতার করতে আদালতের দ্বারস্থ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। গ্রেফতারি পরোয়ানা বা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করতে চেয়ে মেদিনীপুর আদালতে আবেদন করে পুলিশে। আদালত মঞ্জুরও করে সেই

আগাম জামিনের আবেদন

পরোয়ানা। আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার এই বিষয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মামলা ফাইল করার অনুমতি বিচারপতির। প্রসঙ্গত, গত দু’দিন ধরে পুলিশ-প্রশাসন-মিডিয়ায় তিনিই শিরোনামে, সুমিত রায়। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ বা আপ্তসহায়ক। তাঁর খোঁজ মিলছে না। এই সুমিত রায়ের খোঁজেই শনিবার রাত তিনটের সময় অভিষেকের বাড়ির গেট ভেঙে অভিযান চালায় পুলিশ। কিন্তু কে এই সুমিত? কেন তাঁকে খুঁজতে এমন হন্যে পুলিশ? কী অভিযোগ সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে? তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেকের সঙ্গে সুমিতের যোগাযোগ ছোটবেলা থেকেই। স্কুলের বন্ধু দু’জনে। সেই বাল্যবেলার বন্ধুই এখন হয়ে উঠেছেন অভিষেকের আপ্তসহায়ক। দক্ষিণ কলকাতার নবনালন্দা স্কুলে পড়তেন অভিষেক। দক্ষিণ কলকাতার ভূমিপুত্র সুমিতও অভিষেকের সহপাঠী ছিলেন নবনালন্দায়। অভিষেক এখানে পড়াশোনার পরে দিল্লিতে চলে যান। তবে সুমিতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে গিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ‘মেগা’ চমক বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ জুনঃ এ দৃশ্য এর আগে কখনও দেখেনি কলকাতা, দেখেনি আপামোর রাজ্যবাসী। তিলোত্তমার বুকে এবার ইতিহাস সৃষ্টি হতে চলেছে। শরীর ও মনের মেলবন্ধনে একদিকে যখন বিশ্বজুড়ে পালিত হবে আন্তর্জাতিক তুঙ্গে। রাজ্য ও কেন্দ্রের আয়ুষ মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে এই সুবিশাল আয়োজনকে ঘিরে এখন থেকেই চড়ছে পারদ। বারাণসী কিংবা হৃষীকেশের পবিত্র ঘাটে গঙ্গার বুকে যোগাভ্যাসের ছবি আমরা অনেকেই দেখেছি। কিন্তু বাংলার মাটিতে

যোগ দিবস, ঠিক তার আগের দিনই পশ্চিমবঙ্গ দিবসের আবহে এক অভিনব ও নজিরবিহীন কর্মযজ্ঞের সাক্ষী থাকতে চলেছে বাংলা। ২০ জুন গঙ্গাবক্ষে ৫০০ নৌকায় একযোগে যোগাভ্যাস করবেন রাজ্যবাসী। তার পরের দিন যোগ দিবসে রেড রোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মহাসমাবেশ- সব মিলিয়ে আগামী দিনগুলিতে এক অনন্য যোগ-উৎসবে মাতবে তিলোত্তমা। প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে গঙ্গাবক্ষকে কেন্দ্র করে এমন অভিনব এবং সুবিশাল উদ্যোগ এই প্রথম। আগামী ২০ জুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে গঙ্গার বুকে আয়োজিত হতে চলেছে এই জমকালো যোগাভ্যাসের মেগা কার্নিভাল। নবান্ন সূত্রে খবর, সেদিন গঙ্গার বুকে একযোগে নামবে ৫০০টি নৌকা। আর সেই নৌকাগুলির ওপরেই চলবে যোগাভ্যাস। এই অভূতপূর্ব উদ্যোগ

● এরপর ৩ পাতায়...

‘কর্মীরা শঙ্কায়, দলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে’

তৃণমূল সাংসদদের যোগদান নিয়ে বললেন এনসিপিআই প্রতিষ্ঠাতা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ জুনঃ রাজ্য রাজনীতিতে হঠাৎ করেই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে কার্যত অস্তিত্বহীন রাজনৈতিক দল ‘ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া’ (এনসিপিআই)। তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ বিদ্রোহী অন্তর্ভুক্তি নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন দলের প্রতিষ্ঠাতা শান্তনু দে। শান্তনু দে জানান, মানুষের অধিকার রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে ২০২২ সালে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা শুরু হয়। প্রথমে ‘ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি’ নাম

সাংসদদের এই দলে যোগদানের সম্ভাবনা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এই আবহেই দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, আদর্শ এবং তৃণমূলের বিক্ষুব্ধদের প্রস্তাব করা হলেও পরে ২০২৩ সালের ২০ জানুয়ারি ‘ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া’ নামে দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হয়। দল গঠনের পর তিনি নিজে জাতীয় সংগঠক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং ত্রিপুরার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক চাপে সাতটির মধ্যে চারটি মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছিল। এমনকি তাঁর উপর হামলাও হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। সমস্ত বাধা সত্ত্বেও তিনটি কেন্দ্রে দল প্রার্থী দিতে সক্ষম হয়েছিল বলে জানান শান্তনু দে। সেই নির্বাচনী ফলাফল নির্বাচন কমিশনের নথিতে রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি হয়েছে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের এনসিপিআই-তে যোগদানের সম্ভাবনা ঘিরে। শান্তনু দে অভিযোগ করেছেন, প্রায় ২০ জন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদকে দলে নেওয়ার বিষয়ে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। তাঁর

● এরপর ৩ পাতায়...

‘সই জাল’ কাণ্ডে এবার বিধানসভায় অভিযান সিআইডি’র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুনঃ বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে টানা দু’দফার ম্যারাথন জেরা এবং বিধায়কদের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদের পরও তদন্তের জট না খোলায়, সোমবার দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ বিধানসভায় হানা দিলেন সিআইডি আধিকারিকরা। তদন্তকারী সংস্থার মূল লক্ষ্য- বহু বিতর্কিত সেই ‘রেজোলিউশন কপি’ উদ্ধার করা, যার হদিশ পেতে বিগত কয়েকদিন ধরে কার্যত গলদঘর্ম হচ্ছেন গোয়েন্দারা। তদন্তের স্বার্থে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু’বার তলব করেছে সিআইডি। সূত্রের খবর, গত রবিবার বিধায়ক কুণাল ঘোষের সঙ্গে অভিষেককে মুখোমুখি বসিয়ে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তখনই তদন্তকারীদের মনে একাধিক সন্দেহ তৈরি হয়। অভিষেকের বয়ানে বারবার অসঙ্গতি মেলায় গোয়েন্দারা সন্তুষ্ট নন। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন সংলগ্ন তৃণমূল কার্যালয়ে এই রেজোলিউশন কপির খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হলেও তদন্তকারীরা খালি হাতেই ফিরেছিলেন। অভিষেককে বারবার এই নথির অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও, তিনি সদুত্তর না দিয়ে ‘জানি না’ বলে এড়িয়ে গেছেন বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে সই জাল কাণ্ডের মূলে পৌঁছাতে এবং ঘটনার সূত্রপাত কোথায়- তা জানতেই স্পিকারের সচিবালয়ের তথ্য ও রেজোলিউশন কপির খোঁজে সিআইডি-র এই বিধানসভা অভিযান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তদন্তের নামে বারবার তলব এবং একই জিজ্ঞাসাবাদের পুনরাবৃত্তি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে তৃণমূল নেতারা। দলের এক শীর্ষ নেতার কথায়, ‘‘তদন্তের নামে এই হেনস্থার কোনও মানে হয় না। বিষয়টি অহেতুক জটিল করা হচ্ছে। যদি সই নিয়ে এতই প্রশ্ন থাকে, তবে যাঁদের সইয়ের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ, সরাসরি তাঁদের ডেকে

● এরপর ৩ পাতায়...

অনন্যার পার্টি অফিসে খোলা পাঞ্জাবি থেকে আপত্তিকর সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুনঃ কলকাতা পুরনিগমের ১০৯ নম্বর ওয়ার্ড ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মুখ্যমন্ত্রীর একটি সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ঠিক সেই সময় মুকুন্দপুর এলাকায় তাঁর ওয়ার্ড অফিসে ঘটে যায় এক নাটকীয় ঘটনা। অভিযোগ, হঠাৎ করেই সেখানে পৌঁছে যায় একটি দল এবং অফিসের ভেতরে

● এরপর ৩ পাতায়...

প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে ১৭ জুন কোটায় আন্দোলনের ডাক রাহুল গান্ধির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ জুনঃ নিট থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরীক্ষা, একের পর এক প্রশ্নফাঁস এবং পরীক্ষা বাতিলের জেরে এই মুহূর্তে ফুঁসছে গোটা দেশের ছাত্র ও যুবসমাজ। সেই প্রেক্ষিতে মোদি সরকারকে কোণঠাসা করতে এবার সরাসরি ময়দানে নামলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। আগামী ১৭ জুন রাজস্থানের কোটায় পড়ুয়া এবং চাকরিপ্রার্থীদের এক বিশাল সমাবেশে যোগ দেওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে ‘ছাত্রদের গর্জন’। মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে রাহুলের তোপ, একের পর এক প্রশ্নফাঁস, পরীক্ষা বাতিল এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দিনের পর দিন দেরি করে দেশের যুবসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই সরকার। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’-এ একটি দীর্ঘ পোস্টে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন রাহুল গান্ধি। তিনি লেখেন, আজকের ভারতে তরুণ প্রজন্মকে যেন ‘স্বপ্ন দেখার জন্য শাস্তি পেতে হচ্ছে।’ কঠোর পরিশ্রম করেও যে তরুণ-তরুণীরা সাফল্যের নিশ্চয়তা পাচ্ছেন না, সেই কঠিন বাস্তবকে তুলে ধরেন তিনি। কংগ্রেস নেতার স্পষ্ট কথা, প্রতিটি প্রশ্নফাঁস, প্রতিটি পরীক্ষা বাতিল এবং থমকে থাকা নিয়োগ প্রক্রিয়া আসলে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি আমাদের গোটা ব্যবস্থার ব্যর্থতা। আর এর জেরে কোটি কোটি ছাত্রছাত্রী এবং চাকরিপ্রার্থীর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। দেশের যুবসমাজের মনে জমে থাকা তীব্র ক্ষোভ ও হতাশার কথা মেনে নিয়ে রাহুল গান্ধির বক্তব্য, সরকার যখন জনগণের কথা শুনতে চায় না বা শুনতে অস্বীকার করে, তখন মানুষকে নিজের অধিকারের জন্য কণ্ঠস্বর আরও জোরালো করে তুলতে হয়। দেশের সমস্ত পড়ুয়াকে কোটায় এসে একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এই প্রতিবাদকে এমন এক স্তরে নিয়ে যেতে হবে যা উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। রাহুলের কথায়, ‘‘আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে আসি এবং এমন এক গর্জন উঠুক, যাকে অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কোটা থেকে এই লড়াই শুরু হবে, তারপর তা ছড়িয়ে পড়বে দেশের প্রতিটি কোণায়।’’ এই গোটা আন্দোলনকে ভারতের যুবসমাজের ভবিষ্যৎ বাঁচানোর লড়াই বলে বর্ণনা করেছেন তিনি।

● এরপর ৩ পাতায়...

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জন্মঃ ৩রা জুন, ১৯৩০ **গীতাঞ্জলি নস্কর** প্রয়াণঃ ১৬ই জুন, ২০১৮

ন’বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। তবু তুমি আছো সর্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ে ও মননে। তোমার শেখানো জীবনবোধ আমাদের আত্মস্থ করে রাখুক এবং হোক আমাদের চলার পথের পাথেয়।

যেখানেই থাকো তুমি ভালো থেকো-
তোমার পরিবারবর্গ ও ‘দুরন্ত বার্তা’র কর্মীবৃন্দ

MUDRAN

আপনার পুরানো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা টাকার বিষয়ে ভুলে গেছেন?

আপনার যা সঞ্চিত আছে তা পুনরুদ্ধার করতে আরবিআই আপনাকে সাহায্য করবে।

আপনার ব্যাঙ্কে জমা থাকা নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট (2 বছরের বেশি এবং 10 বছরের বেশি সময় ধরে থাকা নিষ্ক্রিয়) / দাবি না করা ডিপোজিট (10 বছরের বেশি) থেকে অর্থরাশি আরবিআই-এর ডিইএ ফান্ডে স্থানান্তরিত হয়। আপনি অথবা আপনার আইনি উত্তরাধিকারীরা যে কোনো সময় এটি দাবি করতে পারেন।

3টি সহজ স্টেপে
আপনার অর্থরাশির জন্য দাবি জানান

1. আপনার ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় যান, সেটি আপনার রেগুলার শাখা না হলেও হবে
2. কেওয়াইসি নথিপত্র (আধার, পাসপোর্ট, ভোটার আইডি বা ড্রাইভিং লাইসেন্স) সহ একটি ফর্ম জমা দিন
3. ভেরিফিকেশনের পরে, আপনার টাকা সুদ সহ, যদি থাকে, উপলব্ধ করুন

আপনার দাবি না করা ডিপোজিট প্রাপ্ত করার জন্য
আপনার ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট অনুসন্ধান করুন বা আরবিআই-এর UDGAM পোর্টাল (https://udgam.rbi.org.in)-এ দেখুন
বর্তমানে 30টি ব্যাঙ্ক এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।

আরও বিশদ তথ্যের জন্য, ভিজিট করুন https://rbikehtahai.rbi.org.in-এ
প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য, লিখে পাঠান rbikehtahai@rbi.org.in
কিউআর কোড স্ক্যান করুন
অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নং. 99990 41935

জনস্বার্থে প্রচারিত সৌজন্যে
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

পুরীতে রথযাত্রার প্রস্তুতি শুরু, তৈরি হচ্ছে জগন্নাথদেবের রথ

পুরী(সংবাদ সংস্থা), ১৫ জুন ঃ ওড়িশার পুরীতে রথযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। তৈরি হচ্ছে জগন্নাথদেবের সুসজ্জিত রথ। অক্ষয় তৃতীয়ায় প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কাজ শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভগবান জগন্নাথ, ভগবান বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রার তিনটি বিশাল রথ প্রস্তুত ও সংযোজন করার কাজ।শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসনের প্রধান প্রশাসক অরবিন্দ কে পাধি বলেন, এবারের রথযাত্রার প্রস্তুতি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে রথ নির্মাণের কাজ চলছে। এই বছর রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে ১৬ জুলাই এবং আমরা আশাবাদী সমস্ত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। স্নান পূর্ণিমা ২৯ জুন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।পুরীর জেলাশাসক দিব্যজ্যোতি পারিদা বলেন, বর্তমানে রথযাত্রার প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। আমাদের কারিগরি দলও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। রথের বিভিন্ন অংশ খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যরা পরিদর্শন করেছেন। জনসমাগম সামলানোর বিষয়ে এবার আমরা ব্যাপক পরিকল্পনা করছি। নিরাপত্তা বলয় অটুট রাখা, ভক্তদের কাছে সময়মতো তথ্য পৌঁছে দেওয়া এবং রাস্তায় জল ছিটানো ও গাড়ি পার্কিংয়ের যথাযথ ব্যবস্থা করার ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে এসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে রয়েছে ভি। নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রেনে করে আসা তীর্থযাত্রীদের জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা।

গরিলার প্রেম যে একেবারে মানুষের মতো

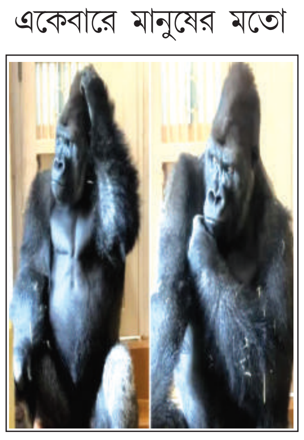

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ সঙ্গিনীর সঙ্গে ঝগা। হয়েছে! তাই গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। মুখ দেখলে সেই ' বিরহ'বুঝতে একটুও ভুল হবে না। তবে সে মানুষ নয়, মানুষের মতো! সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে এক গরিলা! তার কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও নেটদুনিয়ায় এতটাই ভাইরাল যে, তা দেখে হাজার হাজার মানুষ বলছেন, আরে! এ তো আমাদেরই মতো! নেটদুনিয়ায় নজর কেড়েছে ১৩ বছর বয়সী ওয়েস্টার্ন লোল্যান্ড গরিলা 'কিওমাসা'(Kiyomasa)। ২০১২ সালের নভেম্বর জাপানের নাগোয়া শহরের 'হিসাসিয়ামা জু অ্যান্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন'-এ তার জন্ম। যেমন তেমন পরিবারের সন্তান নয় কিওমাসা। বিশ্ববিখ্যাত গরিলা 'শাবানি'-র ছেলে সে। তার বাবা শাবানি তার আকর্ষণীয় রূপের জন্য বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। মাত্র এক মিনিটের একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। আর তাতেই একেবারে হৈহৈ কাণ্ড! ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কিওমাসা একা একা বসে আছে, আর কী যেন চিন্তা করছে। ডান হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা। বাঁ হাত গালে রেখে যে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার চোখে-মুখে অদ্ভুত চিন্তা আর বিষণ্ণতা। জানা গিয়েছে, সঙ্গিনীর সঙ্গে মান-অভিমানে জড়ানোর কিছুক্ষণ পরই নাকি কিওমাসার এই ভিডিয়োটি তোলা হয়েছে। এক্স' মাধ্যমে ভিডিয়োটি শেয়ার হওয়া মাত্রই নেটিজেনরা তাকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করেছেন। কেউ লিখেছেন, স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার পর আমার চেহারাটাও ঠিক এমনই হয়। আবার কেউ লিখেছেন, আমার স্বামী যখন আমার সঙ্গে যুক্তিতে হেরে গিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়, তখন তার এক্সপ্রেশনও ঠিক এই গরিলার মতোই থাকে। এটা বোধহয় সবার জন্য সত্য!

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

প্রযুক্তি ভারত ও স্লোভাকিয়ার ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভঃপ্রধানমন্ত্রী

ব্রাতিস্লাভা, ১৫ জুনঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ও ব্রাতিস্লাভায় স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। পরে ভারত ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য আমি স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি একজন অভিজ্ঞ নেতা এবং ভারতের প্রকৃত বন্ধু। ভারত ও স্লোভাকিয়ার বন্ধুত্বকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আমি আনন্দিত যে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে আমাদের দুই দেশের সম্পর্কের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।নরেন্দ্র মোদীই হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি স্লোভাকিয়া সফরে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মোদী বলেন, এই সফরটি কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর স্লোভাকিয়া সফরের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা আমাদের সম্পর্ককে একটি 'সামগ্রিক অংশীদারিত্ব'-এর পর্যায়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি আমাদের পারস্পরিক আস্থা, অভিন্ন অগ্রাধিকার এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি যৌথ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্লোভাকিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর জন্য নিবেদিত একটি 'ইন্ডিয়া চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হতে চলায় আমি আনন্দিত। আমাদের যৌথ লক্ষ্য হলো এআই-কে মানবজাতির সেবা ও অগ্রগতির এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা। আমরা বিশ্বাস করি, এআই-এর ভবিষ্য কেবল উদ্ভাবনের ওপর নয়, বরং আস্থা, দায়িত্ববোধ এবং মানবিক মর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূান্ত করার ক্ষেত্রে স্লোভাকিয়ার সমর্থনের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই চুক্তিটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করব, যাতে উভয় দেশের শিল্পক্ষেত্র, স্টার্টআপ এবং ব্যবসায়ীরা এর থেকে সর্বাধিক সুফল পেতে পারেন। প্রযুক্তিঃ আমাদের ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আজ স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলো ডিজিটাল পাবলিক পরি কাঠামোর ক্ষেত্রে সহযোগিতার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

বড় ঘোষণা স্টার্মারের, ১৬ বছরের কম বয়সিদের সমাজ মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা

লন্ডন(বিশ্ব সংবাদ সংস্থা), ১৫ জুন ঃ শিশুদের স্বাস্থ্য সর্বপোরি, সেই কথা মাথায় রেখে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেয়ার স্টার্মারের সরকার। ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সমাজ মাধ্যমের সব অ্যাপ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ব্রিটিশ সরকার। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে এক ঘোষণায় স্টার্মার জানান, ১৬ বছরের কম বয়সিদের আনন্দ ও সুরক্ষার জন্যই প্রধানমন্ত্রী ও কম বয়সি সন্তানদের বাবা হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা যে কঠিন হবে তা মেনে নিয়েছেন তিনি। কারণ, এর সঙ্গে প্রভাবশালী তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার স্বার্থ জড়িত। কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।তাঁর কথায়, ' এই দিনটি আমাদের দেশের পক্ষে একটি বড় দিন। এটা আমাদের সন্তানদের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ। সমাজমাধ্যমে শিশুদের কোনও উপকার হয়নি এমন নয়। কিন্তু সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমার মনে হয়, সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত।'' হোয়াটসঅ্যাপের মতো মেসেজিং অ্যাপকে এর বাইরে রাখা হচ্ছে।

রাজা পরব উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৫ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার 'রাজা পরব' উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, এই উৎসব সমাজে আনন্দ ও সম্প্রীতির মনোভাবকে আরও সুদৃঢ় করে। তিনি সকলের সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন।রাজা পরব ওড়িশায় মহাসা।ম্বরে উদযাপিত হয়। এটি সে রাজ্যের অনন্য ও প্রাণবন্ত তিন বা চার দিনব্যাপী উৎসব। এটি প্রতি বছর জুনের মাঝামাঝি সময়ে পালিত হয় এবং মূলত নারীত্ব, উর্বরতা এবং ধরিত্রী মাতাকে সম্মান জানায় এই উৎসব।

প্রধানমন্ত্রীর সভা নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক উপস্থিত বিধায়ক গন

নিজস্ব প্রতিনিধি,তারকেশ্বর , ১৫জুনঃ আগামী ২০ জুন তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র প্রস্তাবিত জনসভাকে কেন্দ্র করে সোমবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। সভার নিরাপত্তা, প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার পুলিশ সুপার, ডিএসপি, রাজ্য সরকারের উর্ধ্বতন প্রশাসনিক আধিকারিক, বিভিন্ন দফতরের সচিব, হুগলি জেলার বিধায়কমণ্ডলী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান আরামবাগ মহকুমা বিধায়করা।সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর সভায় বিপুল জনসমাগমের সম্ভাবনা থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, পার্কিং ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বিভিন্ন দফতরকে নির্দিষ্ট দায়িত্বও বণ্টন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।বৈঠকে উপস্থিত জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা সভাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারস্পরিক সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে প্রস্তুতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে আরও একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে বলেও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তারকেশ্বর ও আশপাশের এলাকায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক উৎসাহ ও তপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০ জুনের এই জনসভা হুগলি জেলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠতে চলেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

ভিবি-জি রাম-জি প্রকল্পে বাংলাকে ৮৫০০ কোটি দিল কেন্দ্র, নন্দীগ্রাম থেকে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৫ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোমবার ঘোষণা করেছেন যে, কেন্দ্র সরকার ' ভিবি -জি রাম-জি' (বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন গ্রামীণ) প্রকল্পের আওতায় রাজ্যকে ৮৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থেকে রাজ্যব্যাপী জনকল্যাণ শিবির কর্মসূচির সূচনা করার সময় তিনি এই ঘোষণা করেন।মুখ্যমন্ত্রী জানান, গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনেও রাজ্যের জন্য ২৪০০ কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১০০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই জারি করে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার।নন্দীগ্রামে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ১৫ থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ১১০০টি জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। এই শিবিরগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ৫৪টি বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য এবং সুবিধা প্রদান করা হবে।তিনি উল্লেখ করেন, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকারের এটিই প্রথম ব্যাপক গণসংযোগ ও পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলা এই শিবিরগুলিতে নাগরিকরা বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পাশাপাশি নাম নথিভুক্তকরণের জন্যও আবেদন করতে পারবেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার এটা সুনিশ্চিত করতে চায় যেন কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা কেবল প্রকৃত ও যোগ্য উপভোক্তাদের কাছেই পৌঁছায়। তাঁর অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে উপভোক্তাদের তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম ছিল এবং বহু ভুয়ো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সরকারি অর্থ বণ্টন করা হয়েছিল।তিনি জানান, সরকার উপভোক্তাদের তালিকাকে স্বচ্ছ করতে চায় যাতে সরকারি সাহায্য সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছায়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া উচিত নয় এবং সরকারি সহায়তা কেবল যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদেরই প্রদান করা উচিত।কর্মসূচি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী জানান, জনকল্যাণ শিবিরগুলিতে অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা-সহ ৫৪টি বিভিন্ন প্রকল্প সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রথম দিনেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শিবিরগুলিতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ভিবি-জি রাম-জি প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ পরিবারগুলিকে প্রতি বছর ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি দেওয়া হবে। তিনি জানান, এই প্রকল্পটি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (মনরেগা)-এর পরিবর্তে চালু করা হয়েছে এবং গ্রামীণ জীবিকাকে শক্তিশালী করার দিশায় এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।মুখ্যমন্ত্রী আস্থা প্রকাশ করে বলেন যে, এই জনকল্যাণ শিবিরগুলির মাধ্যমে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সহজে পাবেন এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলির পরিধি ও প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাবে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর মঞ্চে ফিরহাদ ও মমতার ভ্রাতৃবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৫ জুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সোমবার কলকাতা পুরসভায় পৌঁছলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ তৃণমূল কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের অন্যান্য কাউন্সিলররাও, যাদের মধ্যে অনন্যা বংদ্যোপাধ্যায়, অসীম বসু এবং জুঁই বিশ্বাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই পক্ষ, ওই পক্ষ নয়, এখন উন্নয়নের পক্ষ। তাঁর কথায়, আমাদের সঙ্গে কারওর বিরোধ নেই। সবাই মিলে উন্নয়নের কাজ হবে। যাঁরা আসবেন সবাই মিলে কাজ হবে। কিন্তু যাঁরা আসবেন না তাঁরা ছিন্ন হয়ে যাবেন বলেও মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর।জানা গিয়েছে, ' স্বচ্ছতা সে স্বাগত' শীর্ষক অভিযান শুরু হচ্ছে বাংলায়। পাঁচদিন ধরে চলবে অভিযান। যার মধ্যে আগামী ১৭ জুন গঙ্গা পরিষ্কার অভিযান করা হবে। কলকাতার প্রত্যেকটি ঘাটকে পরিস্কার করা হবে।

দীঘায় আর পর্যটকদের অতিরিক্ত ১০ টাকা ভ্রমন কর দিতে হবে না - জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,পূর্বমেদিনীপুর,১৫ জুনঃ দিঘায় বেড়াতে যাওয়া মানুষদের জন্য এটা অবশ্যই একটা সুখবর। দীর্ঘদিন ধরেই দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন সংস্থা প্রতিদিন ১০ টাকা করে উন্নয়ন চার্জ নিতেন। ১ জুলাই থেকে তা বন্ধ করে দিলো মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদে বৈঠকের পর একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, হোটেলের বিলের সঙ্গে ১০টাকা হাত পেতে নেওয়া। এর থেকে আসে ৩০লক্ষ টাকা। এখানে পর্যটক ৩০লক্ষের বেশি হবে। হিসেব করলে অনেক বেশি টাকা হবে। ওখানে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। যারা ঘোষনা ইনকাম ট্যাক্স,জিএসটি দিচ্ছেন তাদের থেকে আবার হাত পেতে পর্যটকদের থেকে ১০টাকা নেওয়া খুব আপত্তিজনক। তাই এটা প্রত্যাহার করা হচ্ছে।বৈঠকে পর্যটন শহর দিঘা-সহ উপকূলের পর্যটনের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্যে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিগত সরকারের আমলে গত ২ বছর দিঘার কোন উন্নয়ন হয়নি। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হওয়া সত্বেও রাস্তা ঘাট ,স্বাস্থ্য পরিষেবা পর্যটকদের নিরাপত্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। দিঘা হাসপাতালে নুন্যতম পরিষেবা নেই,আইসিইউ বেড নেই। ট্রমা অ্যাম্বুল্যান্স-সহ একটা পর্যটন কেন্দ্রের হাসপাতালে যা যা দরকার তা করতে হবে। কাঁথির শৌলা থেকে পেটুয়াঘাট পর্যন্ত উন্নয়ন পর্ষদের আওতাভুক্ত করা হবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা কোনও মেরিন ড্রাইভ নয়। চেন্নাই, মুম্বইয়ের মতো মেরিন ড্রাইভ করতে হবে। আগামী দিনে তাজপুরের অদূরে দাদনপাত্র বাড়ে তৈরি হতে পারে গভীর সমুদ্রবন্দর। সে প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, ১৭০০ একর জমি আমাদের হাতে আছে। তাছাড়া সমুদ্রের গভীরতা ভালো। সমুদ্রবন্দর হলে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বদলে যাবে। পাশাপাশি ফরেষ্টের কোন কাজ হয়নি বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রাক্তন চেয়ারম্যান, প্রাক্তন সাংসদ শিশির অধিকারী ২৫০কোটি টাকার নিজস্ব তহবিল তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেটা মেলা-খেলাতে খরচা করেনি। তাতে হাত দিতে পারেনি। অতীত বাদ দিয়ে ভালো কাজ হবে।

সাড়ে তিনমাস পরে ইরানের সঙ্গে 'শান্তি চুক্তি' সম্পন্ন করলো ট্রাম্প

ওয়াশিংটন(বিশ্ব সংবাদ সংস্থা),১৫ জুনঃএবার খুলতে চলেছে হরমুজ প্রণালী। স্বস্তি ফিরে আসছে মধ্যপ্রাচ্যে। বারুদের গন্ধ পেরিয়ে অবশেষে শান্তি ফিরল মধ্যপ্রাচ্যে? গত সাড়ে তিন মাস ধরে বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলতে চলেছে বিশ্বের তৈল ধমনী হরমুজ। রবিবার রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোলান্ড ট্রাম্প জানালেন, ইরানের সঙ্গে তাদের শান্তি চুক্তিঃ সম্পন্ন হয়েছে। আনুষ্ঠানিক সই-সাবুদ হবে আগামী শুক্রবার অর্থাৎ ১৯জুন। এরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাজ চলাচল শুরু হবে হরমুজের পথ ধরে। বিশ্বকে স্বস্তির বার্তা দিয়ে সোশাল মিডিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'সকলকে অভিনন্দন। ইরানের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এই ঐতিহাসিক চুক্তি সমগ্র অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বয়ে আনবে। আমার আগে অনেক রাষ্ট্রপতি ইরানের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা সবাই ব্যর্থ হয়েছেন। এই প্রথমবার, এই অঞ্চলের নেতারা এমন একজন প্রেসিডেন্টকে পেয়েছেন যিনি তাঁদের প্রকৃত শান্তি অর্জনে সাহায্য করতে পারেন। আগামী শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে। পাশাপাশি আমি হরমুজ থেকে মার্কিন অবরোধ তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। এ বার সারা পৃথিবীর জাহাজ তাদের ইঞ্জিন চালু করে দিক। তেল পরিবাহিত হোক।' জানা যাচ্ছে, শান্তিচুক্তি সই করার লক্ষ্যে কাতারের মধ্যস্থতাকারীরা রবিবার তেহরানে পৌঁছবেন। এরপর ১৯ জুন সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আনুষ্ঠানিকভাবে সবে সই-সাবুদ পর্ব। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইরানের সরকারি শীর্ষ কর্তাদের তরফে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়েছে, আমেরিকা ও ইরান অবশেষে চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছেছে। এই চুক্তি হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়া মারণ যুদ্ধ থামাবে।

আর জি কর হাসপাতালে সিবিআইয়ের আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৫ জুন ঃ পালাবদলের বাংলায় 'আর জি কর ফাইল' খুলতে ফের তৎপর সিবিআই। পড়ুয়া-চিকিৎসক খুনের মামলার তদন্তে আর জি কর হাসপাতালে এলেন সিবিআইয়ের সিটের তদন্তকারী আধিকারিকরা। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে ওই মামলার সিট গঠন করে পুনরায় তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করেছে সিবিআই। সোমবার সকালে পুনরায় তদন্তের সূত্রেই অফিসারেরা হাসপাতালে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সিবিআই কর্তারা। এ দিন ৬ সদস্যের একটি দল হাসপাতালে যায় বলে সূত্রের খবর। মামলার তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে এক চিকিসককে ধর্ষণ করে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে। তদন্তে নেমে প্রাথমিক ভাবে কলকাতা পুলিশ সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করেছিল। পরে সিবিআই এই ঘটনার তদন্তভার নিয়েছিল। সঞ্জয়কে এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করে আজীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সাঁকরাইলে ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটেই আত্মপ্রকাশ এনসিপিআই-এর, নতুন রাজনৈতিক জল্পনায় চর্চার কেন্দ্র হাটগাছা কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ১৫ জুন ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)। তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক বিক্ষুব্ধ সাংসদ এই দলে যোগ দিতে পারেন বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। সেই আবহেই হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের হাটগাছা এলাকায় অবস্থিত এনসিপিআই-এর কার্যালয়কে ঘিরে বাড়ছে সাধারণ মানুষের কৌতূহল।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঝোড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামসভা আসনে প্রার্থী দেওয়ার মাধ্যমে প্রথমবার সাঁকরাইলে আত্মপ্রকাশ করে এই দল। এরপর লোকসভা নির্বাচন ও ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় দলটিকে তেমন সক্রিয়ভাবে দেখা যায়নি বলে দাবি স্থানীয়দের।জানা যায়, ত্রিপুরায় আত্মপ্রকাশ করা এই রাজনৈতিক দলের পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সাংগঠনিক দায়িত্বে রয়েছেন সাঁকরাইলের হাটগাছার বাসিন্দা শিউলি কুণ্ডু। গত রবিবার সন্ধ্যার পর দলটিকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক জল্পনা ছড়িয়ে পড়তেই কার্যালয়ের সামনে ভিড় জমান বহু মানুষ। তবে অফিসে গিয়েও কাউকে পাওয়া যায়নি। শিউলি কুণ্ডের সঙ্গেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গিয়েছে।পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কার্যালয়ের সামনে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এখন রাজনৈতিক মহলের নজর, আগামী দিনে এই জল্পনা বাস্তব রূপ পায় কি না।

বিশ্বকাপেরমঞ্চেরিচা ঘোষের ঝড়,পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ে বড় ভূমিকা শিলিগুড়ির বাঘিনী রিচার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,১৫জুনঃ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ব্যাট হাতে নিজের জাত চিনিয়ে দিলেন শিলিগুড়ির তারকা ক্রিকেটার Richa Ghosh । চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁর ঝোড়ো ইনিংস ভারতের জয়ের ভিত আরও মজবুত করে দেয়।একদিকে স্মৃতি মানধানার ৬৮ রানের দুর্দান্ত ইনিংস ভারতকে ভালো অবস্থানে পৌঁছে দিলেও শেষের দিকে দ্রুত রান তোলার প্রয়োজন ছিল। সেই সময় ক্রিজে নেমে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন রিচা ঘোষ।বিশেষ করে ইনিংসের ১৯তম ওভারে তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিং পাকিস্তানি বোলারদের চাপে ফেলে দেয়। ওই ওভারেই আসে ২৩ রান, যা ভারতের স্কোরকে ১৫০-১৫৫ রানের সম্ভাব্য গণ্ডি থেকে টেনে নিয়ে যায় ১৭০ রানের কাছাকাছি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অতিরিক্ত ১৫-২০ রান যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।মাত্র ১৭ বলে ৩৪ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন রিচা। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ২০০, যা ম্যাচের অন্যতম বড় পার্থক্য গড়ে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে চাপের মুখে এমন নির্ভীক ব্যাটিং আবারও প্রমাণ করল কেন তিনি ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফিনিশার।শিলিগুড়ির এই ' গার্ল'-এর পারফরম্যান্সে গর্বিত বাংলা। বিশ্বকাপের শুরুতেই রিচা ঘোষ জানিয়ে দিলেন, বড় ম্যাচের বড় মঞ্চে তিনি প্রস্তুত দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

রাশিফল

মেষঃআজ অনেক সুযোগ আসবে আপনার সামনে। আপনার এনার্জি আর উসাহ পার্সোনাল আর প্রফেশনাল লাইফে দেখা যাবে। এই সময়ে, নিজের স্কিলের উপর বিশ্বাস রাখা উচিত আর নতুন আইডিয়া নিতে দ্বিধা করবেন না। এই মাসে আপনার লিডারশিপ কোয়ালিটি সামনে আসবে, যেটা টিমে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে। শুভদিন।

বৃষঃসন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। আপনি আজ একটি ইতিবাচক আভা নির্গত করবেন এবং ভাল মনের সাথে আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন, তবে আপনার মূল্যবান কোনও জিনিস ছিনিয়ে নেওয়ার কারণে আপনার মেজাজ প্রভাবিত হতে পারে।।

মিথুনঃআজকের দিনটা ইতিবাচক শক্তি আর নতুন সম্ভাবনায় ভরা থাকবে। আপনার মিশুকে স্বভাবের জন্য সবাই আপনাকে চিনবে, আর আজ বন্ধু-বান্ধব আর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে বেশ আনন্দ পাবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। আপনার বড় অনুষ্ঠানে সবাইকেই আমন্ত্রণ জানান- আজকে আপনার সেই অতিরিক্তঃ শক্তিঃটি আছে যা আপনাকে আপনার দলের জন্য অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

সিংহঃ আজকের দিনটা মিশ্র হতে পারে। আপনি আপনার ভিতরের শক্তি অনুভব করবেন, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে উৎসাহ দেবে। আজ আপনার ক্রিয়েটিভিটি চূড়ায় থাকবে, তাই যেকোনও কাজ করুন, তাতে আপনার স্বপ্নগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করুন। সংসারে শান্তি আসতে পারে

কন্যাঃ বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। শুভদিন

তুলাঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা আর সুযোগে ভরা। আপনার সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে।

বৃশ্চিকঃ আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য এনার্জি আর উৎসাহে ভরা থাকবে। আপনার নতুন কিছু ধারণা আসতে পারে, যা আপনাকে সঠিক পথে এগোতে সাহায্য করবে।

মকরঃ আজ আপনার প্রত্যয় বাড়বে এবং উন্নতি নিশ্চিত। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়োগ বিনিয়োগ করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

কুম্ভঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা আর আইডিয়ায় ভরা থাকবে। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আজ চূড়ায় থাকবে, তাই আপনি নতুন কোনও প্রজেক্ট বা শখ শুরু করতে পারেন। সন্তান হতে পারে।

মীনঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। আজকের দিনটি বাকি দিনগুলির চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে আরও ভাল প্রমাণিত হবে এবং আপনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করবেন। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে আজকে হবে।

আবহাওয়া

বর্ষা প্রবেশ করলেও আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার আবহাওয়া থাকবে মূলত মেঘাচ্ছন্ন, মাঝেমধ্যেই কয়েক পশলা বৃষ্টি হবে। এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। উত্তরবঙ্গে অবশ্য ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, কোথাও তেমন সতর্কতা নেই। বৃষ্টি হলেও, আপাতত তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। আবহাওয়া থাকবে মনোরমই। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি কম। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গে গোটা সপ্তাহ জুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কোথাও আপাতত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। উত্তরবঙ্গে আগামী শনিবার পর্যন্ত দুর্যোগের সতর্কতা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে আগামী শনিবার পর্যন্ত রয়েছে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৪ শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৫১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫১ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

মমতা তাড়ালে অনাথ হয়ে ঘুরব', সুদীপ বিতর্কে অবস্থান স্পষ্ট নয়নার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙনের জল্পনা ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের আবহে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন চৌরঙ্গী কেন্দ্রের বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্বামী তথা বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন নয়না, তিনি কোনও অবস্থাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে যাবেন না। সম্প্রতি বিদ্রোহী শিবিরে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যুক্ত হওয়ার পর ওই শিবিরে নেতাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০-এ। এই ঘটনার পর তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ প্রকাশ্যে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী নয়নাকে কটাক্ষ করেন। কুণালের মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তাঁর বক্তব্যে ব্যক্তিগত আক্রমণের সুর ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কী করছেন তা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেজন্য

আমাকে টেনে এভাবে কটূক্তি করা উচিত হয়নি। পাশাপাশি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে নয়না বলেন, আমি কোনওদিন দিদিকে ছাড়ব না। দিদি আমাকে ছাড়লে অনাথের মতো ঘুরে বেড়াব। দু'দিন আগেই বিদ্রোহী শিবিরে নাম লিখিয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা-ঘনিষ্ঠ বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখাতেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় ২০ জন। এরপরই সুদীপ ও তাঁর স্ত্রী নয়নাকে কটাক্ষ করেন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যাওয়া মানে বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি। শুধু ওরকম একজন পরচুল ওয়ালা লোক নয়, তার সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ বিউটি পার্লার পাওয়া যাবে। ফলে বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি। উনি একাধিক বার দল পরিবর্তন করেছেন। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য, এই ধরনের জিনিসপত্রকে মাথায় তুলে রেখেছিলেন। কুণালের এই মন্তব্যের নিন্দা করে নয়না জানান, এবিষয়ে তিনি দলকে জানাবেন। এতে তাঁর আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তৃণমূলের অন্দরে চলা টানাপোড়েনের মধ্যেই নয়নার এই অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, স্বামীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি নিজেকে একাত্ম করছেন না। বরং তিনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিই নিজের আস্থা ও আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

রাজনীতির বরফ গলছে? শুভেন্দুর অনুষ্ঠানে মমতার ভ্রাতৃবধূ কাজরীর উপস্থিতি ঘিরে জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক পরিসরে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলল কলকাতা পুরসভার মঞ্চে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার কলকাতা পুরসভায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বিরোধী শিবিরের জনপ্রতিনিধিদেরও পাশে পেলেন শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক পরিচিত মুখ। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুরের অনুষ্ঠানে একেবারে সামনের সারিতেই দেখা যায় কাজরীকে। শুধু তিনিই নন, উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের আরও একাধিক কাউন্সিলর ও পুরপ্রতিনিধি। তালিকায় ছিলেন দেবাশিস কুমার, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম বসু, জুঁই বিশ্বাস-সহ আরও অনেকে। রাজনৈতিক মেরুকরণের আবহে এই উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল তৈরি করেছে রাজনৈতিক মহলে। তবে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তৃণমূল প্রতিনিধিদের বক্তব্য, এই উপস্থিতির সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক বার্তা জড়িত নয়। নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন, পুরসভার কাজকর্ম এবং প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়েই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ' হিসেবে যেটুকু সময়ে মেয়াদ বাকি আছে, সেই সময়টায় কাজ যাতে ভালোভাবে হয়, তার জন্য আমাদের ডাকা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের ডেকেছেন, ভালো লাগছে। চেয়ারপার্সন মালা রায়কেও মঞ্চে প্রথম সারিতে দেখা যায়। রাজনৈতিক পালাবদলের পরও প্রশাসনিক অনুষ্ঠানে তাঁদের উপস্থিতি অনেকের কাছেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেন্দু অধিকারীকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে যান কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন ঘনঘন ডাকছে তদন্তকারী সংস্থা? এই প্রশ্ন শুনে কাজরী একগাল হেসে বললেন, ' আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এদিনের অনুষ্ঠানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে নজর কাড়ে। সদ্যপ্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। তাঁদের সঙ্গে করমর্দন ও সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকেও। হাসিমুখে সেই মুহূর্তের ছবি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক মহলে। রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন দৃশ্য খুব একটা দেখা যায়নি বলেই মত পর্যবেক্ষকদের একাংশের। অতীতে পুরসভা পরিচালনা ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলির অভিযোগ ছিল, তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন বাধার মুখে পাতে হয়। সেই প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকারের এই উদ্যোগকে অনেকেই ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। সরকারের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে নাগরিক পরিষেবা ও উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিভাজন নয়, বরং সমন্বয় ও সহযোগিতাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সোমবারের এই অনুষ্ঠানে সেই বার্তাই আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দলীয় অবস্থান আলাদা হলেও শহরের উন্নয়ন এবং নাগরিক পরিষেবার স্বার্থে সকল জনপ্রতিনিধিকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করার যে ইঙ্গিত মিলেছে, তা রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কলকাতা পুরসভার মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিরোধী শিবিরের জনপ্রতিনিধিদের সৌহার্দ্যপূর্ণ উপস্থিতি রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

দেবোত্তর জমি বিক্রির অভিযোগ

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম,১৫ জুন ঃ দেবোত্তর জমি বিক্রির অভিযোগ, পরিচালনা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক এবং অচলাবস্থার আবহে গা ঢাকা দিয়েছে স্বঘোষিত ' সেই পরিস্থিতিতেই ঝাড়গ্রামের শতবর্ষ অতিক্রান্ত ঐতিহ্যবাহী গৌড়ীয় মঠ (শ্রীশ্রী গৌর সারস্বত মঠ)-এ গঠিত হল নতুন কার্যসম্পাদন কমিটি। রবিবার মঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সাধারণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঝা।গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। আয়োজকদের দাবি, প্রায় ৫০০ ভক্ত, অনুগামী ও স্থানীয় বাসিংদা সেখানে যোগ দেন। আসন্ন রথযাত্রার আগে মঠের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার অবসান ঘটানোই ছিল বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য।মঠ-ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, ২০২২ সাল থেকে মঠের দেবোত্তর জমি হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। অভিযোগ, মঠের কিছু দেবোত্তর জমি প্রোমোটার-সহ কয়েকজন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়। পরে সেই জমি নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হয় এবং বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। একই সঙ্গে মঠের পরিচালনা, ট্রাস্টি বোর্ডের ভূমিকা এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের একাংশের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ব্যক্তি মঠের উপর প্রভাব বিস্তার করছিলেন। এর জেরেই মঠের পরিচালনা ও সম্পত্তি সংক্রান্ত একাধিক বিতর্ক সামনে আসে।মঠকে ঘিরে বিতর্কের অন্যতম কেন্দ্রে উঠে এসেছে আশালতা বর্মন ও প্রবীর মাহাতোর নাম। মঠ-সংলগ্ন একাংশের অভিযোগ, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিতর্ক, জমি হস্তান্তর এবং মঠের প্রশাসনিক অস্থিরতার নেপথ্যে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অভিযোগ, মঠের কিছু জমি আশালতা বর্মন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে রেকর্ড করা হয়।

২০ বিদ্রোহী সাংসদের যোগদানে চর্চার কেন্দ্রে এনসিপিআই, নিরাপত্তা বাড়ল সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ জাতীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ সাংসদের পদক্ষেপে। দলের অভ্যন্তরীণ মতভেদের জেরে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের ২০ জন বিক্ষুব্ধ সাংসদ ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে যোগ দিয়েছেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন কলকাতা উত্তরের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রাজনৈতিক এই নাটকীয় ঘটনার পর তাঁর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য বিদ্রোহী সাংসদদের নিরাপত্তাও বাড়ানো হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। শুধু তাই নয়, নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরে এনসিপিআইয়ের বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়েও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, হাওড়ায় দলের দপ্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। এর ফলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত যে রাজনৈতিক দলটির নাম সাধারণ মানুষের বৃহ অংশের কাছেই প্রায় অজানা ছিল, সেই এনসিপিআই এখন জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতির আলোচনার অন্যতম

কেন্দ্রবিন্দু। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অল্প সময়ের মধ্যে দলটির এই উত্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরাকে সামনে রেখেই আগামী দিনে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকৌশল সাজাতে চাইছে দলটি। যদিও বিদ্রোহী সাংসদরা নতুন দলে যোগ দিলেও জাতীয় স্তরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকেই সমর্থন করবেন বলে খবর। এদিকে সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আত্মপ্রকাশ করেছে এনসিপি আইয়ের নতুন অফিসিয়াল পেজ। আত্মপ্রকাশের পর থেকেই সেই পেজে একাধিক রাজনৈতিক বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বিদ্রোহী ২০ জন সাংসদকে স্বাগত জানিয়ে পৃথক পোস্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে সংসদীয় শক্তির নিরিখে নিজেদের রাজ্যের বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি বলেও দাবি করেছে দলটি। একটি গ্রাফিক্স প্রকাশ করে এনসিপিআই দাবি করেছে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে তাদের সংখ্যা ২০। তুলনায় বিজেপির ১২ জন, তৃণমূল কংগ্রেসের ৮ জন এবং কংগ্রেসের ১ জন সাংসদ রয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরে সংসদে বাংলার প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নিজেদের সবচেয়ে শক্তিশালী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে এনসিপিআই। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। তৃণমূলের একাংশ সাংসদের এই পদক্ষেপ আগামী দিনে বাংলার রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলবে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

হাওড়ার এক প্রান্তের দোতলা বাড়িই এখন রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রে, ' সাংসদদের ভরসা এনসিপিআইয়ের সদর দপ্তর ঘিরে কৌতূহল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ চারপাশে সবুজে ঘেরা শান্ত পরিবেশ। মাটির পথ ধরে কিছুটা এগোলেই চোখে পড়ে সবুজ রঙের একটি দোতলা বাড়ি। পাঁচিলঘেরা সেই বাড়ির গায়ে বড় অক্ষরে লেখা 'জাগো বিশ্ব'। প্রবেশদ্বারের দু'পাশে লেখা রয়েছে উত্তীয় কুণ্ডু ও শিউলি কুণ্ডুর নাম। বাইরে থেকে দেখলে সাধারণ একটি সামাজিক বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে হাওড়ার সাঁকরাইলের হাটগাছার বাণীপুরের এই বাড়িটিই এখন রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের অন্যতম আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। কারণ, এই বাড়িকেই ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এনসিপিআইয়ের সদর দপ্তর হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ জন বিক্ষুব্ধ সাংসদের এই দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার খবর সামনে আসতেই হঠাৎ করেই আলোচনায় উঠে এসেছে বহুদিনের প্রায় অচর্চিত এই রাজনৈতিক সংগঠন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, একসময় এই দোতলা বাড়িতে একটি শিশু হোম পরিচালিত হত। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও অসহায় শিশুদের আশ্রয় দেওয়া হত সেখানে। বিদেশি অনুদানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানটি চলত বলেও জানা যায়। তবে প্রায় সাত থেকে আট বছর আগে সেই কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ধীরে ধীরে এই বাড়িকেই কেন্দ্র করে এনসিপিআইয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বাড়িটির একাংশে কয়েকজন মহিলা বসবাস করেন। তাঁরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমূলক ও হস্তশিল্পের কাজ করেন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক দলের সদর দপ্তর হিসেবে পরিচিত হলেও সেখানে নিয়মিত রাজনৈতিক কর্মসূচি বা দলীয় কর্মকাণ্ডের খুব একটা চিহ্ন দেখা যায় না। বরং সামাজিক কর্মকাণ্ডের উপস্থিতিই বেশি নজরে পড়ে। এই দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের আইনজীবী শিউলি কুণ্ডু। তিনি একসময় দলের সভানেত্রীর দায়িত্ব সামলালেও বর্তমানে কোনও সাংগঠনিক পদে নেই বলে জানা গিয়েছে। দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে রয়েছেন তাঁর স্বামী উত্তীয় কুণ্ডু, যিনি একটি স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রকাশক হিসেবেও পরিচিত। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দলটি অতীতে সীমিত আর্থিক অনুদান পেয়েছিল। স্থানীয় স্তরে নির্বাচনী লড়াইয়েরও চেষ্টা করেছে এনসিপিআই। ২০২৩ সালে সাঁকরাইলের হাটগাছা পঞ্চায়েত এলাকায় একজন প্রার্থীকে সমর্থন করে নির্বাচনে অংশ নেয় দলটি। তবে উল্লেখযোগ্য কোনও সাফল্য মেলেনি। একইভাবে ত্রিপুরাতেও নির্বাচনী ময়দানে নামলেও ভোটের ফলাফলে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি তারা। বর্তমানে দলের সভাপতি শান্তনু দে। তাঁরই তৈরি করা কলমের নিব প্রতীক নিয়ে রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এনসিপিআই।

TARAKESWAR MUNICIPALITY

E-TENDER NOTICE

The Executive Officer, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of Pre-Shrabani Mela Repair & Maintenance works under Tarakeswar Municipality

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2026_MAD_1028189_1	16.06.26	24.06.26	26.06.26
2	2026_MAD_1028189_2	16.06.26	24.06.26	26.06.26
3	2026_MAD_1028189_3	16.06.26	24.06.26	26.06.26
4	2026_MAD_1028189_4	16.06.26	24.06.26	26.06.26
5	2026_MAD_1028189_5	16.06.26	24.06.26	26.06.26

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

Sd/- **Chairman,**
Tarakeswar Municipality

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে 'মেগা' চমক বাংলার

১ম পাতার পরঃ সফল হলে তা সরাসরি জায়গা করে নেবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। শুধু যোগাসনই নয়, এই মেগা ইভেন্টকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে মিলেনিয়াম পার্ক, বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর এবং বাবুঘাটে থাকছে চোখধাঁধানো ড্রোন শো এবং এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কার্নিভাল। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আগে রাজ্যজুড়ে সপ্তাহব্যাপী এক বিশেষ উৎসবের আবহ তৈরি করা হয়েছে। গত ১৪ জুন একটি বিশেষ টোল-ফ্রি নম্বরের (১৮০০ ৩১৫ ৭০০৮) মাধ্যমে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রায় ৪ কোটি মানুষকে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও লিঙ্ক পাঠিয়ে ঘরে বসেই ভার্চুয়াল যোগাসনে যুক্ত করার এক অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, রাজ্যের কোটি কোটি মানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই ভার্চুয়াল যোগাভ্যাসে অংশ নেন, যা ইতিমধ্যেই এক বিশাল সাড়া ফেলে দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে হাওড়া ফেরিঘাটে একটি বিশেষ যোগ অনুশীলনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনেও একটি বড়সড় যোগ অনুশীলন শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। যোগ দিবসের প্রাক্কালে আগামী ১৯ জুন রাজ্য জুড়ে আয়োজিত হতে চলেছে আর এক অনন্য কর্মসূচি- 'দৌড় সে ধ্যান তক'। সেদিন সকালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ক্লাব ও সমাজসেবী সংস্থাগুলির মাধ্যমে পাড়ায় পাড়ায় এই কর্মসূচি পালন করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথমে সকলে মিলে ২ কিলোমিটার পথ দৌড়াবেন। এরপর একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সবাই মিলিত হয়ে সমবেতভাবে ১৫ মিনিটের জন্য 'যোগ ধ্যান' বা মেডিটেশন করবেন। শরীরকে সচল রেখে মনকে শান্ত করার এই প্রক্রিয়াটি জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলবে বলেই আশা উদ্যোক্তাদের। এই গোটা উৎসবের মূল আকর্ষণ অবশ্যই আগামী ২১ জুন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এই প্রথমবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের জন্য কলকাতায় সশরীরে উপস্থিত হতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রেড রোডের সেই মহাসমাবেশকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে গোটা এলাকা।

সেদিনের সূচি অনুযায়ী- ভোর ৫:০০টাঃ অংশগ্রহণকারীদের পৌঁছানোর সময় (রিপোর্টিং)। ভোর ৫:০০-৬:৩০টাঃ প্রাথমিক প্রস্তুতি এবং সংক্ষিপ্ত অনুশীলন। সকাল ৬:৩০-৭০০টাঃ দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ ভাষণ। সকাল ৭:০০টা থেকেঃ কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের নির্দিষ্ট গাইডলাইন বা নির্দেশিকা মেনে শুরু হবে মূল যোগাভ্যাস। টানা ৪৫ মিনিট ধরে চলবে এই মূল যোগাভ্যাস পর্ব, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে যোগাসন করবেন।

প্রথম দিনেই নামখানা ব্লকে জনকল্যাণ শিবিরে উপচে পড়া ভিড়

তাপস পাল, নামখানা,১৫ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নামখানা ব্লকের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ চংদ্রনগর স্টেডিয়াম মাঠে জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই জনকল্যাণ শিবিরে হাজার হাজার বেনি ফিসারি তাঁদের প্রকল্পগুলোতে নাম নথিভুক্ত করেন। এই জনকল্যাণ শিবির আজ ১৫ জুন শুভ উদ্বোধন হলো চলবে ১৬ এবং ১৭ তারিখ পর্যন্ত। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সাগর বিধানসভার বিধায়ক সুমন্ত মন্ডল, উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের বিডিও সুব্রত মল্লিক, ছিলেন ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা প্রীতম বিশ্বাস, ফেস্টিভ্যাল নোডাল অফিসার মলয় কুমার দাস শ্রম দপ্তরের আধিকারিক আমিত বিশ্বাস সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এদিন প্রায় ২২০০ বেনি ফিসারি সরকারি প্রকল্পগুলোতে নাম নথিভুক্ত করান। প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার পর সেই সঙ্গে 'মায়ের নামে একটি গাছ' সকল মায়েদের হাতে তুলে দেন।এই প্রসঙ্গে সাগর বিধানসভার বিধায়ক সুমন্ত মন্ডল বলেন, বর্তমান পরিবর্তিত সরকারের প্রথম ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী একটানা ১২ বসর প্রধানমন্ত্রী সম্পন্ন করলেন।

তারই প্রাক্কালে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা ব্লকে সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের সাগর বিধানসভায় মোট তিনটি জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সবগুলো জনকল্যাণ শিবিরে উপচে পড়া ভীড়। মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা যা আজ দীর্ঘ ১৫ বছরের উপচে পড়া ভিড় তা প্রমাণ করে দিয়েছে। আজকে প্রথম দিন শুরু হয়েছে। আরো দুদিন ধরে এমন শিবির চলবে। কেউ ভাববেন না যে জনকল্যাণ শিবিরে ফর্মটা পূরণ করলাম না মানেই আমি তা থেকে বঞ্চিত হলাম। আগামী দিনে এই জনকল্যাণ শিবির মানুষের কাছে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে। আগামী দিনে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের এই রকম ফর্ম ফিলাপ করতে পারবেন, জমাও দেবেন এবং সুবিধাও পাবেন। আশাহত হওয়ার কোন দরকার নেই। সবাই আসুন সরকারের সমস্ত প্রকল্প গুলো আপনারা গ্রহণ করুন।নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বেনি ফিসারি বলেন, প্রথমের দিকে প্রচন্ড ভিড় থাকলেও পরে ক্রমশ ভিড় কমতে থাকে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical) Lighting Zone-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/20/26-27

Name of the work: **Installation of insulting materials on the street light poles at different places in Ward No. 102, Br.-XII.** Estimated Amount : **₹2,48,531.71.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/21/25-26

Name of the work: **Repairing street lighting system at Ghosh Para, P. N. Dey Road and Baghajatin C Block surrounding areas in Ward No. 102, Br.-XII.** Estimated Amount : ₹ **1,94,862.33.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **27.06.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **15.06.2026 at 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).**

3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/233/25-26

Name of the work: **Installation of lighting system to illuminate the Kabi Sukanta Park situated at Raja S. C. Mallick Road entry point of Sukanta Setu under Ward No. 102, Br.-XII.** Estimated Amount : ₹ **2,98,994.34.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of submission of Bid : **24.06.2026 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2026 at 5 p.m.**

4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/31/26-27

Name of the work: **Repairing of high mast with lighting fittings and other accessories at different locations in Ward No. 107, Br.-XII.** Estimated Amount :₹ **4,76,828.03.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **25 Days.**

5) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/30/26-27

Name of the work: **Repairing of street lighting system from Baghazatin Rob to Ruby Crossing at EM Bypass under Br.-XII.** Estimated Amount : ₹ **2,74,074.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period of Completion: **25 Days.** Last date and time of submission of Bid : **25.06.2026 up to 3 p.m. (for Sl. No. 3 & 4)**. The bid forms and other details are available on and from **18.06.2026 from 3 p.m. (for Sl. No. 3 & 4).** The website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 5).**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III of **KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:

1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2026-2027/09

Name of the work: **Temporary lighting arrangement for the occasion of Muharram 2026 at Kasia Bagan Pond surrounding area & different connecting roads in Ward No. 64, Br.-VII.** Estimated Amount : ₹ **2,63,120.00.** Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period of Completion: **02 Days.** Last date and time of submission of Bid : **24.06.2026 - 12 noon** and Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **24.06.2026 - 12.30 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **15.06.2026 - 4 p.m.**

2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2026-2027/10

Name of the work: **Temporary lighting arrangement for the occasion of Muharram festival at Shamsul Huda Rd. Miajan Ostagar Lane, Biresh Guha St. Dilkhusia Rd., Tiljala Rd. and different road in Ward No. 65, Br.-VII.** Estimated Amount :₹ **2,86,770.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **07 Days.** Last date and time of submission of Bid : **23.06.2026 at 12 noon** and Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **23.06.2026 - 12.30 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **15.06.2026 - 6 p.m.** The website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (E)/LTG/Z-I, KMC invites e-tender online percentage bid systems for the following works:

1) NIT No.: LTG/04/WD-30/BR-III/Z-I/26-27

Name of the work: **Operation & maintenance of electrical system at Sir Gurudas Market under Br.-III.** Estimated Amount : ₹ **4,23,713.18.** Earnest Money: ₹ **8,500.00**.

2) NIT No.: LTG/03/WD-30/BR-III/Z-I/26-27

Name of the work: **Operation & maintenance of electrical system at Borough-III office & different KMCP School under Br.-III.** Estimated Amount : ₹ **4,23,713.18.** Earnest Money: ₹ **8,500.00**. Period of Completion: **365 Days (for Sl. No. 1 & 2).** Last date and time of submission of Bid : **29.06.2026 - 4 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

CORRIGENDUM

NIT No-KMC/EEC/VII/66/1/26-27/R. Published in this newspaper on **01.06.2026 (Key No. 60/26-27) of Engineering (Civil)/Br.-VII Department (Sl. No. 5)**. Last Date & Time of submission of Bid will be read as **18.06.2026 at 10.30 a.m.** instead of 10.06.2026 at 10.30 a.m. Tender will be opened on **20.06.2026 at 10.30 a.m.** instead of 12.06.2026 at 10.30 a.m. other details will remained unchanged.

119/26-27

অনন্যার পার্টি অফিসে খোলা পাঞ্জাবি থেকে আপত্তিকর সামগ্রী

১ম পাতার পরঃ শুরু হয় তল্লাশি। সেই তল্লাশিতেই নাকি উঠে আসে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য ও নথি। প্রথম তলায় অফিসের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় একটি ডায়েরি, যাকে ঘিরেই মূলত শুরু হয় বিতর্ক। সেই ডায়েরিকে ঘিরে দাবি করা হচ্ছে, সেখানে নাকি বিস্তারিতভাবে লেখা ছিল এক ধরনের রেট চার্ট। বিভিন্ন ক্লায়েন্টের নাম আলাদা আলাদা সেকশনে ভাগ করা ছিল বলে অভিযোগ। সেই তালিকায় নাকি ছিল একাধিক প্রোমোটারের নাম, যাঁদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা নেওয়ার উল্লেখ রয়েছে। শুধু তাই নয়, চাকরিপ্রার্থীদের থেকেও টাকা নেওয়ার কথা নাকি ওই নথিতে বিস্তারিতভাবে লেখা ছিল কার কাছ থেকে কত টাকা নেওয়া হয়েছে, কোথায় যোগাযোগ করা হয়েছে, সবই নাকি নাম-ঠিকানা সহ লিপিবদ্ধ। অভিযোগ আরও গুরুতর আকার নেয় যখন দাবি করা হয়, ওই তালিকায় বেসরকারি হাসপাতালগুলোর নামও রয়েছে। সেখানে নাকি নিয়মিতভাবে টাকা তোলার একটি আলাদা ব্যবস্থা চালু ছিল বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র আলোড়ন। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও পর্যন্ত স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি, তবে ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়, ওয়ার্ড অফিসে ঢুকে রীতিমতো ভিড়মি খাওয়ার জোগাড় সকলের। এক তলায় যখন এসব, দোতলায় উঠতেই ঝাঁ চকচকে মেক আপ রুম। সেখানে যেমন রয়েছে মেক আপের সামগ্রী, ঠিক তার পাশ থেক উদ্ধার হয়েছে গাদা গাদা কন্ডোমের প্যাকেট এবং গর্ভনিরোধক সামগ্রী।

তৃণমূল সাংসদদের যোগদান নিয়ে

১ম পাতার পরঃ দাবি, দলের বর্তমান নেতৃত্ব একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এমনকি অর্থ বা অন্য কোনও স্বার্থে দলকে ব্যবহার করার চেষ্টাও হতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। শান্তনু দে স্পষ্ট জানিয়েছেন, দলের সংবিধান অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সভাপতির স্বাক্ষর প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মতামত উপেক্ষা করে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, দলের সাধারণ কর্মীরাও তৃণমূলের বিদ্রোহীদের যোগদানকে ভালোভাবে নিচ্ছেন না। তাঁদের আশঙ্কা, এতে দলের আদর্শ ও ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে দরজা পুরোপুরি বন্ধও রাখেননি এনসিপিআই প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জানিয়েছেন, দেশের স্বার্থ ও সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে এবং দলের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করে তাঁদের শর্ত মেনে নিলে তবেই ওই সাংসদদের গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। একই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ বছরের শাসনের সমালোচনা করলেও বর্তমান সরকারের প্রতি এখনও আশাবাদী অবস্থান নিয়েছে এনসিপিআই। তবে মানুষের স্বার্থ রক্ষায় সরকার ব্যর্থ হলে রাজপথে নেমে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন শান্তনু দে। তাঁর দাবি, মানুষের সমর্থন পেলে আগামী দিনে এনসিপিআই সর্বভারতীয় স্তরেও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

'সই জাল' কাণ্ডে এবার বিধানসভায় অভিযান সিআইডি'র

১ম পাতার পরঃ জিজ্ঞাসা করলেই সমস্যার সমাধান অনেক আগেই হয়ে যেত।'' গোটা বিতর্কের সূত্রপাত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দলের পদাধিকারী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। গত ৬ মে কালীঘাটে দলের একটি বৈঠকে বিরোধী দলনেতা, সহ-বিরোধী দলনেতা এবং মুখ্য সচেতক পদে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। পরে সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিধানসভা সচিবালয়ে একটি রেজলিউশন বই জমা দেওয়া হয়, যেখানে ৭০ জন বিধায়কের উপস্থিতি এবং তাঁদের স্বাক্ষর থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু গত ২৭ মে পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নেয়। তৃণমূলেরই দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা স্পিকারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট বৈঠকে ওই ধরনের কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, পরে অন্য সময়ে স্বাক্ষর নেওয়া হলেও তা ৬ মে-র বৈঠকের নথি হিসেবে দেখানো হয়েছে। অভিযোগে আরও বলা হয়, জমা দেওয়া নথির একাধিক স্বাক্ষর সন্দেহজনক। এরপরই তদন্তে নামে সিআইডি।

১৭ জুন কোটায় আন্দোলনের ডাক রাহুল গান্ধির

১ম পাতার পরঃ আসলে পরীক্ষা ব্যবস্থার এই বেনিয়ম, প্রশ্নফাঁস এবং সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ঢিলেমিকে কেন্দ সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে চাইছে কংগ্রেস। আর সেই কারণেই দেশের ছাত্র ও যুবসমাজের ন্যায্য অধিকার এবং কর্মসংস্থানের এই লড়াইয়ে তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন রাহুল। আগামী ১৭ জুন রাজস্থানের কোটার 'দশেরা ময়দান'-এর শ্রী রাম রঙমঞ্চে এই বিশাল ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তবে আন্দোলন শুধু কোটাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। 'শিক্ষা বাঁচাও, ভবিষ্যৎ বাঁচাও' এই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশজুড়ে যে প্রচার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে, এটি তার প্রথম ধাপ মাত্র। কংগ্রেসের এই দেশব্যাপী কর্মসূচির পরবর্তী সূচিও ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কোটার পর আগামী ১০ জুলাই এলাহাবাদে (প্রয়াগরাজ), ১১ জুলাই বিহারের পাটনায় এবং ১৪ জুলাই দেশের রাজধানী দিল্লিতে এই একই ইস্যুতে বিশাল প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৯৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১ আষাঢ়, ১৪৩৩

প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট

এক নারী যিনি বেথুন কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পান, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের পড়ার দাবিতে কেস প্লিড করেন ভাইস চ্যান্সেলর এর কাছে, ছিনিয়ে নেন নারী শিক্ষার অধিকার। আবার তিনিই মেয়েদের শিক্ষার জন্য একক প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নারীদের স্বনির্ভর করার জন্য তৈরি করেন স্বনির্ভরতা কেন্দ্র। আবার তিনিই গড়ে তোলেন ভারতের প্রথম নারী বিপ্লবী দল দিপালী সংঘ। সেই নারীই সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী হয়ে হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙতে উদ্যত হন। তিনিই ভারতের সংবিধান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। আবার তিনিই স্বাধীনতার পর উদ্বাস্তুদের রক্ষা করতে, দাঙ্গা রুখতে ছুটে যান ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে। অবাক হচ্ছেন, কে এই নারী! আছেন তিনি, বিস্মৃতির অন্তরালে কিন্তু আপন কর্মে উজ্জ্বল। তাঁর নাম লীলা নাগ রায়। তাঁর জন্ম হয়েছিল আসামের গোয়ালপাড়ায়। বাড়িতে প্রথম থেকেই দেশের তৈরি মোটা কাপড় পরার রীতি, বাড়িতে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন শোকপালন ও অরন্ধন কর্মসূচি, বাবার লবনকরের প্রতিবাদ করে আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ, তাঁর মনে দেশপ্রেমের চেতনা জাগায়। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে। তারপর ঢাকার ইডেন স্কুলে। নিজের মেধার বলে ২০ টাকা বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর কলকাতার বেথুন কলেজ। এখানেই প্রথম দেখা যায় তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও প্রতিবাদী চরিত্র। সাংগঠনিক দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বগুণের জন্য বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীমতি রাইট তাঁকে 'সিনিয়র স্টুডেন্ট' মর্যাদায় সম্মানিত করেছিলেন। বেথুন কলেজে প্রথম ছাত্রী-রিইউনিয়ন (ছাত্রী-পুনর্মিলনী) গড়ে তুলেছিলেন তিনি। আবার ১৯২১ সালের ১ আগস্ট লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে ছুটি ঘোষণার দাবি জানালে শ্রীমতি রাইট ভারতীয়দের জাতীয় চেতনায় আঘাত দেন। ফলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে কলেজে 'ছাত্রী-ধর্মঘট'-এর ডাক দিলেন লীলা। বাধ্য হয়ে প্রিন্সিপাল ক্ষমা চেয়ে অপ্রীতিকর সংকটের সমাধান করেছিলেন। কোন ভারতীয় ছাত্রী যে এইভাবে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে কলেজ অচল করার ক্ষমতা রাখে তা কর্তৃপক্ষের ভাবনার অতীত ছিল। কলেজে অধ্যয়নকালীন সময়ে বড়লাটের পত্নীকে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানানোর প্রথা বাতিলের আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাজনীতি যে শিক্ষার পথে অন্তরায় নয় তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে ১৯২১ সালে বেথুন কলেজ থেকেই বি.এ পাশ করেন তিনি। পরীক্ষায় তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং 'পদ্মাবতী' স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর শুরু হোল নতুন লড়াই। সারা নারীসমাজের উচ্চশিক্ষার দাবীতে তাঁর একক লড়াই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার আইন থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন ইংরেজি সাহিত্যে এমএ প্রথম পর্বে ভর্তি হতে চাইলেন, তখন অনুমতি না পাওয়ায় তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে আবেদনপত্র নিজে হাতে জমা দিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁর প্রতিবাদের টনক নড়ল ভাইস চ্যান্সেলারের। তাঁর মেধা ও আকাঙ্খা বিচার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চান্সেলর ডঃ হার্টস তাকে পড়ার অনুমতি দিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খুলে গেলো নারীদের কাছে। তিনিই হলেন প্রথম নারী যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করলেন।

ঠাকুর বাড়ির স্বর্ণ কুমারী

ঢাকা থেকে ফিরে কন্যা বললেন, কলা পাননি, তবে এনেছেন একটা কানাইবাঁশি গলা। ঠিক সেই সময় ঢাকার মেয়ে প্রতিভার গান রেকর্ড করে হিজ মাস্টার্স ভয়েস। বিখ্যাত কোম্পানি কর্তারা ঢাকায় এসেছিলেন গান রেকর্ড করার জন্য। ঢাকার মেয়ে কলকাতায় এসে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেছেন,সেখান থেকে বারান্দা পার হয়ে শুনলেন ঘুমাচ্ছো নাকি? বালিগঞ্জের বাড়ির দোতলায় কারুকার্যখচিত মস্ত উঁচু খাটের মাথার কাছে একটি ইজি চেয়ারে একজন এলিয়ে আছেন। তিনি চাদরটা সরালেন, মাথার ধবধবে সাদা চুলের গোছা মাটি ছুঁয়ে পড়ছে। তিনি বললেন এসেছো। ওদিকে সুন্দরী প্রবীণ মহিলাকে দেখে প্রতিভার চোখের বিস্ময় যেন কাটে না। এরপর সরলাদেবী বললেন, আমার মা প্রণাম করো। স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম জানো? হ্যাঁ প্রতিভা নাম জানতেন, সেদিন প্রথম দেখলেন চোখ স্বার্থক হল। এই তাহলে স্বর্ণকুমারী দেবী! রবীন্দ্রনাথের দিদি। হ্যাঁ রানু অকপটে স্বীকার করেছেন দেশ বিদেশে তিনি অনেক ঘুরেছেন কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবীর মত সুন্দরী দেখেননি। অতুলপ্রসাদের গান 'বধুঁয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে' গানটির জন্য লোকে তখন আরও বেশি করে রানুর নাম জেনেছে। অনেক জায়গা থেকে তাঁর কাছে গান গাওয়ার ডাক আসে,এই ভাবে একটা স্বদেশী সভায় গান গেয়ে সরলা দেবীর নজরে পড়েন রানু। তিনি তখন বীরাষ্টমী ব্রত উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মায়ার খেলা নাটকে অভিনয় করার জন্য একজন মেয়ে খুঁজছেন। সরলা দেবীর সঙ্গে ঢাকা মেলে চেপে কলকাতায় আসেন রানু। খুব সকালেই শিয়ালদহ পৌঁছে যেত ঢাকা মেল। একেবারে ঝকঝকে তকতকে স্টেশন। ধোয়ামোছা। হ্যাঁ রানু বলেছেন যে ছেলেটি স্টেশনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর দিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। টাটকা অতসী ফুলের মত গায়ের রং কালো কুচকুচে ঘন চুল, অসাধারণ দুটো চোখ। সরলা দেবী বললেন আমার ছেলে। যাই হোক তখন যোগেশ গুপ্ত কলকাতায় বিশিষ্ট কংগ্রেস ব্যাক্তিত্ব। রানুর পিতার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তিনিও ঢাকায় এসেছিলেন। সরলাদেবীকে যোগেশ গুপ্ত ঢাকায় রানুদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এবং রানুর মা যোগেশ গুপ্তর অনুরোধে তাঁর অভিভাবকত্বে মেয়েকে সাতদিনের জন্য কলকাতা যাওয়ার অনুমতি দেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

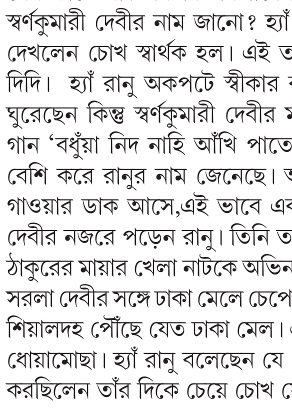

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। মাতৃশক্তি ছাড়া নিজেকে বড় করা যায় না।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্য দিয়েই পাঠিয়েছেন। কাজ দিয়েই পাঠিয়েছেন। কারোর খাবার কেউই নিতে পারে না। সবাই যে যার কাপলে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। কপালে যা লেখা রয়েছে তা হবেমা সারদার ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। তাঁকে পুজো করতে হবে। তার দর্শন এবং শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে। তাহলে সবাই বড় হতে পারবে। মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করতে পারবে। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা সারদা এবং কালী। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী। তিনি সবার মঙ্গলদাত্রী। তিনি জ্ঞানদায়িনী। তিনি উজ্জ্বলময়ী মা। তিনি ভক্তিমতী মা। তিনি শ্রদ্ধাশীলা মা ভবতারিণী। তিনি সবার শুভ কামনা করে থাকেন। সবাই যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে এবং খেতে পরতে পারে সেটা দেখভাল করেন। তিনি চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন না। তিনি সব সময়ে চোখ খুলে রাখেন। জগতে রক্ষা করতে তিনি নিজের তিনটি নেত্রকে সজাগ রাখেন।

নেতাজি ভারতে প্রবেশ করলে 'ভারত অখণ্ড' থাকতো

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে বিলাতের ওয়েস্টমিনিস্টার হলে গোল টেবিল বৈঠক হয়। সেখানে কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি ছিল না। সেই গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ৮৮ জন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এবং ষোল জন রাজ প্রতিনিধি সেই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করে আলোচনা করেন। মুসলিম প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত থাকেন

সেখানে উপস্থিত ছিলেন আগা খান এবং জিন্নাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে জিন্না নতুন ভারত তৈরি করার কথা বলেন এবং তিনি আশ্বাস দেন সেই ভারত কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কংগ্রেস প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকার ফলে কংগ্রেসের চিন্তা এবং তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করতে পারল না। মুসলিম প্রতিনিধিরা কীভাবে নতুন ভারত তৈরি হবে তার ব্যাখ্যা দিল। ডিসেম্বর মাসে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক হল। সেখানে কবি স্যার মহম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) উপস্থিত সকলের সমানে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম হোম্যল্যাণ্ড তৈরি করার কথা ব্যক্ত করেন। এলাহাবাদে মুসলিম লিগের ১৭ তম অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহিত হয়েছিল এবং সেখানে কংগ্রেসের 'নেহরু রিপোর্ট' এবং সাইমন কমিশনের বিকল্প পথ নির্দেশিকা তৈরি হল। মহম্মদ ইকবালের সেই চিন্তা পরবর্তীকালে 'ইকবাল প্ল্যান' হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে সিন্ধ, এনডব্লুএফপি এবং পাঞ্জাব তা গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল না। সিন্ধ এবং এনডব্লুএফপি তাদের স্বতন্ত্রতাকে বর্জন করতে একেবারে রাজি ছিল না। পাঞ্জাবের অধিকাংশ মুসলিমরা তারা আগ্রহ প্রকাশ করতে থাতে যে তারা তাদের অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তারা কারোর সঙ্গে মিশতে যাবে না। ১৯৩৮ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কবি মহম্মদ ইকবাল জিন্নার সঙ্গে এ ব্যাপারে বহু আলোচনা করেছেন। পরে দেখা গেল যে লিয়াকৎ আলি খান (১৮৯৫-১৯৫১) জিন্নাকে সঙ্গে নিয়ে বিলাতে আইন প্র্যাকটিস করতে থাকেন এবং রাজনীতি থেকে সাময়িক সরে দাঁড়ালেন। ১৯৩৪ সালে জিন্না আবার রাজনীতিতে ফিরে এসে মুসলিম লিগের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ১৯৩৩ সালে মুসলিম লিগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্ধ লেগে যায়। সেই সময়ে একজন নেতার অভাব বোধ করতে থাকে মুসলিম লিগ। তারপরেই জিন্না মুসলিম লিগের হাল ধরেন। এদিকে আগা খান এবং তাঁর গোষ্ঠী একটি মুসলিম দল তৈরি করতে ব্যর্থ হলে জিন্নার স্থান মুসলিম লিগে অটুট থেকে গেল এবং মুসলিম লিগের সদস্যরা জিন্নাকে তাদের নেতা বলে গ্রহণ করে নিল। সেই সময়ে জিন্না সম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তখন মুসলিম লিগ শুধু মাত্র মুসলিমদের জন্যই একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করার মানসিকতা নিয়ে চলছিল না। তারা কোনও সময়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তৈরি করার কথা ভাবেনি। জিন্না চাইছিলেন যে মুসলিম লিগের অধীনে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে ব্রিটিশ ভারতে বা কমনওয়েলথের অধীনে থাকবে এবং ইংল্যান্ডের রানিতে মান্যতা দেবে। আগেই বলা হয়েছিল যে জিন্না চালচলন একেবারে বিলাতি। তিনি কোনও সময়ে উর্দুতে কথা বলতেন না। ইরেজিতে কথা বলতে বেশি ভালোবাসতেন। প্রায় সময়ে বিলাতি ছাঁচে চলাফেরা করতেন। শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে জিন্না বিলাতী হলেও গান্ধিজির একেবারে বিপরীত ছিলেন। গান্ধিজি ইংল্যান্ড থেকে আইন শিক্ষা অর্জন করলেও তিনি নিজেকে একেবারে ইংরেজিয়ানার সঙ্গে মিশিয়ে দেননি। নিজের স্বাধীন অস্তিত্বকে বজায় রেখেছেন এবং একজন ভারতীয় হিসাবে সকলের কাছে পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পরণে ছিল ধুতি এবং গায়ে চাদর। এছাড়া তিনি বিলাতি পোশাক পরে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেননি বা ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখাা করার সময়ে শুধু চটি জুতো, গায়ে চাদর এবং পরণে ধুতি পরে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। গান্ধিজির দর্শনে শ্রীরাম, গীতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। কিন্তু জিন্নার দর্শনে কোরান বা মসজিদ গুরুত্ব পায়নি। তাঁকে নামাজ পডতে দেখা যায়নি। জিন্না নিজের ধর্মীয় আচার আচরণে বাইরে অবস্থান করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুখের কথায় যখন কোনও কিছু আদায় করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন অস্ত্র দিয়ে তা আদায় করতে হয়। সেই কারণে তিনি ১৯৪৬ সালে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' ঘোষণা করেন। যেখানে গান্ধিজি অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার ডাক দিচ্ছেন এবং ভারতের বিপ্লবীদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করছেন সেখানে জিন্না বারবার 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে হুমকি দিতে শুরু করেছেন। ১৯৪২ সালে গান্ধিজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে ব্রিটিশ রাজশক্তি নৈতিক দিক দিয়ে সমর্থন করতে পারেনি। তারা গান্ধিজির সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা আন্দোলনের ব্যাপারে উৎসাহিত হলেও পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে গান্ধিজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ব্রিটিশ শাসকেরা তাঁকে গ্রেফতার করে এবং কংগ্রেস দলকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে।

১৭৫৭ সীল পলাশির যুদ্ধে যে বাংলা ব্রিটিশ শক্তিকে সমর্থন করে নবাব সিরাজদৌল্লাকে পরাস্ত করলো এবং ১৮৫৭ সালে বিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সিপাইরা বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে এবং ১৯০৫ সালে বাংলাভাগকে কেন্দ্র করে বাঙালিরা ব্রিটিশ বিরোধী শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। ফলে ব্রিটিশ রাজশক্তির দর্প ক্রমশ ম্লান হতে শুরু করে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্বেব বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। জাপান, জার্মান, ফ্রান্সেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে রীতিমতো আলোচনা হতো। গদর পার্টির আঘাত ব্রিটিশ শক্তির চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৪৬ সালে সুভাষ চন্দ্র বোস আজাদ হিন্দ বাহিনীর (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) প্রায় ৫০ হাজার শক্তিশালী সেনা নিয়ে ভারত আক্রমণ করে বসলো তখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশ ঘোরালো হতে থাকে। জিন্নার কাছে এই সংবাদ পৌঁছাতে বেশি দেরি হয়নি। তিনি উপলব্ধি করেন যদি সুভাষ চন্দ্র বোস যদি তাঁর সেনাদের নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে তাহলে কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। হিন্দুদের হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা চলে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আজাদ হিন্দ বাহিনী পরাস্ত হল ব্রিটিশ সেনাদের কাছে। এদিকে ভারতের নৌ বাহিনী এবং বিমান বাহিনী বিদ্রোহ করে। তার ফলে ব্রিটিশ শক্তি কম্পিত। সেই দুর্বলতাকে অবলম্বন করে জিন্না পাশখেলা শুরু করে দিলেন। জিন্নার দাবিকে মেনে নেওয়া ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের সমানে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। মুসলিম লিগের নেতারা যখন 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' করে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলকে মুসলিম অঞ্চলে পরিণত করার চেষ্টা করতে থাকে তখন জিন্না ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতার করেনি বা তাকে কারাবন্দি করে রাখে নি। কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে দাঙ্গা হয়েছিল তার দায়ে জিন্নাকে কোনও শাস্তি দেয়নি ব্রিটিশ সরকার। তার একটি মাত্র কারণ হল তখন জিন্না প্রতিশ্রুতি দেন যে পাকিস্তান সব সময়ে ব্রিটিশ সরকারের পাশে থাকবে এবং কমনওয়েলথে থেকে রানিকে মান্যতা দেবে। জিন্না মনে প্রাণে চাইছিলেন যে আজাদ হিন্দ বাহিনী জাপানের সাহায্য নিয়ে ভারতে প্রবেশ না করতে পারে। তাহলে পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি করার বাস্তব স্বপ্নটা একেবারে মিলিয়ে যাবে।

১৯৩৭ সালে কবি মহম্মদ ইকবাল লেখেন, "A seperate federation of Muslim provinces, reformed on the lines I have suggested above, is the only course by which we can secure a peaceful India and save Muslims fron the domination of non-Muslims. Why should not the Muslims of North -West India and Bengal be considered as nations entitled to self determination just as other nations in India and outside India are? Personally I think that the Muslims of North-West India and Bengal ought at present to ignore Muslim provinces. This is the best course to adopt in the interest of both Muslim majority and minority provinces." যে মহম্মদ আলি জিন্না কংগ্রেসে থাকার সময়ে কেবল মাত্র স্বাধীন অখণ্ড ভারত তৈরি করার স্বপ্ন দেখতো সেই জিন্না পরবর্তীকালে কবি ইকবালকে সমর্থন করেন।

এস এন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্স

বুদ্ধদেব মিশ্র

ইনস্টিটিউট আর্কাইভের ৪০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং উদ্বোধন হল ১৩ জুন২০২৬। স্থান সিলভার জুবিলি হল, এস এন বোস সেন্টার। এস.এন. বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস হল একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা মৌলিক এবং ফলিত বিজ্ঞান গবেষণায় নিযুক্ত।

ইনস্টিটিউটটি ১৯৮৬ সালে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কেন্দ্রটি সত্যেন্দ্র নাথ বসুর জীবন ও কর্মকে সম্মান করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে একজন বিশাল ছিলেন এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের বিকাশে সবচেয়ে মৌলিক ধারণা গত অবদান রেখেছেন।

গত চার দশকে, উন্নত গবেষণাগার এবং অত্যাধুনিক কম্পিউটেশনাল এবং একাডেমিক সুবিধা স্থাপন করে কেন্দ্রটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষার একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রজন্ম জুড়ে, বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, ছাত্র এবং কর্মী সদস্যরা চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং চিন্তা ও আবিষ্কারের নতুন উপায়গুলি অন্বেষণ করেছেন।

কেন্দ্রের ৪০ বছর উদযাপনের অংশ হিসাবে, ১৩ জুন ২০২৬-এ একটি উৎসর্গীকৃত আর্কাইভ উদ্বোধন করা হয় এবং তার ক্যাম্পাসের মধ্যে স্বপ্নদর্শী এবং কেন্দ্রের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা কেন্দ্রটিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতির একটি ইনস্টিটিউটে রূপ দিয়েছে। কেন্দ্র এই মাইলফলক উদযাপনের অংশ হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিঃ ডঃ সুকান্ত মজুমদার, মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, ভারত সরকারের। উনি ভার্চুয়ালের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রটি সত্যেন্দ্র নাথ বসুর জীবন ও কর্মকে সম্মান করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে একজন বিশাল বিজ্ঞানী ছিলেন এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের বিকাশে সবচেয়ে মৌলিক ধারণাগত অবদান রেখেছেন।

সম্মানিত অতিথি অধ্যাপক জি ডি যাদব, চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি, এসএনবিএনসিবিএস, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল টেকনোলজি (আইসিটি) ফাউন্ডেশন ডে লেকচার - ১ প্রফেসর সুমন চক্রবর্তীর। পরিচালক ও অধ্যাপক ড. আইআইটি, খড়গপুর। প্রতিষ্ঠা দিবসের বক্তৃতা দেন অধ্যাপক শ্রীরূপ রায়চৌধুরী, অধ্যাপক, আইআইটি। বিএইচইউম্মানিত অতিথি অধ্যাপক জি ডি যাদব, চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি, এসএনবিএনসিবিএস, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল টেকনোলজি (আইসিটি)।

এস এন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস হলো একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা মৌলিক বিজ্ঞানে গবেষণার কাজে নিয়োজিত। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৬ সালে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে একটি নিবন্ধিত সমিতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্সের বিকাশে কিছু মৌলিক ধারণাগত অবদান রাখা অধ্যাপক এস এন বোসের জীবন ও কর্মকে সম্মান জানাতে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কেন্দ্রটি মৌলিক বিজ্ঞানে গবেষণা কেন্দ্র।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

ফিফা রাজনীতি থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেনি

চিত্তইজৎ দত্ত

ফুটবলের মাঠে কূটনীতির ছায়া; ইরান, ফিফা এবং ২০২৬ বিশ্বকাপের রাজনৈতিক ভূমিকম্প। বিশ্বকাপ ফুটবল সবসময়ই কেবল খেলার উৎসব নয়, বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক অনানুষ্ঠানিক দর্পণ। ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ যখন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট হতে চলেছে, তখন সেই আনন্দের ভেতরে ঢুকে পড়েছে এক গভীর রাজনৈতিক অস্থিরতা। আর সেই অস্থিরতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে ইরান জাতীয় ফুটবল দল;একটি দল, যাদের জন্য মাঠ এখন আর কেবল খেলার জায়গা নয়, বরং রাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা ও পরিচয়ের এক জটিল যুদ্ধক্ষেত্র।

ফুটবল সাধারণত মানুষের আবেগ, জাতীয় গর্ব এবং ঐক্যের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে ২০২৬ বিশ্বকাপ এখন এক ভিন্ন অর্থ বহন করছে। এখানে প্রতিটি ম্যাচ শুধু গোল বা জয়ের হিসাব নয়, বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক একটি বার্তা। ইরানের অংশ গ্রহণকে ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা প্রমাণ করছে যে আধুনিক ক্রীড়াজগৎ আর কূটনীতি একে অপর থেকে আলাদা নয়, বরং গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের বিশ্বকাপ যাত্রা কোনো স্বাভাবিক ক্রীড়া গল্প নয়। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক উত্তেজনা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক টানাপোড়েন, এই টুর্নামেন্টকে এক অস্বস্তিকর মঞ্চে পরিণত করেছে। কিছু সময় আগে পর্যন্তও ইরানের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত ছিল, এমনকি দেশের ভেতর থেকেও রাজনৈতিক কারণে অংশগ্রহণ না করার ইঙ্গিত এসেছিল। যদিও পরবর্তীতে ফিফা এবং আয়োজক কর্তৃপক্ষ বারবার জানিয়েছে যে ইরানকে অন্তর্ভুক্ত করাই তাদের লক্ষ্য, তবুও বিতর্ক থামেনি।

এই বিতর্কের একটি বড় দিক হল স্পোর্টসওয়াশিং বা ক্রীড়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাবমূর্তি উন্নত করার অভিযোগ। পশ্চিমা বিভিন্ন

মানবাধিকার সংগঠন এবং প্রবাসী ইরানিরা অভিযোগ তুলছেন যে, ইরান জাতীয় দলকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ব্যবহার করা হতে পারে রাজনৈতিক বার্তা ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে। আবার অন্যদিকে ইরানপন্থী বিশ্লেষকরা বলছেন, ফুটবলকে রাজনীতির বাইরে রাখা উচিত এবং খেলোয়াড়দের রাজনৈতিক সংঘাতের বোঝা বহন করতে বাধ্য করা অন্যায়।

ফিফার অবস্থান এখানে অত্যন্ত জটিল। একদিকে সংস্থাটি নিজেকে নিরপেক্ষ ক্রীড়া সংগঠন হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়, অন্যদিকে বাস্তবতা হল বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে কোনো দলকে অন্তর্ভুক্ত বা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরাসরি রাজনৈতিক প্রভাব তৈরি করে। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বারবার বলেছেন যে ফুটবলকে রাজনৈতিক সংঘাত থেকে দূরে রাখতে হবে, কিন্তু একই সঙ্গে ইরানের অংশগ্রহণকে বিশ্বব্যাপী অন্তর্ভুক্তির প্রতীক হিসেবেও তুলে ধরেছেন। এই দ্বৈত অবস্থানই পুরো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ইরান জাতীয় দলের জন্য এই বিশ্বকাপ কেবল একটি ক্রীড়া চ্যালেঞ্জ নয়, বরং এক ধরনের পরিচয় সংকট। দলটির খেলোয়াড়রা এমন এক পরিস্থিতিতে মাঠে নামতে পারেন, যেখানে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ কেবল ক্রীড়া বিশ্লেষণের বিষয় নয়, বরং রাজনৈতিক ব্যাখ্যারও কেন্দ্রবিন্দু। দর্শকগণ তাদেরকে কেবল খেলোয়াড় হিসেবে দেখবেন, নাকি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে বিচার করবেন;এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বৈরিতা এই টুর্নামেন্টকে এক অদ্ভুত নাট্যমঞ্চে পরিণত করেছে। বিশেষ করে যখন ইরানের ম্যাচগুলো যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতে নির্ধারিত হয়েছে, তখন নিরাপত্তা, ভিসা নীতি এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রশ্নগুলো আরও জটিল হয়ে উঠছে। মানবাধিকার সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ইরানের অংশ অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানিয়েছে, যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে।

এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেও ফিফা একটি আদর্শ বার্তা দিতে চাইছে;ফুটবল মানুষকে একত্র করে। ইনফান্তিনো স্পষ্টভাবে বলেছেন, বিশ্বকাপ কোনো রাজনৈতিক মঞ্চ নয়, বরং একটি বৈশ্বিক ক্রীড়া উৎসব। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ফুটবল যতই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুক, রাজনীতি বারবার ফুটবলের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

ইরানের ক্ষেত্রে এই রাজনীতির প্রভাব আরও গভীর। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, আঞ্চলিক সংঘাত এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উত্তেজনা দেশের ক্রীড়া কাঠামোকেও প্রভাবিত করেছে। অনেক খেলোয়াড়ই বিদেশে খেলতে গিয়ে রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়েছেন, আবার কেউ কেউ জাতীয় দলে যোগ দিতে গিয়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থেকেছেন। ফলে জাতীয় দলটি কেবল একটি ক্রীড়া ইউনিট নয়, বরং একটি রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন হয়ে উঠেছে। বিশ্বকাপের মতো বৈশ্বিক মঞ্চে যখন ইরান মাঠে নামবে, তখন প্রতিটি ম্যাচ হয়ে উঠবে এক ধরনের প্রতীকী সংঘর্ষ। প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে খেলার পাশাপাশি তারা খেলবে আন্তর্জাতিক জনমতের বিরুদ্ধেও। তাদের গোল, তাদের উদযাপন, এমনকি তাদের পরাজয়ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যার বাইরে থাকবে না।

এই পরিস্থিতি ফিফার জন্যও একটি বড় পরীক্ষা। তারা কি সত্যিই ক্রীড়াকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে পারবে, নাকি বিশ্বকাপ আবারও আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক নাট্যমঞ্চে পরিণত হবে? অতীত ইতিহাস বলছে, ফুটবল কখনোই সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি থেকে মুক্ত ছিল না। রাজনৈতিক চাপ ফুটবলের মূল আনন্দকে অনেকাংশে আচ্ছন্ন করছে।

ফুটবলার পি কে ব্যানার্জি

শঙ্করলাল কর্মকার

ইস্টার্ন রেলের প্র্যাকটিসের পর নিজের ভাগের দুটো ডিমসেদ্ধ না খেয়ে রোজ বাড়িতে নিয়ে আসতেন পি কে ব্যানার্জী। একটি করে ডিমসেদ্ধ তুলে দিতেন দুই ভাই - বাবলু (প্রেমাংশু) আর গোপালের (প্রসূন) হাতে, যাতে অভাবের সংসারে খুব ছোট দুই ভাইয়ের শরীরে একটু পুষ্টি জোটে। দিনের পর দিন পরিবারের জন্যে এত আত্মত্যাগ করে গিয়েছিলেন পি কে।

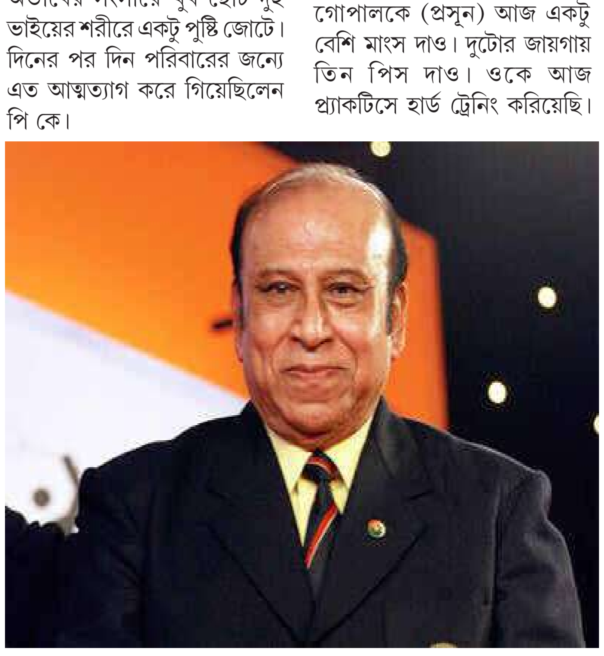

বিয়ের পর পি কে ব্যানার্জী স্ত্রী আরতিকে নিয়ে কাইজার স্ট্রিটের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। বিরাট ধনী পরিবারের মেয়ে ছিলেন আরতিদেবী। জ্ঞানরঞ্জন মজুমদার ছিলেন হোমিওপ্যাথির সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার। রাজেন মজুমদার ছিলেন মেয়র। দাদার শ্বশুর প্রতাপ মজুমদার ছিলেন বিশাল ধনী মানুষ। সেই পরিবারের মেয়ে নতুন বউ হয়ে পি কে ব্যানার্জীর বাড়িতে এসে দেখল, একেকজন দেওর একেকটা ঘরে হাঁটাহাঁটি করছে। থাকছে সারাদিন। প্রাইভেসি বলে কিছু নেই। স্বাভাবিকভাবেই তখন একটু বিরক্ত হয়েছিলেন আরতিদেবী। সেটাই স্বাভাবিক। অন্য বাড়িতে নাকি চলে যেতে চেয়েছিলেন। পি কে ব্যানার্জী তখন স্ত্রী আরতিকে বলেছিলেন , তোমার ইচ্ছে হলে যাও। আমি চলে গেলে রেলের এই কোয়ার্টারও চলে যাবে। ভাইদের বস্তিতে থাকতে হবে। সেটা আমি বেঁচে থাকতে দেখতে পারব না। এমনও দিন গিয়েছে, পি কে খাবার টেবিলে স্ত্রী আরতিকে বলেছে, গোপালকে (প্রসূন) আজ একটু বেশি মাংস দাও। দুটোর জায়গায় তিন পিস দাও। ওকে আজ প্র্যাকটিসে হার্ড ট্রেনিং করিয়েছি। ওর বেশি খাওয়া দরকার।দ আরতিদেবী হেসে বলেছেন, মাংস তো মাত্র হাফ কেজি।' তাতেও পি কে বলেছে, তা না। দাও দাও। গোপালকে, বাবলুকে মাংস বেশি করে দাও। আমি আজ নাই বা খেলাম।

তখন পরিবারের ১১ জনের পেট চলত পি কে-র রেলের ১২০ টাকা মাসিক মাইনের ভরসায়। ধীরেন দে বহুবার মোহনবাগানে পি কে -কে সই করাতে চেয়েছেন কিন্তু তাতে পি কে -কে সরকারি চাকরি ছাড়তে ছাড়তে হত। ধীরেন দে পি কে-কে এও বলেছিলেন মোহনবাগানে যোগ দিলে চুনীর মত মোহনবাগান তাঁকেও প্রিমিয়ার পদ্মিনী গাড়ি দেবে, প্রদীপ একবার শুধু ক্লাবে সই কর।

এনসিপিআই দলে যাচ্ছেন না মুর্শিদাবাদের তিন সাংসদের ঘনিষ্ঠরা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৫ জুন ঃ গত প্রায় ১৫ দিন ধরে চলা 'মমতা পন্থী তৃণমূল' এবং তৃণমূলের বিদ্রোহী ব্লকের সংসদদের মধ্যে টানাপোড়েনের অবসান হয়েছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটের জয়ী লোকসভার ২৮ জনের মধ্যে ২০ জন সাংসদ স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা ত্রিপুরার ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই) দলে মিশে যাচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিদ্রোহী সাংসদদের দলে রয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে নির্বাচিত তিন সাংসদ-জঙ্গিপুরের খলিলুর রহমান, মুর্শিদাবাদের আবু তাহের খান এবং বহরমপুরের ইউসুফ পাঠান। এনসিপিআই দলে যোগদান করার পরেই বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদরা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন লোকসভায় তাঁরা এনডিএ-কে সমর্থন জানাবেন। মাত্র দেড় মাস আগেও মুর্শিদাবাদের যে তিন তৃণমূল সাংসদ বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর অত্যাচারের জন্য সরব হয়েছিলেন তাঁরাই নতুন দলে যোগ দিয়ে এনডিএ-কে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। জেলার বেশিরভাগ সাংসদ ঘনিষ্ঠ নেতাই তাঁদের সঙ্গে এনসিপিআই দলে যোগ দিচ্ছেন না। মুর্শিদাবাদ জেলায় তিন তৃণমূল সাংসদের ঘনিষ্ঠ বেশিরভাগ নেতাই কেউ প্রকাশ্যে কেউ আবার নাম না প্রকাশের শর্তে জানিয়েছেন সাংসদদের এই আচরণ জেলার সাধারণ মানুষের মতো তাঁরাও ভালো চোখে দেখছেন না। আপাতত সাংসদদের সঙ্গে এনসিপিআই দলে তাঁরা কেউই যোগ দিচ্ছেন না। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের একাধিক নেতা নাম না প্রকাশের শর্তে জানিয়েছেন, এসআইআর পর্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে। এখনও প্রচুর মানুষের নাম ভোটার তালিকায় ওঠেনি। সংখ্যালঘু মানুষদের কাছে এখনও বিজেপি দলের গ্রহণযোগ্যতা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে যেভাবে তিন তৃণমূল সাংসদ সাধারণ মানুষের কোনও মতামত না নিয়ে দলত্যাগ করে এনসিপিআই নামে নাম না শোনা দলে গিয়ে যোগ দিয়েছেন তাতে জেলার বেশিরভাগ মানুষই প্রচন্ড ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলেন, তিন তৃণমূল সাংসদদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে জেলার অনেক মানুষ নিজেদের সমাজ মাধ্যমের পাতায় সেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। জেলার বিভিন্ন জায়গার পরিস্থিতি এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই তিন সাংসদের পক্ষে এখন একা কোথাও ঘুরে বেড়ানো আর সম্ভব নয়। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলে একদা আবু তাহের খান ঘনিষ্ঠ এক নেতা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, বলির পাঁঠা হওয়ার জন্য আমরা ওই নাম না শোনা দলে যোগ দিতে যাব না। তিন সাংসদই বাঁচার তাগিদে ওই দলে যোগ দিয়েছেন। আগামী তিন বছর বিজেপি যেভাবে চলতে বলবে সেভাবেই তাঁদেরকে চলতে হবে। ওই নেতা বলেন, খলিলুর রহমান নিজের ব্যবসা বাঁচানোর জন্য এবং আবু তাহের খান তাঁর বিরুদ্ধে যে সমস্ত আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সেগুলো থেকে বাঁচার জন্য ওই দলে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে ইউসুফ পাঠানের পরিবারের বিরুদ্ধে গুজরাটে কিছু জমি দখল এবং অন্য অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া পাঠান পরিবার গুজরাটে বিজেপিপন্থী পরিবার হিসেবেই পরিচিত। তাই তাঁর দলত্যাগ খুব একটা অবাক করার মত বিষয় নয়। জেলার বেশিরভাগ তৃণমূল নেতার বক্তব্য, এখনই যদি এই তিন সাংসদ জেলায় ভোটে দাঁড়ান তাহলে তাঁদের জামানাত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। তৃণমূল স্তরের নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষ এদের কাজ অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখছে। মুর্শিদাবাদের নওদা এলাকার (আবু তাহের খানের বাড়ি এই বিধানসভা এলাকায়) তৃণমূল নেতা তথা মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি মোশারফ হোসেন মধু বলেন, সাংসদদের নতুন দলে যোগ দেওয়া নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। গোটা বিষয়টি আমরা এখন দূর থেকে দেখছি। অন্যদিকে দলের নিচু তলার কর্মীরা যখন মার খাচ্ছে সেই সময় দলের সাংসদদের ত্রিপুরার একটি অখ্যাত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিশে যাওয়াকে ভালো চোখে দেখছেন না জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানের ঘনিষ্ঠ একাধিক তৃণমূল নেতা। তাঁরা বলেন, এই বিপদের দিনে আমরা দলের উচ্চ নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু তাঁরা নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য নতুন দলে চলে গেলেন। সাধারণ নেতাকর্মীদের কী হবে একবারও ভাবলেন না। জঙ্গিপুরে খলিলুর রহমান ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেতা বিকাশ নন্দ এবং সুভাষ লালা দাবি করেন, ত্রিপুরার রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার আগে খলিলুর রহমান তাঁদের দু'জনের সঙ্গে কোনওরকম পরামর্শ বা আলোচনা করেননি। বিকাশ নন্দ বলেন, এখন আমরা কিছুদিন চুপ করে থাকবো। তবে এনসিপিআই দলে যোগ দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে খলিলুর রহমান ঘনিষ্ঠ একাধিক তৃণমূল নেতা আবার দাবী করেছেন, তিনি কোনও 'চাপের' মুখে পড়ে এনসিপিআই-এর মতো দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। সুভাষ লালা বলেন, উনি কেন এনসিপিআই দলে যোগ দিয়েছেন সে বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই। আগামী পরশুদিন সম্ভবত খলিলুর রহমান মুর্শিদাবাদ জেলায় ফিরে আসবেন। তারপর ওঁর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কথা হবে। তবে আমরা তৃণমূল দলে ছিলাম এবং সেখানেই থাকছি। এনসিপিআই দলে যোগ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। জেলা তৃণমূলের একাধিক নেতার দাবি বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান জেলায় বরাবরই বহিরাগত নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। জেলায় এলে তিনি বেশিরভাগ সময়ই প্রাক্তন বিধায়ক অপূর্ব সরকারের হাত ধরেই চলতেন এবং তাঁর ঠিক করে দেওয়া কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন। সাংসদদের দলের ত্যাগের পর তাঁর ভূমিকা কী হবে এই প্রশ্ন নিয়ে অপূর্ব সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। অন্যদিকে রাজ্য বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান বলেন, দিল্লির যে বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম সেখানে তৃণমূলের সাংসদরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এনডিএ-কে সমর্থন করবেন না। কিন্তু তারপর তাঁরা নতুন দলে যোগ দিয়েছেন। সাংসদদের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার কিছুই বলার থাকতে পারে না। তিনি বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়করা কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেবেন এবং আমাদের কর্মপদ্ধতি কী হবে তা ঠিক করার জন্য মঙ্গলবার তৃণমূলের নতুন ব্লকে যোগ দেওয়া সমস্ত বিধায়করা কলকাতায় মিলিত হচ্ছেন, সেখানেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

মালদায় ফিরল ১০০ দিনের কাজ, স্বস্তিতে হাজারও শ্রমজীবী পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ জুন ঃ দীর্ঘ প্রায় তিন বছর পর মালদা জেলায় ফের শুরু হল মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের কাজ। রাজ্যজুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পের সূচনার পাশাপাশি মালদার বিভিন্ন ব্লকেও শুরু হয়েছে কর্মযজ্ঞ। পুরাতন মালদা, মানিকচক, হবিবপুর-সহ একাধিক এলাকায় কাজের উদ্বোধন করা হয়। এদিন পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামপুর গ্রামে পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজের সূচনা হয়। সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, মালদা বিধানসভার বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক। এই প্রকল্পের আওতায় মানিকচক ব্লকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর গ্রামে রাস্তার কাজের সূচনা করেন মানিকচক বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন কাজের অভাবে অনেক পরিবারকে জীবিকার সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হত। প্রকল্প চালু হওয়ায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে গ্রামীণ এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, অনেক কষ্টের মধ্যে দিন কাটছিল। বাড়ির সদস্যদের কাজের জন্য বাইরে যেতে হত। এখন গ্রামেই কাজের সুযোগ তৈরি হওয়ায় পরিবারগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকায় বহু শ্রমজীবী মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। নতুন করে কাজ শুরু হওয়ায় সাধারণ মানুষ নিজ এলাকাতেই কাজের সুযোগ পাবেন। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে এবং বহু পরিবার উপকৃত হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জব কার্ডধারীরা এই প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ২৬০ টাকা মজুরিতে কাজ করতে পারবেন। প্রথম পর্যায়ে পুকুর সংস্কার, জল সংরক্ষণ ও গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ১০০ দিনের কাজ পুনরায় চালু হওয়ায় মালদার গ্রামীণ এলাকায় আশার আলো দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের প্রত্যাশা, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ভিনরাজ্যে কাজের জন্য শ্রমিকদের নির্ভরতা অনেকটাই কমবে।

জমি সমস্যা থেকে দুর্নীতির অভিযোগ, 'সরাসরি শঙ্কর' এ জনতার ঢল! দ্রুত সমাধানের আশ্বাস পর্যটন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ জুন ঃ সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও সমস্যার কথা সরাসরি শুনতে ফের অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর

ঘোষ-এর উদ্যোগে 'সরাসরি শঙ্কর' কর্মসূচি। শহরের ওয়াইএমএ মাঠে আয়োজিত এই জনসংযোগ কর্মসূচিতে শিলিগুড়ি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ উপস্থিত হয়ে নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ তুলে ধরেন। দায়িত্ব নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের সরকার দু'টো ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবে। পর্যটন এবং ক্রীড়া। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ক্যানভাস তুলে ধরা হবে বিশ্বের মানচিত্রে। সবার জন্য পর্যটন, সবার জন্য সুযোগ, দ্বিমুখী কৌশল গ্রহণ করব। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানের উচ্চ মূল্যের পর্যটন বাজার তৈরি হবে এখানে। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত মানুষ থেকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ, জনগণের সরকার গরিব মানুষের জন্য পর্যটন আনবে, এটাই চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। দায়িত্বশীল প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মানের কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরকে নিয়োগ করা হবে।'' এদিন একে একে অভিযোগকারীদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন মন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়ে তিনি জানান, সাধারণ মানুষের সমস্যা নিরসনে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। মন্ত্রী জানান, দুর্নীতি ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষকে সরাসরি প্রশাসন বা তাঁর দফতরে জানাতে আহ্বান জানান তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন। কর্মসূচিতে প্রথম ৫০ জন নিবন্ধিত ব্যক্তিকে সরাসরি অভিযোগ জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়। এদিন জমি সংক্রান্ত সমস্যাই সবচেয়ে বেশি উঠে আসে। এছাড়াও বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং ব্যক্তিগত সমস্যার বিষয়েও অভিযোগ জানান বহু মানুষ। 'সরাসরি শঙ্কর' কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রেখে তাঁদের সমস্যার দ্রুত সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার বার্তাই আবারও তুলে ধরলেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। নতুন সরকার দায়িত্বে আসার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন ছিল, রাজ্যের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে চলেছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। জুন মাস পড়তেই সেই জল্পনায় পড়ে সিলমোহর। তারপরে গত ১০ জুন রাজ্য সরকার দফতর বণ্টনের নির্দেশিকা প্রকাশ করলে দেখা যায়, পরিষদী ও পর্যটনের মতো দুই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

বিজেপি নেতার বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনা, আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ১৫ জুন ঃ বিজেপি নেতার বাড়িতে এবার রাতের অন্ধকারে বোমাবাজির ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। রবিবার মধ্যরাতে কুলতলি বিধানসভার বকুলতলা থানার মনিরতট পঞ্চায়েতের মধ্য খড়িবাড়ি এলাকায় বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান লস্করের বাড়িতে রাতের অন্ধকরে দুষ্কৃতীরা বোমাবাজি করে। বিজেপি নেতার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন,ক্ষমতা হারিয়ে ও এদের দাপট কমেনি। অপরাধ মূলক কাজ করে চলেছে। আইনের উপর ভরসা আছে। আইন আইনের কাজ করুক এটাই চাই। তবে এব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কোনো মতামত পাওয়া যায় নি। সোমবার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বকুলতলা থানার পুলিশ। আর এই ঘটনায় দুজন কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

সুবর্ণরেখা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র গড়ার আশ্বাস মন্ত্রীর

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৫ জুন ঃ সুবর্ণরেখা ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, বিকাশ ও প্রসারের লক্ষ্যে ঝাড়গ্রামে একটি সুবর্ণরেখা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র গড়ে তোলার আশ্বাস দিলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ ও মৎস্যমন্ত্রী তথা গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক রাজেশ মাহাতো। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের একটি বেসরকারি হোটেলে সুবর্ণরেখা পরিবারের উদ্যোগে নবনির্বাচিত মন্ত্রী ও বিধায়কদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রামের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী অমিয় কিস্কু, ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ এবং বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু। এছাড়াও সুবর্ণরেখা ভাষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জেলার ভাষাপ্রেমী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় সুবর্ণরেখা পরিবারের মুখ্য কর্ণধার বিশ্বজিত পাল অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমরকার ভাষা আমরকার গর্ব দীর্ঘদিন ধরে ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবামূলক নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। দুই মন্ত্রী ও দুই বিধায়কের উপস্থিতি আমাদের উৎসাহিত করেছে। তাঁরা সকলেই এই এলাকার সন্তান। তাঁদের নেতৃত্বে জঙ্গলমহলের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটবে বলে আমরা আশাবাদী। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজেশ মাহাতো বলেন, সুবর্ণরেখা ভাষার চর্চা ও প্রসারের জন্য একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন, যেখানে ভাষাপ্রেমী, কবি, সাহিত্যিক ও গবেষকেরা একত্রিত হয়ে আলোচনা ও সাহিত্যচর্চা করতে পারবেন। তিনি জানান, এমন একটি কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, পাঁচ বছর অনেক দীর্ঘ সময়। মানুষের জন্য কাজ করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। সকলের সহযোগিতা চাই। কাজ করতে গিয়ে ভুলত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমার চেয়ে বেশি শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ। আপনারা পরামর্শ দেবেন, আমি সবার কথা শুনব। উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারপর্বেও রাজেশ মাহাতো সুবর্ণরেখা ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য একটি চর্চা কেন্দ্র গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি সেই প্রতিশ্রুতিই পুনর্ব্যক্ত করেন। এদিন তিনি বক্তব্যের একটি অংশ সুবর্ণরেখা ভাষাতেও উপস্থাপন করেন। নয়াগ্রামের বিধায়ক ও মন্ত্রী অমিয় কিস্কুও বক্তব্যের একাংশ সুবর্ণরেখা ভাষায় দেন এবং ভাষাটির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের ওপর জোর দেন। ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউয়ের বক্তব্য বিশেষভাবে উপস্থিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদিও তিনি ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধি, তাঁর বাড়ি সুবর্ণরেখা ভাষাভাষী অঞ্চলে। তিনি সম্পূর্ণ বক্তব্য সুবর্ণরেখা ভাষায় পেশ করেন এবং ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, রাজেশ মাহাতো যেমন কুর্মালি ভাষার স্বীকৃতির জন্য লড়াই করছেন, আমিও আমার ভাষার স্বীকৃতির জন্য লড়াই করব। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বারবার সুবর্ণরেখা ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, গবেষণা এবং নতুন প্রজন্মকে এই ভাষার চর্চা ও প্রসারের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

রবীন্দ্র সরোবরে সাঁতার শিখতে এসে বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ সাতসকালে রবীন্দ্র সরোবরে সাঁতার শিখতে এসে ঘটল এক মর্মান্তিক ঘটনা। সোমবার সকালে সাঁতার কাটার সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হলো সত্তর বছর বয়সি এক বৃদ্ধার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৈরি হয়েছে শোকের পরিবেশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত বৃদ্ধার নাম নিনা তালুকদার। তিনি কলকাতার সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বাসিন্দা ছিলেন। চলতি বছরেই সাঁতার শেখার জন্য তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। প্রতিদিনের মতো এদিন সকালেও তিনি সাঁতারের প্রশিক্ষণ নিতে পুলে নেমেছিলেন। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানিয়েছে, তিনি সাঁতার শেখার সময়ে পুলের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের KDMI (Excl.) থেকে KCEN (Incl.) স্টেশন পর্যন্ত কিমি ০/২ থেকে কিমি ৭/১৮ আপ (UP) ও ডাউন (DN) উভয় লাইনের ট্র্যাক ও ট্র্যাক বেড-এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য জোনাল চুক্তি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গিরিশ পার্কের 'Y' সাইডিং-এর কাজও। **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ৩,৬৯,৭৯,৮১০.৯১ টাকা। **বায়না অর্থ:** ৭,৩৯,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** চব্বিশ (২৪) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৮.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২ টায়। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জনা/সংশোধনী থাকে, তাহলে সেটি কেবলমাত্র এই ওয়েবসাইটেই উত্তোলিত করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নোটিস নং: সিভিল-২৫৯৪-২০২৬ (ওপেন)
Follow us at: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Tender has invited by the **Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity** for **Construction of Leach Pit, NIT No. 01/PUR/EO/2026-27 Dt.-15.06.2026, Tender ID No. 2026_ZPHD_1028146_1 to 06**. Last date for submission of Tender: **22/06/26 up to 6.00 P.M. wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity, Hooghly

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, DIC, PURBA BARDHAMAN
E-TENDER NOTICE
e-N.I.T.No.-WBMSME/GMDIC/EBDN/01/2026-27
Tender Id:-2026_MSME_1027914_1 Dated: 12/06/2026 e-Tender invited through online regarding **Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP)"** programme on.as **and when required basis at desired location** All twenty three (23) Blocks and six (06) Municipalities of the Purba Bardhaman district as per given schedule from **12/06/2026 to 29/06/2026 upto 06.00 P.M.** For details visit the e-Tender Portal **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-General manager, DIC,
Purba Bardhaman
141/3(2)/ICA/PUB/BDN(ADVT)

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27/000047, Dated : 05-06-2026
Name of work : Annual Maintenance Contract (AMC) for Fire Fighting, Fire Alarm & Fire Detection System installed at SDF (G+5) Building, Salt Lake, Sec V, Kolkata 700091
Estimated total cost: Rs 5,26,280.00 including GST
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details contact : 8100893651
ICA- T10183(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
E.E., Berhampore Division-I, PWD invites online e-tender for the work of : Setting up of New Toilets for Physically Handicapped & Transzender at Kandi Sub Divisional Court at Kandi under Berhampore Division No-1, PWD during the year 2025-26. (Project ID: JD252648731S000). (Estimate Cost- Rs. 5,05,443.00), Tender ID: 2026_WBPWD_5015423_1. Notice Inviting e-Tender No. WBPWD/EE/BD-I/e-NIT-03 of 2026-27. Bid Submission start date and time(online): 18/06/2026 at 11.00 A.M. Bid Submission end date and time (online): 29/06/2026 at 11.00 A.M. Details will be available from the website http://wbtenders.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Berhampore Division-I
ICA- T10209(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, Malda Sub Division, SS, P.W.Dte. invites Online e-Tender WBPWD/AE/MSD/SS/NI(e)T-01/2026-2027 for "Internal modification works for setting up the BSU in Matri Maa building at Silampur Rural Hospital, Kaliachak-I, Malda." Tender ID: 2026_WBPWD_5015427_1. Bid submission Closing Date on 03.07.2026 at 1:00 PM. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Assistant Engineer, Malda Sub-Division, Social Sector, P.W.Dte.
ICA- T10211(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Installation of New lifts replacing the old lifts in Mayukh Bhawan, Salt Lake, Kolkata-91. SITC of 02 nos. (G+4) 08 passenger MRL lifts." Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-46/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5013984_1. Bid submission Closing Date (Online) : 12.06.2026 up to 15:00 Hrs. & 25.06.2026 up to 15:00 Hrs. Technical Bid Opening Date : 15.06.2026 at 15:05 Hrs. & 29.06.2026 at 15:05 Hrs. Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.
ICA- T10214(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
QUOTATION NOTICE
Date Corrigendum notice against Quotation Invited by the Executive Engineer, PWD, Barrackpur Division, Govt. of W.B. vide NOTICE INVITING E-QUOTATION No.- WBPWD/EE/BKPD/NIeQ-02/2026-27 Of Executive Engineer, P.W.D., Barrackpur Division for the work of Supplying of Security Personnel (without Arms) on purely temporary basis for guarding to the Office, Stack yard godown and entire campus of Barrackpur Division & Barrackpur Sub-Division-I, II & III at Gandhi Ghat Barrackpur during the year 2026-27. Bid Submission closing Date : 19.06.2026 Bid Submission Closing Date : 22.06.2026 Quotation ID: 2026_WBPWD_5013907_1. Intending quotationer are requested to visit the website **http://wbpwd.gov.in** Sd/-Executive Engineer, PWD.
ICA- T10221(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Publication of Time Extension (Corrigendum-2) of NIET (Online) No: -1 of (Sl.4) of AE, PWD, Plassey Sub-Division 2026-2027. Name of Works :- 1. Supplying and pre-coating stone material and Repairing of Potholes by Pre-coated of stone material during monsoon at different Road under Tehatta Section under Plassey Sub-Division, PWD in the district of Nadia during the year 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014439_4. Bid Submission Closing date (Online):- 19.06.2026 upto 4:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIET and Tender documents may be downloaded from : **wbtenders.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Plassey Sub-Division, P.W. Dte., Tender Inviting Authority.
ICA- T10228(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Name of work: "Replacement of Split type AC Machine at HDU of Baghajatin S.G. Hospital, South 24 Pgs." Vide Tender ref. no. WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-02/26-27 and Tender ID.: 2026_WBPWD_5014656_1, All terms and conditions of NIQ and BOQ are remain unchanged except following dates: Last date of submission will be on 23/06/2026 upto 12:00 PM. Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.
ICA- T10232(1)/2026

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধরনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী অদেশ সিং, পিতা- সামু সিং, সাং-বাঁকড়া, হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ সাঃ রেজিঃ অফিস ডোমজুড় অন্তর্গত মৌজা- ডাঁশী, জে.এল. ৪৯, হাঃ ১৬৯৪ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ৬২৬ হাঃ ৬৩৭, নং দাগে ৬.০৮ শতক সম্পত্তি রায়ত জগন্নাথ দাস, পিতা- ফেলু দাস এর নিকট হইতে ADSR Howrah রেজিঃ কৃত ৩৩৪২ /২০২৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে অভিজিত বাড়ুই প্রাপ্ত হইয়া, গত ইং ০৯.০৯.২০২৫ তাঃ ৩৯০১ নং দলিল মূলে আমমোক্তারগন এর নিকট হইতে খরিদ করেন। উক্ত সম্পত্তি নিজনামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় BL& LRO তে আবেদন করেন, যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ রহিল।
Advocate- ASIT KUMAR DE
HOWRAH JUDGES COURT

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধরনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী দিলীপ পাড়, পিতা- কানাই, সাং-কাটলিয়া, হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ সাঃ রেজিঃ অফিস ডোমজুড় অন্তর্গত মৌজা - কাটলিয়া, জে.এল. ৫০, হাঃ ১২৪০ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ১২১৬ হাঃ ১২৪৬, নং দাগে ০৮ শতক সম্পত্তি রায়ত শম্ভু দাস, পিতা- নিতাই দাস এর নিকট হইতে ADSR Howrah রেজিঃ কৃত ০০১০৭ /২০১৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে দীপক কুমার মুখার্জী প্রাপ্ত হইয়া, গত ইং ১৪.০৬.২৪ তাঃ ৪০২৭৪৭ / ২৪ এবং গত ইং ২৪.০৬.২৪ তাঃ ৪০২৯১৯ / ২৪, নং দলিল মূলে আমমোক্তার এর নিকট হইতে খরিদ করেন। উক্ত সম্পত্তি নিজনামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় BL& LRO তে আবেদন করেন, যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবার অনুরোধ রহিল।
ASIT KUMAR DE
ADVOCATE

বিজ্ঞপ্তি
আমি সঞ্জিত কুমার বিগত ইং 03.11.2025 অফিসে । 4437/25 নং দলিল মূলে নমিতা দুর্যোধন দাস (বাগ্য ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তারদ্বয় (১) দুধ কুমার বাগ (২) উত্তম দাসের নিকট হইতে (পাওয়ার নং. 410/2023) মৌজা-রাঘবপুর গ্রামে- জে. এল নং-৩৫ ভুক্ত হাল ২২৯১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর এস ও এল আর- ১৩১৫ নং দাগে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি- খরিদ করিয়া ডোমজুড় বি.এল. এন্ড. এল-আরও অফিসে মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তারদ্বয় বা অন্য কোন ব্যক্তির কোনরূপ অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে জানাইতে হবে। নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-N.I.T. No. WBPWD/AE/EGCSD/NIeT-01/2026-2027 (Tender ID : 2026_WBPWD_5015439) of A.E., Eden Gardens Construction Sub-Division, P.W.D. 1. Refilling of Portable Fire Extinguisher Containers of different types and capacity inside of Jessop Building, 63, N.S. Road, Kolkata-700001. **2.** Refilling of Portable Fire Extinguisher Containers of different types and capacity inside of Netaji Indoor Stadium and Kshudiram Anushilan Kendra, Kolkata-700001. Last date of bid submission : 23/06/2026 up to 4:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. may be download from: **https://tenders.wb.gov.in** & **http://wbpwd.gov.in** Sd/- A.E., Eden Gardens Construction Sub-Division P.W.D., Kolkata-21.
ICA- T10224(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The District Manager, West Bengal State Seed Corporation Ltd., 21, K.N. C. Road, Barasat, North 24 Parganas invites e-Tenders (auction) for NR seed disposal for the year 2026-27. (NIT No. NIT-WBSSCL/DM/N24Prgs/NIT 03/2026-27. Bid Submission Closing date 17.06.2026 upto 1.00 p.m.) The details are available in website: wbtenders.gov.in or www.wbsscl.com & Notice Board of WBSSCL, Barasat. Tender related information including addendum / corrigendum, if any, shall also be available in said website and Notice Board of WBSSCL, Barasat. Sd/- District Manager, West Bengal State Seed Corporation Ltd., Barasat
ICA- T10241(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 02/EE/NWD/WS/KMDA of 2026-27
Online tender is invited by the Executive Engineer, NWD, W&S Sector, KMDA, Block-C, 2nd floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual contractors, for the work, **Name of the Works, Estimated cost (including G.S.T & L.W. Cess), Earnest Money, Time of Completion, Cost for Formal document,** laying of 300 mm DI (K9) dia pipe for gap negotiation work (with necessary connections)) along with temporary road restoration at Government colony in ward no. 20 in connection with the surface water supply scheme for Bhadreswar Municipal arer under JNNURM., Rs.4,37,026/-, Rs.8,745/-, 30 days, Rs.300/-, **Last date & time of online Bid submission:** 25.06.2026, Time: 18.30 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-125)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T10175(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender
Assistant Engineer, Suri Sub-Division, P.W.Dte. invites online e-Tender no. WBPWD/AE/SURI/NIeT-01/S/2026-27 for the work Different 02 nos of Supplying And installation of missing/theft items and non functional components of Fire Protection & System for existing old Building of Suri Sadar Hospital Under Birbhum Division, P.W.D. in the District of Birbhum. Project ID: HF252646126S000 and two more works. All documents can be seen / obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in Bid submission start date is 09-06-2026 at 5.30 PM. Bid submission end date is 17-06-2026 up to 2.00 PM. Tender ID: 2026_WBPWD_5015245_1, 2 & 3. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Suri Sub-Division
ICA- T10235(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Baburam Sardar,** Father's Name - **Mohan Sardar**, of PAN - 86, Polenite, Sector - V, PS - Electronics Complex, Kolkata - 700102, who has been missing Since 17.12.2025, at about 07.00 AM, Residence under Switch Gate Rickshaw Stand, Sector -II, Salt Lake, Kol- 91, Description of this missing person is: **Age -** 40 Years, **Complexion** - Dark, **Height** -5 Feet 2 Inch, **Wearing -** Jeans colour Jacket, Orange half Shirt, Trouser, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120

ICA- D857(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Ishika Shaw,** Father's Name - **Vijay Shaw**, of Charak Danga Kali Mandir, PS - Rabindranagar, Dist - South 24 Parganas, who has been missing Since 31.05.2026, at about 17.00 hrs, Residence under Rabindranagar PS, Description of this missing person is: **Age -** 17 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** -157 cm (approx), **Wearing -** Churidar & Pajama, **Language** - Bengali/Hindi. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120

ICA- D860(3)/2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পিতা-মাতা/অভিভাবকের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

শিশুটির বিবরণ

নামঃ ধ্রুভিকা , **জন্মঃ** ০৭.১১.২০২৪, **লিঙ্গাঃ**স্ত্রী, **প্রাপ্তির দিনঃ** ৩০.০৪.২০২৫, **বর্তমান অবস্থানঃ** দ্যা ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর স্পনসরশিপ এন্ড অ্যাডাপসান, ১ প্যালেস কোর্ট, ১ কিড স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৬, **উচ্চতাঃ** ৬৫ সে.মি. ; **গায়ের রংঃ** বাদামী, **পরনের পোশাকঃ** সাদা ও পিঙ্ক হাতা কাটা ফ্রক, **থানা ও তারিখ সহ জি.ডি.ই. নম্বরঃ থানাঃ** বরাহ নগর ; **জি.ডি.ই. নম্বরঃ** ১৭৯৯ ; **তারিখঃ** ২৪.০৩.২০২৫। **যোগাযোগের বিশদ বিবরণঃ** ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশান ইউনিট, কলকাতা, **ঠিকানাঃ** শুভান্ন বিল্ডিং (সপ্তম তল), ডি. এফ.-৯, সেক্টর -১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪

আইসিএ-ডি ৮৫০ (৩)/২০২৬

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead body,** found on 27.05.2026, at about 00.05 hrs, At KM Post No. 15/3-15/5 KM inside track near PF No. 03 of Dankuni RS, Description of this dead body is: **Age-** 45 Years (Approx), **Sex:** Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 4 Inch, **Build**- Medium, **Hair**-Black & White, **Wearing**- Black half sleeves T - Shirt, Ash half pant, Purple inner wear. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D863(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 07/HDA/EC-ELECT/2026-27
Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **"SUPPLY & DELIVERY OF LED STREET LIGHTS (120W, 200W) LED FLOOD LIGHT FITTINGS (150W, 200W) FOR REPLACEMENT OF DEFECTIVE LED LIGHT FITTINGS AT DIFFERENT LOCATIONS UNDER TAMLUK SUB-DIVISION." Estimated Cost of work :** Rs. 4,97,889/- **Document downloading date :** from 16.06.2026 to 23.06.2026. **Starting date of bid submission :** from 19.06.2026 to 23.06.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA : **www.hda.gov.in** E-Tender can be submitted through: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- Chief Executive Officer, HDA.
ICA- T10177(1)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF SPARES FOR 10E10 COAL MILL AT BKTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5645, Dtd: 12/06/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4268/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the GENERAL MANAGER-BKTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Procurement of Spares for 10E10 Coal Mill at BkTPS". Tender Document Download Start Date:** 18.06.2026 at 10.00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 06.07.2026 at 15:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Sumit Dasgupta, Sr. Mgr. /HOD (Purchase Deptt), BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8336903911. **E-mail:** s.dasgupta @wbpdcl.co.in/purchase_bktps@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T10193(3)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
RATE CONTRACT (ARC) FOR RECONDITIONING/REFURBISHING OF PRINTER CARTRIDGE UNDER ITC, KTPS FOR 02 YEARS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5643, Dtd: 12/06/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E-3957/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for: **"Rate Contract (ARC) for reconditioning/refurbishing of printer cartridge under ITC, KTPS for 02 years." Tender Document Download Start Date:** 25.06.2026 at 12.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 07.07.2026 at 14.00 PM. **Contact Person:** Mr. Utpal Chakraborty. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** cc_ktps@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T10202(3)/2026

PWD(GOVT. OF WB)
TENDER NOTICE
Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Abridge Short Notice Inviting Quotation off line for the works of 1. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing West Bengal Legislative Assembly Election 2026 at Para S.N. High School under Para PS in the District of Purulia." 2. "Temporary Electrification work at the places of accommodation canters for CAPF in cw ensuing West Bengal Legislative Assembly Election 2026 at Jitujuri A.T. High School under Manbazar PS in the District of Purulia." 3. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Kumari Kanan Camp under Balarampur PS in the District of Purulia." 4. "Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing West Bengal Legislative Assembly Election, 2026 at Hatuara Model School Right Side building under Purulia M PS in the District of Purulia." NIQ No. 20 of 2026-2027. The quotations will be received upto 02:00pm on 16-06-2026 and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from:- http://wbpwd.gov.in. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- **http://wbpwd.gov.in**
Sd/-M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-01/2026-27 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) no. works/Schemes under PM-AJAY Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Document download/sell starting from 15.06.2026 up to 22.06.2026 16.00 P.M. Bid submission starting from 15.06.2026 up to 22.06.2026 at 16.00 PM. And Opening on 24.06.2026 at 16:05 P.M. For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

PWD(GOVT. OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites a Short Notice Inviting Quotation off line for the work of :-
1. Temporary Electrical Installation and I. T. work for inaugurated Yoga Day, 2026 under Purulia Electrical Division, P.W.Dte. in the District of Purulia." **NIQ No. 19 of 2026-2027**
The quotations will be received upto 06:00am on 16-06-2026 and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ &Tender documents may be downloaded from :- **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/ M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

বর্ষার ভ্যাপসা গরমেও স্টাইলের জাদু! অফিস থেকে আড্ডা- ফ্যাশনে থাকুক আরাম, সৌন্দর্য আর স্মার্টনেস

বর্ষা মানেই শুধু বৃষ্টি নয়, সঙ্গে থাকে ভ্যাপসা গরম, আর্দ্রতা আর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা। সকালবেলা ঝকঝকে রোদ, দুপুরে আকাশ কালো করে বৃষ্টি, আবার সন্ধ্যায়. অস্বস্তিকর গরম- এমন আবহাওয়ায়. পোশাক নির্বাচন অনেক সময়ই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে. দাঁড়ায়। তবে ফ্যাশনপ্রেমীদের জন্য সুখবর, এই মরশুমে স্টাইল এবং স্বস্তির মধ্যে কোনও আপস করার প্রয়োজন নেই। বরং সঠিক কাপড়, উপযুক্ত কাট এবং বুদ্ধিদীপ্ত স্টাইলিংই হতে পারে বর্ষাকালের ফ্যাশনের মূলমন্ত্র। অফিসের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হোক কিংবা সপ্তাহান্তের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা, এই সময়ে. পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমেই গুরুত্ব দিতে হবে আরামকে। কারণ যতই সু ঃদর পোশাক হোক, যদি তা দীর্ঘক্ষণ পরে অস্বস্তি তৈরি করে, তবে সেই ফ্যাশনের কোনও মূল্যই থাকে না।

আরামের চাবিকাঠি হালকা কাপড়- বর্ষাকালে ভারী বা ঘাম আটকে রাখে এমন কাপড় এড়িয়ে.চলাই ভালো। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুতি, লিনেন, খাদি কিংবা ব্যাম্বু ব্লেন্ডের মতো প্রাকৃতিক তন্তুর কাপড় এই সময়ের জন্য সবচেয়ে. উপযোগী। এই ধরনের কাপড় শরীরে বাতাস চলাচলের সুযোগ দেয়, ফলে ঘাম হলেও তা দ্রুত শুকিয়ে.যায়.এবং ত্বকে অস্বস্তি তৈরি হয়.না।

অন্যদিকে সিল্ক, পলিয়েস্টার বা অতিরিক্ত সিন্থেটিক কাপড় আর্দ্র আবহাওয়ায়.অনেক সময়.অস্বস্তির কারণ হতে পারে। তাই বর্ষার কয়েক মাসের জন্য আলমারিতে একটু বেশি জায়গা করে দিন হালকা ও

শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সক্ষম কাপড়কে। ঢিলেঢালা পোশাকই এখন ট্রেন্ড- ফ্যাশনের জগতে এখন রিল্যাক্সড ফিটের রাজত্ব। আঁটসাঁট পোশাকের বদলে ঢিলেঢালা এবং আরামদায়ক পোশাকই হয়ে. উঠেছে আধুনিক স্টাইলের অন্যতম পরিচয়। ওভারসাইজড শার্ট, লুজ-ফিট ট্রাউজার্স, পালাজো, কা-ফতান বা কো-অর্ড সেট এই মরশুমে বিশেষ জনপ্রিয়। এই ধরনেরপোশাক শুধু আরামদায়কই নয়, বরং দেখতে অত্যন্ত স্টাইলিশও। দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকা, অফিসে কাজ করা বা ভ্রমণের সময়ও এগুলি শরীরকে স্বস্তি দেয়। পাশাপাশি সহজে কুঁচকে যায়.না এমন পোশাক বেছে নিলে ব্যস্ত জীবনযাত্রায় বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। রঙ আর প্রিন্টে আনুন প্রাণের ছোঁয়া-বর্ষার মেঘলা দিনে অনেকেই গাঢ় বা নিস্তেজ রঙের পোশাক বেছে নেন। কিন্তু ফ্যাশন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সময়ে উজ্জ্বল রঙ এবং আকর্ষণীয় প্রিন্ট মন ভালো রাখার অন্যতম উপায়। ফ্লোরাল ডিজাইন, ট্রপিক্যাল মোটিফ, জ্যামিতিক প্রিঃট বা রঙিন স্ট্রাইপস সহজেই আপনার লুককে করে তুলতে পারে প্রাণবন্ত। বিশেষ করে স্টেটমেঃট শার্ট, প্রিঃটড কুর্তা কিংবা কো-অর্ড সেট এখনকার অন্যতম জনপ্রিয়.ট্রেন্ড। এই ধরনের পোশাক ব্যক্তিত্বকে যেমন তুলে ধরে, তেমনি মেঘলা দিনেও এনে দেয়. সতেজতার অনুভূতি। ফ্যাশনের সঙ্গে থাকুক কার্যকারিতাও-বর্ষাকালের পোশাক নির্বাচন করার সময়.শুধু সৌঃদর্যের দিকে নজর দিলেই চলবে না। পোশাক কতটা ব্যবহারিক, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এমন পোশাক বেছে নেওয়া. উচিত যা সহজে শুকিয়ে.যায়, বারবার ধোয়ার পরেও যার রং ফিকে হয়.না এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।

অতিরিক্ত ভারী পোশাক বা অনেক স্তরের লেয়ার এড়িয়ে.চলাই ভালো। বরং হালকা ও বহুমুখী পোশাক বেছে নিন, যা বিভিন্ন উপলক্ষে ভিন্নভাবে স্টাইল করা যায়। টেকসই ফ্যাশনই ভবিষ্যৎ-

বর্তমান সময়ে ফ্যাশনের অন্যতম বড় প্রবণতা হল ‘ ফ্যাশন’ বা টেকসই ফ্যাশন। এর অর্থ প্রতিনিয়ত নতুন পোশাক কেনা নয়, বরং এমন পোশাকে বিয়োগ করা যা দীর্ঘদিন ব্যবহার করা সম্ভব।

একটি ভালো মানের শার্ট, একটি আরামদায়ক ট্রাউজার্স বা একটি ক্লাসিক কুর্তা বিভিন্নভাবে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে বহুবার ব্যবহার করা যায়। এতে যেমন অর্থ সাশ্রয় হয়য, তেমনি পরিবেশের ওপরও চাপ কম পড়ে। সচেতন ফ্যাশনপ্রেমীদের কাছে এই ধারণা এখন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বর্ষার ফ্যাশনের শেষ কথা- আবহাওয়া যতই অনিশ্চিত হোক না কেন, সঠিক পোশাক নির্বাচন আপনার আত্মবিশ্বাস এবং ব্যক্তিত্বকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। বর্ষার ভ্যাপসা গরমে আরামদায়যক কাপড়, ঢিলেঢালা কাট, উজ্জ্বল রঙ এবং টেকসই ফ্যাশনের সমন্বয়ই হতে পারে নিখুঁত স্টাইলের চাবিকাঠি। মনে রাখবেন, ফ্যাশন শুধু পোশাক নয় এটি আপনার জীবনযাপন, রুচি এবং আত্মপ্রকাশের ভাষা। তাই এই বর্ষায় ট্রেন্ডের পেছনে না ছুটে বেছে নিন এমন স্টাইল, যা আপনাকে রাখবে স্বস্তিতে, আত্মবিশ্বাসী এবং অনন্য।

ওমান উপকূলে মাঝসমুদ্রে বিপর্যয়! ইঞ্জিন বিকল জাহাজ থেকে নাটকীয় উদ্ধার, নিরাপদে ফিরলেন ১৪ ভারতীয়

১৫ জুন ঃ আরব সাগরে বড়সড় সামুদ্রিক বিপর্যয় এড়ানো গেল অল্পের জন্য। ওমানের উপকূলের কাছে আন্তর্জাতিক জলসীমায় একটি জাহাজের ইঞ্জিন হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ায় চরম উদ্বেগের পরিস্থিতি তৈরি হয়। মাঝসমুদ্রে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভেসে থাকা জাহাজে থাকা ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে শেষ পর্যন্ত সফলভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। দ্রুত উদ্ধার অভিযান, কূটনৈতিক সমন্বয় এবং আঞ্চলিক সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় সম্ভাব্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, জাহাজটি নিয়মিত বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ওমানের উপকূল সংলগ্ন আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে চলাচল করছিল। হঠাৎ করেই এর প্রধান ইঞ্জিনে গুরুতর প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেয়। ফলে জাহাজটি নিজের গতিপথ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারায় এবং সমুদ্রস্রোতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ইঞ্জিন বিকলের কারণে জাহাজটি কার্যত সমুদ্রে আটকে যায়, যা পরিস্থিতিকে দ্রুত সংকটজনক করে তোলে। জাহাজ থেকে বিপদ সংকেত পাঠানো হলে দ্রুত সাড়া দেয় আঞ্চলিক সামুদ্রিক উদ্ধারকারী সংস্থাগুলি। জাহাজটির অবস্থান শনাক্ত করার পর পরিস্থিতি মূল্যায়ন শুরু হয় এবং উদ্ধার অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়। উদ্ধারকারী দলগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল জাহাজে থাকা যাত্রী ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে সেখানে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া। প্রতিকূল সামুদ্রিক পরিবেশের মধ্যেই শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। দক্ষ উদ্ধারকর্মীরা জাহাজে পৌঁছে ধাপে ধাপে সবাইকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টার পর ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে সফলভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। স্বস্তির বিষয় হলো, এই ঘটনায়. কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। উদ্ধার হওয়া. সকলেই সুস্থ ও নিরাপদ রয়েছেন বলে

জানা গেছে। তবে সমুদ্রে দীর্ঘ সময় আটকে থাকার কারণে তাঁদের শারীরিক ক্লান্তি, জলশূন্যতার ঝুঁকি এবং মানসিক চাপের মুখোমুখি হতে হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই কারণে উদ্ধার হওয়ার পর সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিধি অনুসারে এ ধরনের উদ্ধার অভিযানের পর স্বাস্থ্য মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক। সূত্রের খবর, এই সফল উদ্ধার অভিযানের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন দেশের সামুদ্রিক কর্তৃপক্ষ এবং কূটনৈতিক মহলের সমন্বিত উদ্যোগ। বিপদ সংকেত পাওয়ার পরপরই ভারতীয়.কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়। এরপর ভারতীয়.দূতাবাস ও সংশ্লিষ্ট কনস্যুলার কর্মকর্তারা পরিস্থিতির ওপর নজরদারি শুরু করেন এবং উদ্ধার হওয়া. নাগরিকদের প্রয়োজনীয়.সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এদিকে, জাহাজটির ইঞ্জিন বিকলের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, যান্ত্রিক ক্ষয়, জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটি, প্রযুক্তিগত গোলযোগ অথবা অতিরিক্ত চাপের কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। আরব সাগরের ব্যস্ত বাণিজ্যিক নৌপথে চলাচলকারী জাহাজগুলোর ক্ষেত্রে সামান্য প্রযুক্তিগত ত্রুটিও বড় ধরনের বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে জাহাজটিকে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রয়োজনে সেটিকে নিকটবর্তী বন্দরে নিয়ে যাওয়ার জন্য টোয়িং বা টানার ব্যবস্থা করা হতে পারে। উদ্ধারকারী ও প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের একটি দল জাহাজটির বিস্তারিত পরিদর্শন করবে। তদন্তে ইঞ্জিনের ক্ষতির মাত্রা, রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা এবং ভবিষ্যতে পুনরায় চলাচলের সক্ষমতা যাচাই করা হবে। উদ্ধার হওয়া ভারতীয় নাগরিকদের জন্য অস্থায়ী আবাসন, প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই এবং দেশে ফেরার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁদের নিজ নিজ গন্তব্যে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে কর্মরত নাবিক ও শ্রমিকদের জীবন কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। ওমান উপকূল সংলগ্ন জলসীমা বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ করিডর। এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের মধ্যে পণ্য পরিবহনের জন্য এই রুট অত্যন্ত ব্যস্ত। ফলে এখানে যেকোনো প্রযুক্তিগত সমস্যা দ্রুত বড় সংকটে রূপ নিতে পারে। তদন্ত শেষ হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেই প্রতিবেদনে ইঞ্জিন বিকলের কারণ, নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসরণের বিষয়.এবং ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, সে সম্পর্কে বিস্তারিত সুপারিশ থাকতে পারে। সব মিলিয়ে, ওমান উপকূলের কাছে ঘটে যাওয়া এই সামুদ্রিক সংকটের পর ১৪ জন ভারতীয়.নাগরিকের নিরাপদ উদ্ধার নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। দ্রুত পদক্ষেপ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং দক্ষ উদ্ধার অভিযানের ফলে একটি সম্ভাব্য বড় বিপর্যয.এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনা সমুদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সমন্বিত উদ্যোগের কার্যকারিতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে.থাকবে।

হরমুজে যুদ্ধের ছায়া, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি উদ্বেগ! জি-৭ মঞ্চে মুখোমুখি মোদি-ট্রাম্প, নজরে পশ্চিম এশিয়ার সংকট

১৫ জুনঃ পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার জেরে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা, তেল সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির মধ্যেই আগামী সপ্তাহে মুখোমুখি বৈঠকে বসতে চলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা গিয়েছে, ফ্রান্সে অনুষ্ঠিতব্য জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে।বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কারণ, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের প্রভাব এখন শুধু ওই অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই এর প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার উপরও।সংবাদ সংস্থা এপি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের আলোচনায় পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি, জ্বালানি সরবরাহ, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক এবং কৌশলগত সহযোগিতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসতে পারে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বর্তমান সংকটের প্রেক্ষাপটে এই বৈঠক শুধু দুই দেশের জন্য নয়, বরং বৃহত্তর বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে এটি হতে পারে গত দেড় বছরের মধ্যে প্রথম সরাসরি বৈঠক। শেষবার ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়াশিংটনে দুই নেতার মধ্যে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা হয়েছিল। তারপর থেকে একাধিক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ বজায় থাকলেও সরাসরি

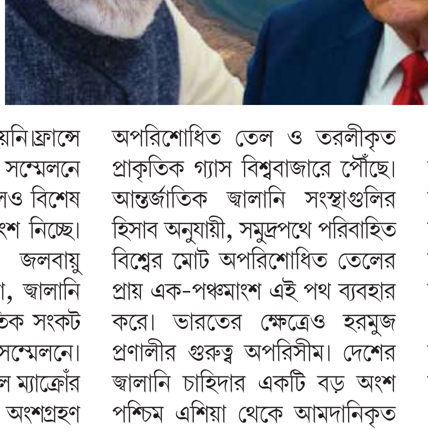

বৈঠকের সুযোগ হয়নি।ফ্রান্সে আয়োজিত এবারের জি-৭ সম্মেলনে ভারত স্থায়ী সদস্য না হলেও বিশেষ আমন্ত্রিত দেশ হিসেবে অংশ নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং ভূরাজনৈতিক সংকট নিয়ে আলোচনা হবে এই সম্মেলনে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদির অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক মহলেও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্বের অন্যতম কৌশলগত সামুদ্রিক পথ হিসেবে পরিচিত হরমুজ প্রণালী দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির নজরে রয়েছে। পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরের মধ্যে অবস্থিত এই সংকীর্ণ জলপথ দিয়ে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বিশ্ববাজারে পৌঁছে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থাগুলির হিসাব অনুযায়ী, সমুদ্রপথে পরিবাহিত বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই পথ ব্যবহার করে। ভারতের ক্ষেত্রেও হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের জ্বালানি চাহিদার একটি বড় অংশ পশ্চিম এশিয়া থেকে আমদানিকৃত তেলের উপর নির্ভরশীল। ফলে এই অঞ্চলে যে কোনও অস্থিরতা ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা, আমদানি ব্যয় এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল ব্যাহত হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। তার সরাসরি প্রভাব পড়বে ভারত-সহ আমদানিনির্ভর বহু দেশের উপর। পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং শিল্পোৎপাদন খরচ বৃদ্ধির মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে ওমান উপকূল এবং আরব সাগর সংলগ্ন এলাকায় বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা পর্যবেক্ষকরা ওই অঞ্চলে সতর্কতা জারি করেছেন। যদিও বিভিন্ন ঘটনার প্রকৃত দায় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির ভূমিকা নিয়ে এখনও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তদন্ত ও তথ্য যাচাইয়ের কাজ চলছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতও কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা স্তরে পরিস্থিতির উপর নজরদারি বাড়িয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রক, নৌবাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থাগুলি পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিক ও নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানা গিয়েছে।বিশ্লেষকদের মতে, জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকে মোদি-ট্রাম্প বৈঠকে শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নয়, বরং ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল, জ্বালানি নিরাপত্তা, সাপ্লাই চেইন স্থিতিশীলতা এবং পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং বৃহত্তম অর্থনীতির অন্যতম শক্তি হিসেবে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।ফলে বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে দুই নেতার এই বৈঠক আন্তর্জাতিক মহলের বিশেষ আগ্রহের কেঃদ্রবিঃদুতে উঠে এসেছে। পশ্চিম এশিয়ার সংকট কতটা গভীর হবে, হরমুজ প্রণালী ঘিরে অনিশ্চয়তা কীভাবে মোকাবিলা করা হবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী ধরনের কৌশল নেওয়া হবে- সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই এখন বিশ্বের নজর জি-৭ সম্মেলন এবং মোদি-ট্রাম্প বৈঠকের দিকে।

আম্বালা ডিভিশনের জন্য ২০১ কোটি টাকার প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃরেলপথের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে, ভারতীয় রেল উত্তর রেলওয়ের আম্বালা ডিভিশনের অবশিষ্ট ব্রড গেজ সেকশনগুলিতে ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। ৮১১ রুট-কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই প্রকল্পটির জন্য ২০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ভারতীয় রেলের অবশিষ্ট রুটগুলিতে এলটিই-ভিত্তিক যোগাযোগ পরিকাঠামোসহ ‘ ব্যবস্থা চালুর যে সামগ্রিক কর্মসূচি রয়েছে, তার আওতায় এই কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।অনুমোদিত এই প্রকল্পের আওতায় আম্বালা ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ রেল রুটগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে যার মধ্যে রয়েছে আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট -লুধিয়ানা, কালকা-চণ্ডীগড়-নিউ মোরিন্দা-সাহনেওয়াল, সিরহিন্দ-দৌলতপুর চক, রাজপুরা-বাঠিন্ডা-শ্রী গঙ্গানগর এবং লুধিয়ানা-ধুরি-জাখাল সেকশন।এই রুটগুলি হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ রাজ্যগুলিকে সংযুক্তকারী প্রধান রেল করিডোর হিসেবে কাজ করে। এগুলির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করা হয় এবং এই অঞ্চলে মানুষ ও পণ্যের চলাচলে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।‘ হলো দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি ‘ ট্রেন প্রোটেকশন’ (এটিপি) বা স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা, যা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এটি ‘ পাসিং অ্যাট ডেঞ্জার’ -অর্থাৎ বিপদসঙ্কেত থাকা সত্ত্বেও সিগন্যাল অতিক্রম করা-প্রতিরোধে সহায়তা করে বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়াতে প্রয়োজনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক প্রয়োগ করে সংকটপূর্ণ অবস্থায় ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ট্রেন সংঘর্ষের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।উচ্চ ঘনত্বের এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলিতে নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ভারতীয় রেল তার নেটওয়ার্ক জুড়ে পর্যায়ক্রমে ‘ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে।

NAME CHANGE

I, Md Merajul Islam S/O-Bahar Ali resident of Vill-Kantakhali, Po-Khamra, Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my son's name from (old name) Mohammad Riyajul Islam to Md Riyajul Islam (new name) and henceforth he shall be known as Md Riyajul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/06/2026. My son's name Md Riyajul Islam (new name) & (old name) Mohammad Riyajul Islam both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Rabindra Sannyasi S/O–Panchu Gopal Sannyasi resident of Vill-Sarulia Colony, Po-Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that my actual name Rabindra Sannyasi as recorded in my Admit card and my birth certificate Regd no 490, dated 17/04/2006.That my name Rabindranath Sannyasi as recorded in my aadhaar card no 3807 -2435 -1128 in place of my actual name Rabindra Sannyasi. My name Rabindra Sannyasi & Rabindranath Sannyasi both are same and one identical person declared by Magistrate affidavit Berhampore court on 27/02/2026.

NAME CHANGE

I, Shilpi Sarkar (Old Name) W/O–Tanmay Kumar Pal resident of Vill-Mahisbathan, Po-Rahamatpur, Ps-Karimpur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Shilpi Sarkar to Shilpi Sarkar Pal and henceforth I shall be known as Shilpi Sarkar Pal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/06/2026. My name Shilpi Sarkar Pal & Shilpi Sarkar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Merajul Islam S/O-Bahar Ali resident of Vill-Kantakhali, Po-Khamra, Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my daughter's name from (old name) Mosammat Sabrina Islam to Sabrina Islam (new name) and henceforth she shall be known as Sabrina Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/06/2026. My daughter's name Sabrina Islam (new name) & (old name) Mosammat Sabrina Islam both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sumanta Paul (old name) S/o-Shibpada Paul residing at Subarnapur, Subarnapur, Haringhata, Dist-Nadia, Pin-741249 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SUMANTA PAUL to SUMANTA PAL and henceforth I shall be known as SUMANTA PAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the court of Ld. A.C.J.M. II (1st class) at Kalayani, Nadia dated 18/04/2026. SUMANTA PAUL (old name) and SUMANTA PAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Asit Majumdar (Old Name) S/O–Anil Majumdar resident of Vill-Shitalpur, Po-Molandi, Ps-Kaliganj, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Asit Majumdar to Ashit Majumdar and henceforth I shall be known as Ashit Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/06/2026. My name Ashit Majumdar & Asit Majumdar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Golam Mostafa Mondal (Old Name) S/O–Imajuddin Mandal resident of Vill & Po-Char Moktarpur, Ps-Thanarpara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Md Golam Mostafa Mondal to Golam Mostafa Mandal and henceforth I shall be known as Golam Mostafa Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/06/2026. My name Golam Mostafa Mandal & Md Golam Mostafa Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Farque Islam (Old Name) S/O–Nafikul Islam resident of Vill & Po-Kushaberia, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742406 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Farque Islam to Md Farque Islam and henceforth I shall be known as Md Farque Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/06/2026. My name Md Farque Islam & Mohammad Farque Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mokammel (Old Name) S/O–Nurul Sk resident of Vill-Charlaban Gola, Po-Hanumanta Nagar, Ps-Bhagwangola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Mokammel to Mokammel Sk and henceforth I shall be known as Mokammel Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/06/2026. My name Mokammel Sk & Mokammel both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sabina Bibi (Old Name) W/O–Toni Sekh resident of Vill-Ramnagarpara Po-Katlamari, Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Sabina Bibi to Sabina Khatun Bibi and henceforth I shall be known as Sabina Khatun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/06/2026. My name Sabina Khatun Bibi & Sabina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sajjad Ali (Old Name) S/O–Abdul Mondal resident of Vill-Ghoshpara, Po-Rajapur, Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742306 do hereby declared that I have changed my name from Sajjad Ali to Sajjad Ali Mondal and henceforth I shall be known as Sajjad Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/06/2026. My name Sajjad Ali Mondal & Sajjad Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Indubibi Biswas (Old Name) W/O–Imamati Biswas resident of Vill & Po-Fazilnaga, Ps-Thanarpara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Indubibi Biswas to Sirinbanu Sulie Bibi and henceforth I shall be known as Sirinbanu Sulie Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/06/2026. My name Sirinbanu Sulie Bibi & Indubibi Biswas both are same and one identical person.

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Shiba pada Paul (old name) S/o-Haripada pal residing at Subarnapur, Subarnapur, Haringhata, Dist-Nadia, Pin-741249 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHIBA PADA PAUL to SHIBPADA PAL and henceforth I shall be known as SHIBPADA PAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 15/06/2026. SHIBA PADA PAUL (old name) and SHIBPADA PAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shaikh Salma Rashid (old name) D/o- Rashid Shaikh residing at Nischintapur, Gopinathpur, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-742134 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHAIKH SALMA RASHID to SALMA KHATOON and henceforth I shall be known as SALMA KHATOON (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the court of Ld. judicial Magistrate 1st class at Berhampore, Murshidabad dated 10/06/2026. SHAIKH SALMA RASHID (old name) and SALMA KHATOON (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kajem Sk (Old name) S/o-Abul Kasem, Resident at, Vill-Topidanga, Po-Kolan Radhakantapur, Ps & Dist-Murshidabad, 742123 West Bengal. I have changed my name Kajem Sk to Kajem Ali (New name) I shall be known as Kajem Ali vide affidavit no.20AC 676260 before the Judicial Magistrate at Lalbagh on 11/06/2026 Kajem Ali & Kajem Sk same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ali Hasan (Old name) S/o-Rasmuddin sk, Resident at, Vill-Singa, Po-Gudhia, Ps & Dist-Murshidabad, 742302 West Bengal. I have changed my name Ali Hasan to Moulana Ali Hasan (New name) I shall be known as Moulana Ali Hasan vide affidavit no. 22AC 847637 before the Notary at Berhampore on 15/06/2026 Moulana Ali Hasan & Ali Hasan same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Soma Mondal, W/O Kalachand Mondal, D/O Aswini Choudhury, গ্রামঃ হরিওকা, পোঃ মাঝখন্ড, থানা রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। বর্তমানে গ্রামঃ সাকিরপুর, পোঃ ব।শাল, থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূম বসবাস করছি। আমার আসল নাম Soma Mondal, W/O Kalachand Mondal, যা ভোটার কার্ড এবং স্টেট ব্যাংকের কিয়সক ব্যাংকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আধার কার্ডে আমার ডাক নাম Jhuma Mondal, D/O Aswini Choudhury লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৬.০৪.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Soma Mondal, W/O Kalachand Mondal and Jhuma Mondal, D/O Aswini Choudhury এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি SALMAN SOHEL, SO: MD MAHABUB MOLLA, গ্রামঃ হরিশপুর, পোঃ ভীমপুর, থানাঃ পাইকর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার পিতার আসল নাম MD MAHABUB MOLLA. আমার CBSE Class ১০ বোর্ডের এডমিড কার্ডে ও মার্কসিটে পিতার নাম MD MAHABUB MOLLAH নথিভুক্ত করা হয়েছে। ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি MD MAHABUB MOLLA and MD MAHABUB MOLLAH এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি SABIR HOSSAIN, পিতা ESMAIL SEKH, গ্রামঃ কাশীল্যা , পোঃ রাজগ্রাম, থানাঃ মুরারই, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার পিতার আসল নাম ESMAIL SEKH. আমার পশ্চিমবঙ্গ এডুকেশন বোর্ডের মাধ্যমিক এডমিড কার্ড এবং সার্টিফিকেটে আমার পিতার নাম ESMAIL SK নথিভুক্ত করা হয়েছে। ০৯.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি ESMAIL SEKH and ESMAIL SK এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬২০, তারিখ ঃ ১২.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/১০/২৬-২৭/সিএপি। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে রিলে রুম, লোকেশন বক্স ইত্যাদি পুনরায় কার্যোপযোগী করা এবং অ্যাক্সেল কাউন্টার সিস্টেমের শক্তি বৃদ্ধি। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪,৪০,৪২,৫২৮.১৮ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ৮,৮০,৯০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২৬.০৬.২০২৬। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ১০.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ১০.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামানঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথিঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** ডেটো লগার অথবা আরটিইউ সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ অথবা ইআই বা আরআরআই বা পিআই সম্পর্কিত সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজ অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড মডিফিকেশন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি বা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচএ-এসএসডিএসি) অথবা অটোম্যাটিক সিগন্যালিং সম্পর্কিত কাজ। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে। (SDAH-79/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

নতুন চমক, হাওড়ায় হবে 'আন্ডারওয়াটার হাইওয়ে'! জানালেন পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৫ জুন ঃ গঙ্গার নীচে মেট্রোর পর এবার নতুন চমক, হাওড়ায় হবে

'আন্ডারওয়াটার হাইওয়ে'! জানালেন পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। তিনি জানান, এর আগে দেশের মধ্যে প্রথম আন্ডারওয়াটার মেট্রো হাওড়া দেখেছে। এবার আন্ডারওয়াটার হাইওয়ে হাওড়া দেখবে। রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনই পরিকল্পনার কথা জানান রাজ্যের পরিষদীয় বিষয়ক এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। তিনি বলেন, অটল বিশ্বাস পাক্কা ইরাদা, বাতে কম কাম জ্যাদা। এখন আমাদের এটাই লক্ষ্য। আমরা কথায় নয়, কাজে করে দেখাব। দু'বছর আগে ভারতবর্ষের স্বচ্ছতা বিষয়ে সার্ভে হওয়ার পর দেখা যায় হাওড়া দেশের সবচেয়ে নোংরা শহর। আর এই হাওড়ার মধ্যে সবথেকে বেশি নোংরা উত্তর হাওড়া। আমরা জানি নাগরিক পরিষেবা বিঘ্নিত হলে কি হয়। মানুষ গ্রীষ্মকালে ছুটি চায়। কিন্তু আমার এলাকার লোক বর্ষাকালে ছুটি চায়। কারণ এই এলাকা বর্ষাকালে তিনমাস জলের তলায় ডুবে থাকে। আগামী সাড়ে তিন বছরের ভিতরে আমরা ড্রেনেজ সিস্টেম নিয়ে একটা মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করেছি। সেটা এই বছরই অ্যাপ্রুভ হবে। ৪ হাজার ৭০০ কোটি টাকা দিয়ে আমরা হাওড়া শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থা আপডেট করব। উত্তর হাওড়ায় নতুন জলপ্রকল্প চালু হয়েছে। সেটা অক্টোবর মাস থেকে বাড়ি বাড়ি জল যাবে। ফোরশোর রোড, গঙ্গার ধারে সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। দুর্গাপূজার সময় বা তারপর থেকে আমরা সমস্ত রাস্তার সংস্কার করা হবে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে ফ্লাইওভার হবে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে রিং রোড হবে। শালিমার রেলওয়ে স্টেশনের পাশে ফেরিঘাট তৈরি করা হচ্ছে যাতে ট্রাফিক জ্যাম কম হয়। আগামী দিনের জন্য অনেক পরিকল্পনাই রয়েছে। আধুনিক হাওড়া, গ্রিন সিটি, ভ্যাটমুক্ত রাস্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হাওড়া কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা যাবে। যা ভারতবর্ষের কোথাও নেই আন্ডারওয়াটার মেট্রো হাওড়া দেখেছে। এবার আন্ডারওয়াটার হাইওয়ে হাওড়া দেখবে।

গ্রামীণ উন্নয়নে নাবার্ডের ৪০৭ প্রকল্প, খড়্গপুরে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ১৫ জুন ঃ গ্রামীণ পরিকাঠামো, কৃষি উন্নয়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে খড়্গপুরে 'বার্তালাপ' শীর্ষক গণমাধ্যম কর্মশালার আয়োজন করল প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি), কলকাতা। কর্মশালায়

নাবার্ডের জেলা উন্নয়ন ব্যবস্থাপক আকাশ শর্মা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার কাঞ্চন কান্তি দাস বিভিন্ন সরকারি ও আর্থিক প্রকল্পের বিষয়ে আলোকপাত করেন। আকাশ শর্মা জানান, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (আরআইডিএফ)-এর মাধ্যমে কম সুদে আর্থিক সহায়তা দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, খড়্গপুর অঞ্চলে বর্তমানে নাবার্ডের সহায়তায় ৪০৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। জলাধারভিত্তিক উন্নয়ন, কৃষক উৎপাদক সংগঠন (এফপিও), সমবায়ের কম্পিউটারায়ন এবং জনজাতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক স্টার্ট-আপ ও গ্রামীণ শিল্পের প্রসারে ইনকিউবেশন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান। কাঞ্চন কান্তি দাস প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনার মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধি জরুরি। কর্মশালায় সরকারি সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হয়।

REE-NEET পরীক্ষা-২০২৬ উপলক্ষ্যে ইএমইউ/ মেমু লোকাল ট্রেনের বিশেষ ব্যবস্থা

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ আগামী ২১ জুন ২০২৬ (রবিবার) অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া REE-NEET পরীক্ষা-২০২৬-এর পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্যে শিয়ালদহ ডিভিশন তাদের ট্রেন পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাধারণত রবিবার কম সংখ্যক ট্রেন চলাচল করলেও, এই বিশেষ দিনটিতে ডিভিশন দুপুর ১২টা পর্যন্ত ট্রেন ছাড়ার সময় অনুযায়ী সপ্তাহের অন্যান্য কর্মদিবসের (weekdays) মতো স্বাভাবিক সময়সূচি মেনে ট্রেন চালাবে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো যাতে পরীক্ষার্থী এবং তাঁদের অভিভাবকরা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ও শহরতলিতে অবস্থিত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কোনোরকম অসুবিধা ছাড়াই পৌঁছাতে পারেন। এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের ঝামেলামুক্ত যাতায়াত নিশ্চিত করতে শিয়ালদহ ডিভিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিষধরের ছোবলে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১৫ জুন ঃ বিষধর সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক নাবালক শিশু কন্যার। ঘটনাটি ঘটেছে শিলদার মুচিবাঁধ এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশু কন্যার নাম কৃষ্ণা দেশোয়ালি (৩)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে খেলা করার সময় একটি গর্তের মধ্যে হাত দিলে কৃষ্ণাকে একটি বিষধর সাপ ছোবল মারে। এরপর স্থানীয় মানুষজন গর্ত থেকে সাপটিকে উদ্ধার করেন এবং সাপ-সহ ওই শিশু কন্যাকে ঝাড়গ্রাম জেলা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার ভোররাতে তার মৃত্যু হয়। শিশু কন্যার মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছানোর পরেই গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিন সোমবার দুপুরে মৃত শিশু কন্যার দেহের ময়নাতদন্তের পর তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of "Temporary Electrical Installation hiring of silent Diesel Generating sets, hanger light, fans, air conditioning machines etc at additional hangers of the VVIP venue at Baidyapur Ground of Tarakeswar, Hooghly for proposed Visit of Honorable VVIP"

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-65 of 2026-27

Bid submission closing date: **18/06/2026 upto 04.30 P.M.**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of "Emergent arrangement of security lighting for 3 nos. Helipads and additional working illumination at different civil working areas parking space etc for proposed Visit of Honorable VVIP at Baidypur Ground of Tarakeswar, Hooghly"

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-66 of 2026-27

Bid submission closing date: 18/06/2026 upto 04.30 P.M.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

ডানকুনিতে স্থানীয় মানুষের বাধার মুখে পড়ে ভ্যাট ফেলতে এসে ফিরে যায় বেশ কয়েকটি ট্রাক

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৫ জুন ঃ দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ স্থানীয় লোকজন তৃণমূল পরিচালিত ডানকুনি পুরসভায় একাধিক বার অভিযোগ জানানোর পরেও অস্থায়ী ভ্যাট বন্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। লোকালয়ের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে জমছিল আবর্জনার ভ্যাট। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই ডানকুনি পুরসভার ১১, ১২ নম্বর ওয়ার্ডে দিল্লি রোড চৌমাথা লাগোয়া এলাকায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ করে দেন স্থানীয়রা। দলমত নির্বিশেষে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে আবর্জনা ফেলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। রবিবার স্থানীয় মানুষের বাধার মুখে পড়ে ভ্যাট ফেলতে এসে ফিরে যায় বেশ কয়েকটি ট্রাক। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অনেক বছর ধরে লোকালয় ও বাজারের মধ্যে অস্থায়ী ভ্যাট চলছে। আশপাশে বাজার, দোকান, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দমকল কেন্দ্র রয়েছে। ফলে, নিত্য মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাতাসে দূষণ ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ। কয়েক দিন আগে ভ্যাটে আগুন লেগে যায়। তাতে লোকালয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন এসে আগুন আয়ত্বে আনে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, নানা সময়ে স্থায়ী বর্জ্য ফেলার কেন্দ্র তৈরির বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও, সেটা পূরণ করেননি কেউ। তাঁরা দূষণমুক্ত পরিবেশের দাবি তুলেছেন। শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি তথা ডানকুনি পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত মাজি এ দিন ডানকুনি থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। এই বিষয়ে দেবাশিস বলেন, 'ডোমজুড় বিধানসভার অন্তর্গত নান্না পঞ্চায়েতে ভ্যাট ফেলার জন্য ডানকুনি পুরসভা জমি কিনেছিল। কিন্তু বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত ডানকুনি পুরসভার অপদার্থতার কারণে সেখানে ভ্যাট ফেলা চালু

করা যায়নি। আমরা এ দিন নাগরিকদের দাবি নিয়ে ডোমজুড় ও ডানকুনি থানায় কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করেছি।' সুকান্ত মাজি বলেন, 'দীর্ঘ দিন ধরে ডানকুনিবাসী নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। আমরা রাজনৈতিক চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছি। পুলিশ প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে।' যদিও এই বিষয়ে ডানকুনি পুরসভার চেয়ারপার্সন হাসিনা শবনমকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

জনকল্যাণ পরিষেবা শিবির পরিদর্শনে জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়ালঃ প্রথম দিনেই উপচে পড়া ভিড়

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ জুন ঃ সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বিশেষ জনকল্যাণ পরিষেবা শিবির। পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও প্রথম দিনেই এই উদ্যোগকে ঘিরে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। বর্ধমান শহরের টাউন হল চত্বরে আয়োজিত শিবিরে সকাল থেকেই বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও প্রকল্পের সুবিধা নিতে সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। জানা গেছে, আগামী ১৭ জুন পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ পরিষেবা শিবির। বর্ধমান শহরের টাউন হল ছাড়াও কল্পতরু মাঠ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে শহর ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা সহজেই সরকারি পরিষেবার সুবিধা পেতে পারেন। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা শিবিরে উপস্থিত থেকে আবেদন গ্রহণ, তথ্য প্রদান এবং সমস্যার সমাধানের কাজ করছেন। প্রথম দিনেই বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি এই উদ্যোগের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। শিবিরে আসা বহু মানুষের বক্তব্য, এক ছাদের তলায় একাধিক সরকারি পরিষেবার সুযোগ পাওয়ায় সময় ও শ্রম দুটোই সাশ্রয় হচ্ছে। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, মহিলা এবং দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা মানুষজন এই শিবিরের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। এদিন পরিষেবা প্রদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে শিবির পরিদর্শনে আসেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগারওয়াল। তিনি বিভিন্ন কাউন্টার ঘুরে দেখেন, পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। দ্রুত, স্বচ্ছ ও নির্ভুলভাবে সরকারি পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিবিরে আগত প্রত্যেক আবেদনকারী যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিষেবা পান, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। আগামী কয়েকদিনে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এই শিবিরের সুবিধা গ্রহণ করবেন বলেই আশা প্রশাসনের। জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনের তৎপরতায় এই বিশেষ জনকল্যাণ পরিষেবা শিবির সফল হবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

বালির আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে প্রশ্নে মন্ত্রীর মন্তব্যঃ বালি-পাথর-কয়লার সঙ্গে বীরভূমের সাংবাদিকদের সম্পৃক্ততা কেন?

দেবর্ষি মজুমদার, বোলপুর, ১৫ জুন ঃ বীরভূমে বালির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহ সংকট নিয়ে ক্ষোভ বেড়েই চলেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সরকারি আবাস প্রকল্পের টাকা হাতে পেলেও বালির চড়া দামের কারণে বহু পরিবারের বাড়ি তৈরির কাজ কার্যত থমকে গেছে। এমত অবস্থায় কোথাও বালি মিলছে না, আবার কোথাও এক ট্রাক্টর বালির জন্য গুনতে হচ্ছে প্রায় ৫ হাজার টাকা। ফলে মাথায় হাত পড়েছে গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের। কিছুদিন আগেই রাজ্যের মন্ত্রী তথা সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালির দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই থাকবে এবং প্রায় ১২০০ টাকায় ট্রাক্টর প্রতি বালি পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন এখনও দেখতে পাচ্ছেন না জেলার বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে বালির দাম ও সংকট নিয়ে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, পাথর হয়েছে, এবার বালিও হবে, বাড়িও হবে। তবে শুধু উত্তর দিয়েই থেমে থাকেননি তিনি। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, বীরভূমের সাংবাদিকদের বালি, পাথর, কয়লার বাইরে আর কোনও প্রশ্ন থাকে না কেন? এত বালি-পাথর-কয়লার সঙ্গে বীরভূমের সাংবাদিকদের সম্পৃক্ত তা কেন? মন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। একদিকে বালির দাম কমার আশায় দিন গুনছেন আবাস প্রকল্পের উপভোক্তারা, অন্যদিকে মন্ত্রীর বক্তব্য নতুন করে উসকে দিয়েছে বিতর্ক।

মালদার ঐতিহ্যবাহী রামকেলি মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ জুন ঃ আনুষ্ঠানিক সূচনা হল মালদার ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন 'রামকেলি মেলা'র। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ের রামকেলি ধামে আগমন তিথিকে স্মরণ করে প্রতিবছরের মতো এবারও সরকারি উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবছর রামকেলি মেলা ৫১২ বছরে পদার্পণ করল। দেশের অন্যতম বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত রামকেলি 'গুপ্ত বৃন্দাবন' নামেও খ্যাত। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড়ে আগমন করেন। এখানে এসে তিনি সুলতান হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী রূপ ও সনাতনকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করেই প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় রামকেলি মেলা ও উৎসব। মেলা উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষাধিক ভক্ত ও দর্শনার্থী রামকেলিতে সমবেত হন। এখানে আজও সংরক্ষিত রয়েছে মহাপ্রভুর পদচিহ্ন। এছাড়াও যে কদমগাছের তলায় তিনি রূপ ও সনাতনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শতাব্দীপ্রাচীন কদমগাছ এখনও ভক্তদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। রামকেলিতে রাজ্য পর্যটন দফতরের উদ্যোগে মহাপ্রভুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মিত হয়েছে। প্রাচীন গৌড় নগরীর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই মেলা। এবছর মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী জোয়েল মুর্মু, সাংসদ খগেন মুর্মু, জেলাশাসক রাজনবীর কাপুর সিং, জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং, স্থানীয় বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ী-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। বিধায়ক জানান, বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান রামকেলিতে বৃন্দাবনের আদলে সাতটি কুণ্ড রয়েছে। তাই একে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বলা হয়। প্রতিবছর এই মেলায় লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১৭ জুন পর্যন্ত চলবে রামকেলি মেলা।

জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শনে মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৫ জুন ঃ রাজ্যজুড়ে শুরু হওয়া জনকল্যাণ শিবিরের প্রথম দিনেই পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লক অফিসে আয়োজিত শিবির পরিদর্শন করলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। সোমবার তাঁর সফরকে ঘিরে শিবির চত্বরে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হয়। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই জনকল্যাণ শিবিরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, পিএম কিষাণ, মৎস্যজীবী সহ একাধিক প্রকল্পের জন্য পৃথক কাউন্টার খোলা হয়েছে। সেখানে সাধারণ মানুষ আবেদনপত্র সংগ্রহ ও

জমা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যও জানতে পারছেন। এদিন মন্ত্রীকে শিবির ঘুরিয়ে দেখান জামালপুরের বিডিও পার্থসারথি দে। বিভিন্ন কাউন্টার পরিদর্শনের পাশাপাশি তিনি উপস্থিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনেন। মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে বহু মহিলা তার সঙ্গে ছবি তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রও হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার আশ্বাস দেন। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, বিরোধীরা মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে যে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বন্ধ করে দেবে বা পরিষেবা প্রদান করবে না। তাঁর দাবি, সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল, সেগুলি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। অন্নপূর্ণা যোজনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষেরও বেশি মহিলা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে পেয়েছেন। বর্তমানে আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাইয়ের কাজ চলছে। ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ হলে বাকি উপভোক্তারাও এই সুবিধা পাবেন বলে তিনি জানান। প্রশাসনের দাবি, আগামী কয়েকদিন ধরে চলা এই জনকল্যাণ শিবিরের মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

তিন মাসের জন্য রাজ্যের সব অভয়ারণ্য বন্ধের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ জুন ঃ বন্যপ্রাণীর প্রজনন এবং বনাঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষায় রাজ্য সরকার তিন মাসের জন্য রাজ্যের সব অভয়ারণ্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বনদপ্তরের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে আগামীকাল থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া, গরুমারা, বক্সা, নেওড়াভ্যালি, সিঙ্গলিলা সহ সব বনাঞ্চল সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকবে বলে জানান হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৬/৩২, তারিখ ঃ ১৫.০৬.২০২৬। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি** এবং **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; ২০২৬৫০২৭;** ইএলজিআই মডেল নং আরআর২০০৭০ ওএফ সদৃশ ৩-ফেজ আইসিএফ টাইপ এমইএমইউ রেকের জন্য এয়ার ড্রায়ার সহ রেসিপ্রোকেটিং এয়ার কুলড, অয়েল ফ্রি, আণ্ডার স্লাং এয়ার কম্প্রেসর; ০ টাকা; ১,৭৯,১০০ টাকা এবং ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২; ২০২৬৫০০৭;** হিতাচি-এর জন্য রেডিয়েটর কুলার মোটর; ০ টাকা; ১,৫৩,৭০০ টাকা এবং ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৩; ১৯২৪৫০৪২এ;** এসি ফুয়েল পাম্প মোটরের জন্য উপযুক্ত অতিরিক্ত ইনভার্টার; ০ টাকা; ১,১১,৬৩০ টাকা এবং ১৫.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৪; ০৮২৫১০৩৩;** পলিগ্লাস ব্যান্ডিং টেপ সাইজ ০.৩৩ মিমি +/- ০.০৫ পুরু x ২০ মিমি প্রশস্ত; ০ টাকা; ১,৭৮,৯৯০ টাকা এবং ০১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৫; ১৪২৫৫১৮৪বি;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭/২০১৮ রিভিসনঃ ২.১ অনুসারে ২৫ ওয়াট ভিএইচএফ ডিজিটাল রেডিও সেট ইত্যাদি সরবরাহের প্রাপ্তি; ০ টাকা; ৩,৫৯,৪২০ টাকা এবং ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৬; ০৮২৬১২১৭এ;** সেল্ফ বন্ডিং (অ্যামালগ্যামেটিং) ইন্সুলেটিং টেপ, সাইজঃ ৩৮ মিমি.; ০ টাকা; ২,০০,১৯০ টাকা এবং ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৭; ২১২৬১১১৪;** ব্রেক সিলিন্ডার ৩৫৫ মিমি ইত্যাদি; ০ টাকা; ৩,৮৩,৩৪০ টাকা এবং ০২.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৮; ০৪২৬৫০০৫;** ব্রেক সিলিন্ডার পিবিএ ২৫৪-১৬০ ২০০২৭৭ডি-০০-৪-২৭০, নির্মাতা- ফেইভলে; ০ টাকা; ৮,০৪,৩৩০ টাকা। **৯; ০৪২৬৫০০৪;** ব্রেক সিলিন্ডার পিবিএএফ ২৫৪-১৬০ ২০০২৭৮ডি-০১-৬-পিএফ ১৩-৯০, নির্মাতাঃ ফেইভলে; ০ টাকা; ১০,৮২,১৯০ টাকা এবং ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ৮ ও ৯-এর জন্য)। **১০; ১০২৫২২৯০এ;** ইমারজেন্সি এগজস্ট ভালভ্; ০ টাকা; ১,০৮,৬৯০ টাকা এবং ০৮.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১১; ১৯২৬৫০২৫;** কন্ট্যাক্টর এসি ৩ পোল ইত্যাদি প্রাপ্তি; ০ টাকা; ১,৪৫,৫৭০ টাকা এবং ১০.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১২; ২১২৬১৩৭৯;** স্ট্রাইকার কাস্টিং ওয়্যার প্লেট ইত্যাদি; ০ টাকা; ৪,০৩,৩৮০ টাকা এবং ০২.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৩; ১৬২৬১১৫৪;** আনইন্সুলেটেড ক্যাডমিয়াম কপার ক্যাটিনারি ওয়্যার; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা এবং ০৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৪; ১৫২৪৫০২৭বি;** ৫ অ্যাক্সিস সিএনসি ফিরাট বগি ফ্রেম মেশিনিং সেন্টার ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিযোগ; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা এবং ০৯.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৫; ২০২৬৫০১৫;** এয়ার সাপ্লাই ইউনিট; ০ টাকা; ১,১২,২৪০ টাকা এবং ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৬; ১১২৬৫০১৩;** এলএইচবি নন-এসি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার কোচের জন্য আইওটি নির্ভর ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর সিস্টেম সরবরাহের প্রাপ্তি, স্থাপন ও কার্যনিযোগ; ০ টাকা; ৩,৭৯,৯৫০ টাকা এবং ০২.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৭; ২১২৫১০১৯বি;** স্প্লিট পিন সহ শ্যাকল লক ও লক পিন ইত্যাদি প্রাপ্তি; ০ টাকা; ১,৩৮,০৬০ টাকা এবং ০৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৮; ১৫২৬৫০৭৩এ;** কঠোরভাবে সংযোজিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তিন বছরের ওয়ার‍্যান্টি সহ টাচ স্ক্রীন, এমবেডেড ক্লায়েন্ট, আরএফআইডি রিডার/রাইটার, থার্মাল প্রিন্টার, ১ কেভিএ ইউপিএস, ওএস ও আরডিবিএমএস লাইসেন্স সমন্বিত, স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক অটোম্যাটিক টিকিটিং ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম); ০ টাকা;৯,৪৮,০৯০ টাকা এবং ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৯; ১৫২৬৫০৭২;** ট্রাভার্সার (সার্ফেস টাইপ)-৮০ টন ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিযোগ; ০ টাকা; ৩,০৬,১৯০ টাকা এবং ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২০; ১২২৬১০৪৯;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৭৪৭ অনুযায়ী, প্রশস্ততর পিএসসি স্লিপারের সাথে ব্যবহারের জন্য ১০ মিমি পুরু কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেট [সিজিআরএসপি] প্রস্তুত ও সরবরাহ; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা এবং ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২১; ১২২৬_এসপিসিএল_স্লীপার;** স্পেশাল টাইপ পিএসসি স্লিপার প্রাপ্তির জন্য চালু চুক্তি; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ২২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২২; ১২২৬১০৩৬;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৭৪৬ অনুযায়ী প্রশস্ততর পিএসসি স্লিপারের সাথে ব্যবহারের জন্য, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৭৪৮ (অল্ট.১) অনুযায়ী মেটাল লাইনার প্রস্তুত ও সরবরাহ; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা এবং ১৯.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২৩; ২২২৬৫০৬৯;** ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ইঞ্জেকশনের জন্য ফেরিসিমাব ৬ মিগ্রা/০.০৫ মিলিলি সল্যুশন; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ১৬.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-18/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

Follow us at: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/IV, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়ার ডিইএন/৪/হাওড়া]**। **ক্র.নং.-১। ই-টেন্ডার নং ঃ ১২২_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১১.০৬.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন/৪/হাওড়া-এর অধিক্ষেত্রে এইএন/রামপুরহাট-এর অধীনে হাওড়া ডিভিসনে সেস মেরামতি– নিম্নলিখিত অবস্থানগুলিতে ১৭২৮০১ সিইউএম কাজঃ রামপুরহাট-দুমকাঃ এসএল ১০৪.৩৭০ - ১০৫.২৮০ = ৪৫৫০ সিইউএম, ১০৭.২৬০ - ১০৭.৫২০ = ১৩০০ সিইউএম, ১০৮.২৮০ - ১০৮.২৮০ = ২৫০০ সিইউএম, ১১৮.১৪০ - ১১৮.২৬০ = ২৩৭৬ সিইউএম, ১১৮.৫২০ - ১২০.৩৩০ = ৯০২৫ সিইউএম, ১২০.৫২০ - ১২০.৬৪০ = ৩৩৬০ সিইউএম, ১২০.৯২০ - ১২০.৯৮০ = ১৯২০ সিইউএম, ১২৪.০১০ - ১২৪.৭০০ = ৩৪৫০ সিইউএম, ১২৬.০৮০ - ১২৫.৫০০ = ১২৯৩৬ সিইউএম, ১২৬.৬০০ - ১২৬.৯৬০ = ১১০৮৮ সিইউএম, ১২৭.০০০ - ১২৮.০০০ = ৫০০০ সিইউএম, ১২৮.৩৭০ - ১২৯.৪০০ = ৫১৫০ সিইউএম, ১৩০.০০০ - ১৩০.৪৬০ = ২৩০০ সিইউএম, ১৩২.১১৪ - ১৩২.৪৪০ = ১২৯৬০ সিইউএম, ১৩৪.৪৭০ - ১৩৫.০৮০ = ৩০৫০ সিইউএম, ১২৮.৪১ - ১২৮.৮৯ = ২৪৫৭৬ সিইউএম, ১২৮.৯২ - ১২৯.৪ = ২৬৮৮০ সিইউএম, ১৩০.০১ - ১৩০.৪৩ = ২৪১৯২ সিইউএম, ১৩৪.৭২ - ১৩৫.০৮ = ১৪৬৮৮ সিইউএম, ১৩২.১৫ - ১৩২.৪৫ = ১৫০০ সিইউএম। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫,৬৭,৭১,৭০৬.২৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১১,৩৫,৪০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) মাস। **ক্র.নং.-২। ই-টেন্ডার নং ঃ ১২৩_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১১.০৬.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলক্‌ড এলসি গেটগুলিতে রিলে হাট-এর ব্যবস্থা (লিলুয়া-বেলুড় মঠ সেকশনে ০১টি, বর্দ্ধমান-কাটোয়া সেকশনে ০২টি, রামপুরহাট-দুমকা সেকশনে ০২টি)। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩,৩৯,৮৯,৭৬১.৯৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৬,৭৯,৮০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৪ (চার) মাস। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/ বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-156/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

খড়গপুর ডিভিসনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগ

নং সিওএম/জি৩০/এসটিবিএ/করেস/পিটি-১ তারিখ ঃ ১২.০৬.২০২৬

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর কর্তৃক রেলওয়ে বোর্ড দ্বারা নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে সর্বনিম্ন হারে কমিশনের ভিত্তিতে (প্রতি মাসে ১ লাখ টাকা বিক্রয় টার্ন ওভারের জন্য) বিদ্যমান কম্পিউটারচালিত অসংরক্ষিত টিকিট বিক্রয় ব্যবস্থা (ইউটিএস) মাধ্যমে কম্পিউটারচালিত অসংরক্ষিত টিকিট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে খড়গপুর ডিভিসনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র/সমূহ আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রম নং ১, স্টেশন ঃ ভোগপুর (বিওপি), ক্যাটেগরি - এসজি৩, স্থানের কোড ঃ বিওপি-১, ক্রম নং ২, স্টেশন ঃ বাঁকরানয়াবাজ (বিকেএনএম), ক্যাটেগরি - এসজি৩, স্থানের কোড ঃ বিকেএনএম-১।** এসজি-৩ ক্যাটেগরির স্টেশনে চুক্তির মেয়াদ এক বছরের জন্য বৈধ, প্রকল্পটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টিমতে আরও এক বছরের জন্য সম্প্রসারণযোগ্য, প্রস্তাবিত স্থানের আগ্রহী আবেদনকারীদের থেকে আবেদনপত্র আহ্বানের মাধ্যমে কেবলমাত্র যা সম্প্রসারণ করা হবে। নিম্নলিখিত কর্মসূচি অনুসারে আবেদনপত্র/সমূহ গ্রহণের/নেওয়ার এবং আবেদনপত্র/টেন্ডার বাক্স খোলা হবে ঃ **জমা দেওয়ার তারিখ ঃ ০৮.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টে। খোলার তারিখ ঃ ০৮.০৭.২০২৬ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। স্থান ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে-খড়গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং-খড়গপুরে, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ), পিন কোড-৭২১৩০১।** যোগ্যতা শর্তাবলি, স্থান, আবেদনপত্রের বয়ান এবং অন্যান্য বিশদ **www.ser.indianrailways.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের জবাব আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখের পূর্বে যেকোনো স্বাভাবিক কাজের দিনে (সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুরে ডিআরএম বিল্ডিং-জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ), পিন কোড-৭২১৩০১-এ পাওয়া যাবে। **বিঃ দ্রঃ** যদি আবেদনপত্র/টেন্ডার বাক্সে আবেদন দাখিল/খোলার তারিখে রাজ্যের কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশ বলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা/কাজকর্ম ব্যাহত হয়, তাহলে সেই কাজটি স্থগিত থাকবে। তখন আবেদনপত্র/টেন্ডার বাক্সে দাখিল/খোলার তারিখটি পরবর্তী স্বাভাবিক কাজের দিনে একই সময় ও স্থানে পুনর্নির্ধারিত হবে।

(PR-327) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW**, **KMC** invites e-tender for the following work :

NIT No. : EE/GRWW/WTP-I/02/26-27

Name of work : **Supply, Delivery and fitting-fixing of one sprocket with 2 Nos. of Chains for bridge of clariflocculator No. 2 with other allied works under WTP-I, GRWW**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **9,800.00**; Period of completion : **05 Days**; Last date and time of receipt of tender (Online) : **27.06.2026 at 2 pm**; Last date and time of opening of tender (Online) : **29.06.2026 at 2 pm**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer, Big Dia. Tubwell, Garfa T/W Unit**, **KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/GBDT/M/2025-26/53/1st Call
Name of work : **Supply and installation of 2 Nos. 20 HP submersible Pump-Motor Set for the big dia. T/W at Nabatarun Sangha Ward - 112, Br.-11 and Satinsen Pally Ward-127, Br.-14 under Garfa T/W Unit**; Estimated Amount : ₹ **2,77,255.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/WS/GBDT/M/2025-26/54/1st Call
Name of work : **Supply and installation of submersible Pump-Motor Set, PVC Column pipe and other accessories for the newly Sunk Big Dia. Tubewell at Satyajit Kanan Ward - 109, Br.-12 under Garfa T/W Unit**; Estimated Amount : ₹ **2,29,457.00**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/WS/GBDT/M/2025-26/58/1st Call
Name of work : **Supply and installation of PVC Column pipe for the big dia. tubewell at Dinesh Nagar near pond (Ward - 113) and others 4 Nos. Big Dia. Tubewell under Garfa T/W Unit**; Estimated Amount : ₹ **2,84,067.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(4) NIT No. : KMC/WS/GBDT/E/2025-26/84/1st Call
Name of work : **Replacement of burnt out starter for the big dia. tubewell at 3 No. Jheel Road (Ward - 127) and other 5 Nos. Big Dia. Tubewell under Garfa Big Dia. T/W Unit**; Estimated Amount : ₹ **2,85,897.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **10 Days (For Sl. No. 1 to 4)**.

(5) NIT No. : KMC/WS/GBDT/M/2025-26/60/1st Call
Name of work : **Supply and installation of mechanical items for the tubewell at Jogendra Garden (Ward - 107) big dia. tubewell and other 19 Nos. Big Dia. Tubewell under Garfa Big Dia. T/W Unit**; Estimated Amount : ₹ **1,87,694.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(6) NIT No. : KMC/WS/JBDT/E/2026-27/03/1st Call
Name of work : **Refurbishing of 10 Nos. submersible pump motor set at Adiganga (Ward - 112) and other 9 Nos. Big Dia. T/W under Jadavpur Unit**; Estimated Amount : ₹ **2,86,869.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **20 Days**.

(7) NIT No. : KMC/WS/GBDT/M/2025-26/56/1st Call
Name of work : **Withdrawal and reinstallation of submersible pump motor at Rabindrapally Kalabagan (Ward - 111) big dia. tubewell and other 11 Nos. Big Dia. Tubewell under Garfa Big Dia. T/W Unit**; Estimated Amount : ₹ **2,91,271.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(8) NIT No. : KMC/WS/GBDT/M/2025-26/59/1st Call
Name of work : **Withdrawal and reinstallation of submersible pump motor at Dhalipara Auto Stand (Ward - 114) big dia. tubewell and other 11 Nos. Big Dia. Tubewell under Garfa Big Dia. T/W Unit**; Estimated Amount : ₹ **2,90,887.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(9) NIT No. : KMC/WS/GBDT/M/2025-26/61/1st Call
Name of work : **Withdrawal and reinstallation of submersible pump motor at Shitala Park (Ward - 113) big dia. tubewell and other 14 Nos. Big Dia. Tubewell under Garfa Big Dia. T/W Unit**; Estimated Amount : ₹ **2,90,499.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(10) NIT No. : KMC/WS/GBDT/E/2025-26/87/1st Call
Name of work : **Refurbishing of 10 Nos. submersible pump motor set at Ajaynagar Agnibina Club (Ward - 109) and other 9 Nos. Big Dia. T/W under Garfa Unit**; Estimated Amount : ₹ **2,85,397.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **25 Days (For Sl. No. 7 to 10)**; Date of publication / submission start : **23.06.2026 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 10)**; Last date of submission : **02.07.2026 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 10)**; Tender opening date : **04.07.2026 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 10)**; The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders. gov.in (For Sl. No. 1 to 10)**. 117/26-27

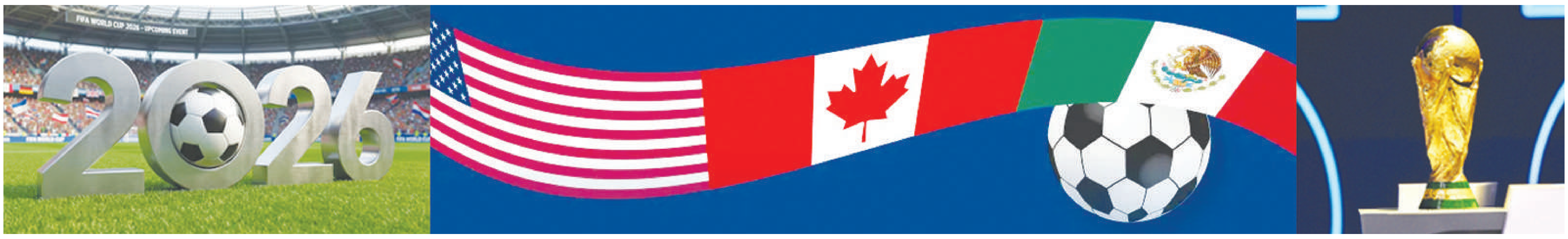

দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাচদের রুখে দিল জাপান

সংবাদ সংস্থা, ডালাস, ১৫ জুনঃ ডালাসে রবিবার রাতে 'এফ' গ্রুপের ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। চারটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ভার্জিল ফন ডাইকের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, সমতায় টানেন নাকামুরা। কিছুক্ষণ পর দারুণ নৈপুণ্যে নেদারল্যান্ডসকে আবার এগিয়ে নেন সামারভিল। দ্বিতীয়বার ম্যাচে সমতা ফেরান দাইচি কামাদা। পুরো ম্যাচে খুব বেশি সুযোগ তৈরি হয়নি। পজেশন রাখার পাশাপাশি আক্রমণের বিচারেও বেশিরভাগ সময় পিছিয়ে ছিল এশিয়ার দলটি তবে শেষ দিকে সমতায় ফিরতে খুব চেষ্টা করে তারা, তাতে সাফল্যও ধরা দেয়। দুই দলই গোলের জন্য ১০টি করে শট নেয় নেদারল্যান্ডস লক্ষ্যে রাখতে পারে ছয়টি, জাপান তিনটি। শুরুতেই প্রতিপক্ষের রক্ষণে হানা দেয় ডাচরা। তৃতীয় মিনিটে তারা গোলও পেতে পারতো। সতীর্থের পাস ডি-বক্সে পেয়ে শরীরটা ঘুরিয়ে বুলেট গতির শট নেন ডোনিয়েল মালেন, বল সোজাসুজি আসলেও কোনোমতে বাইরে পাঠান গোলরক্ষক। এরপর দীর্ঘ সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই কেটে যায়। কোনো দলই ভালো কোনো আক্রমণ করতে পারছিল না। ৩৪তম মিনিটে মালেন আরেকটি সুযোগ পান, কিন্তু গোলরক্ষক বরাবর হেড করেন তিনি। ৪৩তম মিনিটে প্রতিপক্ষের রক্ষণে ভীতি ছড়ায় জাপান। তবে নাকামুরার শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দু'মিনিট পর, উয়েদার শটও পোস্টের সামান্য দূর দিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে অবশেষে ম্যাচের ডেডলক ভাঙে। রায়ান খ্রাফেনবের্খের ক্রস ডি-বক্সে পেয়ে নিখুঁত হেডে গোলটি করেন ফন ডাইক, বল পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। প্রথমার্ধে তিনটি লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেওয়া জাপান ৫৭তম মিনিটে প্রথমবার লক্ষ্যে শট নিয়েই গোল পেয়ে যায়। তাকেফুসা কুবোর কাটব্যাক ধরে একটু পিছু হটে ডি-বক্সের বাইরে বেরিয়ে শট নেন নাকামুরা, বল একজনের পা ছুঁয়ে গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে জালে জড়ায়। জাপানিজদের স্বস্তি অবশ্য বেশিক্ষণ থাকেনি। সাত মিনিট পরেই দারুণ নৈপুণ্যে দলকে আবার এগিয়ে নেন সামারভিল। খ্রাফেনবের্খের পাস ডি-বক্সে ডান দিকে পেয়ে, জায়গা বানিয়ে জোরাল শটে দূরের পোস্ট দিয়ে গোলটি করেন এই উইঙ্গার। এই মাসের আগে কখনও জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পাননি সামারভিল, সরাসরি ডাক পান বিশ্বকাপ দলে। দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে খেলার পর, বিশ্বকাপ অভিষেকে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথম গোলের স্বাদ পেলেন তিনি। তার ওই গোলে জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল নেদারল্যান্ডস। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে দৃশ্যপট বদলে দেন কামাদা। গোলটির মূল কৃতিত্ব যদিও কোকির। কর্নারে সবার ওপরে লাফিয়ে হেড করেন কিছুক্ষণ আগে বদলি নামা এই ফরোয়ার্ড, বল সামনে কামাদার মাথায় লেগে একটু দিক পাল্টে ঠিকানা খুঁজে পায়। উল্লাসে ফেটে পড়ে জাপান, জোর সম্ভাবনা জাগিয়েও জিততে না পারার হতাশায় নুইয়ে পড়ে নেদারল্যান্ডস।

তিউনিসিয়াকে উড়িয়ে আসর শুরু সুইডেনের

সংবাদ সংস্থা, গুয়াদালুপে (মেক্সিকো), ১৫ জুনঃ মন্তেরেই স্টেডিয়ামে 'এফ' গ্রুপের ম্যাচে ৫-১ গোলে জিতেছে সুইডেন। দলের বড় জয়ে জোড়া গোল করেছেন আয়ারি। জালের দেখা পেয়েছেন ইসাক, ইয়োকেরেস ও মাতিয়াস স্ফনবার্জ। সপ্তম মিনিটে এগিয়ে যায় সুইডেন। মাঝমাঠ থেকে পাঠানো বল ধরতে ছুটছিলেন ইসাক, তাকে ঠেকাতে লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিউনিসিয়া গোলরক্ষক মুহিব চামাখ, বিপদমুক্ত করতে পারেননি তিনি। বল পেয়ে যান ইয়োকেরেস, তার শট গোললাইন থেকে ঠেকান ডিফেন্ডার মুন্তাসার তালবি। ফিরতি বলে ডি বক্সের বাইরে থেকে গতিময় ভলিতে জাল খুঁজে নেন আয়ারি। গোল উদযাপন করেননি ব্রাইটনের অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের এই মিডফিল্ডার। গোল করেছেন যে বাবার জন্মভূমি তিউনিসিয়ার বিপক্ষে। বিশ্বকাপে সুইডেনের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হয়ে গেলেন আয়ারি (২২ বছর ২৫১ দিন)। ৩০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ইসাক। প্রতি আক্রমণে কাছ থেকে বল পেয়ে বাম দিক থেকে কোনাকুনি দৌড়ে ডি বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি। সঙ্গে থাকা ডিফেন্ডারকে এড়িয়ে আড়াআড়ি শটে দূরের পোস্ট দিয়ে জালে খুঁজে নেন। ঝাঁপিয়ে হাত ছোঁয়াতে পারলেও জালে যাওয়া ঠেকাতে পারেননি চামাখ। আরও ভালো করতে পারতেন তিনি। ৪৩তম মিনিটে চমৎকার গোলে ব্যবধান কমায় তিউনিসিয়া। হান্নিবাল মেজব্রির ক্রসে দারুণ ফ্লিকে জাল খুঁজে নেন ওমার রেকিক। প্রথমার্ধে এটাই ছিল লক্ষ্যে তিউনিসিয়ার একমাত্র শট। ৬০তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-১ করেন ইয়োকেরেস। এতে দায় অবশ্য তিউনিসিয়া অধিনায়ক ইলিয়েস স্খিহিরির। গোলরক্ষকের কাছ থেকে নিজেদের ডি বক্সের কাছে বল পেয়ে অহেতুক দেরি করেন তিনি। পরে ইসাকের চ্যালেঞ্জের মুখে বল হারিয়ে ফেলেন, মরিয়া চেষ্টাতেও আর উদ্ধার করতে পারেননি। নিজে শট না নিয়ে ইসাক বল বাড়ান ইয়োকেরেসকে। বাকিটা অনায়াসে সারেন আর্সেনাল ফরোয়ার্ড। ৮৪তম মিনিটে বদলি নামার ১৮ সেকেন্ডের মধ্যে জালের দেখা পেয়ে যান স্ফনবার্জ। ফ্রি কিকের শুরুতে তিনি ছিলেন অফসাইড। শুরুতে সেই ইশারাই দিয়েছিলেন লাইন্সম্যান। কিন্তু বল সরাসরি তার কাছে আসেনি, মাঝপথে পা ছুঁয়ে যায় ইসাকের। তাতেই টিকে যায় স্ফনবার্জের গোল। যিনি শুরু করেছিলেন, সেই আয়ারিই শেষ করেন। যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে আরেকটি গতিময় শটে পোস্ট ঘেঁষে ঠিকানা খুঁজে নেন। বড় জয়ের আনন্দ নিয়ে মাঠ ছাড়ে অনেক লড়াই করে চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নেওয়া সুইডেন।

টর্নেডোয় ব্যাহত অনুশীলন, হোটেলবন্দি ইংল্যান্ড দল!

সংবাদ সংস্থা, কানসাস, ১৫ জুনঃ প্রথমে সরঞ্জাম চুরির ঘটনা। তারপর প্রকৃতির রোষ। বিশ্বকাপ খেলতে এসে একের পর এক সমস্যার মুখে পড়েছেন হ্যারি কেনরা। ফলে বারবার ব্যাহত হচ্ছে ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি। 'দ্য থ্রি লায়ন্স'দের প্রস্তুতি শিবির চলছে আমেরিকার কানসাস সিটিতে। তার কাছাকাছি এলাকায় টর্নেডোর দাপটে বেশ কয়েকটি গাছ ভেঙে পড়ে। ফলে হোটেলেই আটকে থাকতে হয় ইংরেজ ফুটবলারদের। সেই সময় হোটেলে বসে স্কটল্যান্ড বনাম হাইতির ম্যাচ দেখছিলেন ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা। হঠাৎ তাঁদের মোবাইলে সতর্কবার্তা আসে। জানানো হয়, ঘণ্টায় প্রায় ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইছে। টর্নেডোর কারণে আশপাশের এলাকায় একাধিক গাছ উপড়ে পড়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কাউকে হোটেল থেকে বের না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে প্রায় এক ঘণ্টা নিজেদের ঘরেই বন্দি থাকতে হয় ইংল্যান্ড দলের সদস্যদের। অথচ মাত্র দু'ঘণ্টা আগেই কানসাস সিটির সুয়োপ সকার ভিলেজে অনুশীলন করেছিলেন কেনরা। তখন তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে এমন প্রকৃতি যে এমন ভোলবদল করবে, তা কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। ইংল্যান্ড দলের এক ফুটবলার বলেন, ''কয়েক ঘণ্টা আগেও ঝলমলে রোদ ছিল। আবহাওয়াও দারুণ ছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি এতটা বদলে যাবে, তা ভাবতেই পারিনি। সত্যিই অদ্ভুত! আমাদের হোটেলে থাকতে বলা হয়েছিল। সেটাই করেছি।'' আমেরিকায় টর্নেডো নতুন কিছু নয়। ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের কাছে এমন পরিস্থিতি নতুন। সেই কারণেই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৮ জুন সময় রাত দেড়টায় ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে টমাস টুখেলের দল। এরপর ২৪ জুন একই সময়ে ঘানার বিরুদ্ধে এবং ২৮ জুন রাত আড়াইটের সময় পানামার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের বাকি দু'টি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। ১৯৬৬ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড অনুমিতভাবেই গ্রুপের ফেভারিট। ক্লাব ফুটবলে সাফল্য পাওয়া টমাস টুখেলের কোচিংয়ে দলটি ফ্লোরিডার উষ্ণ আবহাওয়ায় প্রস্তুতি শেষ করে, কানসাস সিটিতে তাঁবু গেড়েছে।

এখন মাঠে নামার অপেক্ষা। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে লড়াই সামনে রেখে নিকো ও'রাইলি বললেন, ''প্রতিকূল কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, প্রস্তুতি সেরেছেন তারা। এখন লক্ষ্য, নিজেদের সামর্থ্য দেখিয়ে দেওয়ার। আমরা গরমের সাথে মানিয়ে নিচ্ছি, প্রচুর অনুশীলন করেছি এবং দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে সবাই খেলার সুযোগ পেয়েছে। এখন মাঠে নেমে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আমাদের এবং নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে। এক দিক থেকে (এটা প্রাক মরসুমের প্রস্তুতির মতো ছিল), কিন্তু এটা ভীষণ তীব্র ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের এই প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের প্রস্তুতি ভালোভাবেই হয়েছে।'' ধারণা করা হচ্ছে, ও'রাইলি ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে লেফট-ব্যাক পজিশনে খেলবেন। সেটা হলে, প্রিমিয়ার লিগে অভিষেকের ১৭ মাসের মধ্যে ২২ বছর বয়সী এই ফুটবলার বিশ্বকাপে পা রাখতে যাচ্ছেন। বিষয়টি ভাবতেই অন্যরকম রোমাঞ্চের দোলা অনুভব করছেন ও'রাইলি। ''অবিশ্বাস্য, স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে। এটা এমন একটা স্বপ্ন, যেটা আমি ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি এবং সেটা সত্যি হওয়ার পথে। অবশ্যই, আমি এখনও তরুণ। আমার তর সইছে না। বিষয়টি সত্যি কিনা, এটা বুঝতে মাঝে মাঝে চিমটি কেঁটে দেখতে হয়। সব কিছু খুব দ্রুত ঘটছে। গত জানুয়ারিতে প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক হয়েছে আমার। এরপর আমি ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে একের পর এক সাফল্য পেয়েছি এবং সেটাই এখানে নিয়ে এসেছে আমাকে।'' টুখেলের কোচিংয়ে ইংল্যান্ডের একটি দল হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া চলছে। অভিজ্ঞ অধিনায়ক হ্যারি কেনও তরুণ সতীর্থ ও'নাইলিকে পরামর্শ দিয়েছেন, এই গ্রীষ্ম এবং বিশ্বকাপ উপভোগ করতে। ও'রাইলিও অনুভব করছেন, এই ইংল্যান্ড দল এক সুঁতোয় গাথা। ''আমাদের মধ্যে যে একতা রয়েছে, তাতে অনুভব করতে পারছি যে আমরা আসলেই ঘণিষ্ঠ একটি দল। সবাই ঐক্যবদ্ধ এবং আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া খুব ভালো, যেটা মাঠে প্রতিফলিত হতে পারে। সবশেষ কোস্টা রিকার বিপক্ষে (৩-০ গোলের জয়) ম্যাচে অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা এবং এখন সময় সেই পরিশ্রম কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর আধিপত্য করার।''

ম্যাচ শেষ, গ্যালারি খালি! হুইলচেয়ারে বসেই আবর্জনা কুড়োলেন জাপানি সমর্থক

সংবাদ সংস্থা, ডালাস, ১৫ জুনঃ মাঠে লড়াই অমীমাংসিত। স্কোরলাইন ২-২। শেষ মুহূর্তের গোলে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে মূল্যবান এক পয়েন্ট তুলে নিয়েছে জাপান। কিন্তু ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষে নজর কাড়লেন কোনও তারকা নন, এক জাপানি সমর্থক। যিনি হুইলচেয়ারে বসে গ্যালারিতে ছড়িয়ে থাকা আবর্জনা কুড়িে ব্যাগে ভরলেন। হাত লাগালেন, এগিয়ে এলেন আরও কয়েকজন স্বদেশি দর্শক। কেউ প্লাস্টিকের বোতল তুলছেন, কেউ খাবারের প্যাকেট। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিও এখন দুনিয়াজুড়ে প্রশংসা কুড়োচ্ছে। বিশ্বকাপ, এশিয়ান কাপ বা অলিম্পিকস্ক-বড় টুর্নামেন্টে ম্যাচ শেষে গ্যালারি পরিষ্কার করা জাপানি সমর্থকদের বহুদিনের অভ্যাস। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে ডালাসে হুইলচেয়ারে বসা দর্শক উদ্যোগে শামিল হচ্ছেন বলে আলাদা করে নজর কেড়েছে।

বিশ্বকাপে ব্যানড হাজার হাজার আর্জেন্টাইন সমর্থক

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ১৫ জুনঃ ট্রফি ধরে রাখার লড়াইয়ে নামছে আর্জেন্তিনা। ২০২২ সালে যেই দলটা বিশ্বকাপ জিতেছিল আর এ বার যেই আর্জেন্তিনা দল নামছে তার মধ্যে খুব একটা বেশি পার্থক্য নেই। এ বারের দলে সিনিয়র ও তারুণ্যের মিশ্রণ রয়েছে। যার ফলে আর্জেন্তিনা এ বার বিশ্বকাপ ধরে রাখার অন্যতম দাবিদার। কিন্তু বিশ্বকাপের শিরোপা রক্ষার মিশন শুরু করার আগে ধাক্কা খেল আর্জেন্তিনা। হাজার হাজার আর্জেন্তিনা সমর্থকদের স্টেডিয়ামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করল আর্জেন্তিনা প্রশাসন। ১৭ জুন ভোর আলজিরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লিওনেল মেসিদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে। আর আর্জেন্তিনা সরকার প্রায় ১৩ হাজার আর্জেন্তাইন সমর্থকের উপর বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আর এই নিষেধাজ্ঞাকে বাস্তবায়িত করতে আয়োজক আমেরিকার সহায়তা চেয়েছে।

শর্তসাপেক্ষে দলে নীরজ চোপড়া

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ জুনঃ অলিম্পিকে সোনা জয়ের পর নীরজ চোপড়া আর কেবল একজন খেলোয়াড় নন, এক অনুপ্রেরণার নাম। এই জ্যাভলিন তারকাই চোট সারিয়ে ট্র্যাকে ফেরার লড়াই চালাচ্ছেন। এরই মধ্যে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের জন্য ভারতের ৩২ সদস্যের অ্যাথলেটিক্স দল ঘোষণা করেছে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। তবে এই দলে নীরজের থাকা নিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটি বিশেষ শর্ত। আর এই 'শর্তসাপেক্ষ' অন্তর্ভুক্তি দেখেই ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, মেগা ইভেন্টে নামার আগে দেশের এক নম্বর জ্যাভলিন তারকা কি তাহলে এখনও পুরোপুরি ফিট নন? ফেডারেশন সূত্রে জানা গেছে,

সুইজারল্যান্ডে আপাতত চোট সারানোর প্রক্রিয়া বা রিহ্যাবে রয়েছেন নীরজ। গত বছর দোহা ডায়মন্ড লিগে প্রথমবার ৯০ মিটারের গণ্ডি পার করার পর থেকেই পিঠের চোটে ভুগছিলেন তিনি। তবে এএফআই আশাবাদী যে, নীরজ অনেকটাই সুস্থ এবং আগামী ১০ দিনের মধ্যে তিনি প্রতিযোগিতামূলক ট্র্যাকে ফিরতে পারেন। কমনওয়েলথ গেমসের মূল পর্বে নামার আগে তিনি একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিজের ফিটনেস ও যোগ্যতার প্রমাণ দেবেন, এমনটাই আশা করছে ফেডারেশন। নীরজকে নিয়ে জল্পনা থাকলেও ভারতের বাকি দলটি বেশ শক্তিশালী। সম্প্রতি জাতীয় ১০০ মিটার রেকর্ড নিয়ে তুমুল টক্কর দেওয়া দুই স্প্রিন্টার গুরিন্দরবীর সিং এবং অনিমেষ কুজুরের কাঁধে রয়েছে দলের বড় দায়িত্ব। এছাড়া স্কোয়াডে রয়েছেন নামী ডেকাথলিট তেজস্বিন শঙ্কর, শটপুটার তাজিন্দরপাল সিং তুর এবং হাই জাম্পার সর্বেশ কুশারে। চলতি বছর মে মাসে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন কাপে দারুণ পারফর্ম করে একাধিক অ্যাথলিট জাতীয় রেকর্ড ভেঙে এই গেমসের টিকিট পাকা করেছেন।

৭ গোলের জার্মানি যে সাত কারণে এবার বিপজ্জনক হতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কে জিততে পারে এবারের বিশ্বকাপ? বিশ্বকাপের আগে এ আলোচনায় ফুটবল পরাশক্তির মধ্যে জার্মানির নামটা কমই এসেছে। তবে কুরাসাওয়ের বিপক্ষে ৭ গোল দিয়ে জার্মানরা প্রমাণ করেছে-বিশ্বকাপ জয়ের আলোচনায় রাখতে হবে তাদেরও। আর এ আলোচনায় জার্মানিকে এগিয়ে রাখতে পারে ৭টি কারণ।

● সেট-পিসে শক্তিশালী জার্মানি

কর্নার হোক বা ফ্রি-কিক-সেটি সফল করতে জার্মানির আক্রমণভাগে যথেষ্ট অস্ত্র আছে। সেট-পিস কোচ ম্যাডস বুটগেরাইটের কৌশলগুলো কাজে দিচ্ছে। এর প্রমাণ কুরাসাওয়ের বিপক্ষে নিকো শ্লটারবেকের গোলটি। কুরাসাওয়ের রক্ষণভাগ তাঁকে মার্ক করে রাখলেও নাথানিয়েল ব্রাউন নিখুঁত পাসে শ্লটারবেকের মাথায় বল তুলে দেন এবং তিনি দারুণ হেডে গোল করেন। এই গোলের আগে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের এই তারকা কর্নার থেকে সুযোগ তৈরি করেছিলেন।

● নয়্যারের রেকর্ড ও মাইলফলক

সেরাটা এখনো জমিয়ে রেখেছেন জার্মানির ইতিহাসের সবচেয়ে বয়স্ক আন্তর্জাতিক ফুটবলার ম্যানুয়েল নয়্যার। কালকের ম্যাচে তাঁর সেভাবে পারফর্ম করার সুযোগও ছিল না। একটি গোল অবশ্য হজম করেছেন। তবে সেই গোল ঠেকাতেও তিনি সঠিক দিকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। পরের ম্যাচেই গোলকিপার হিসেবে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়বেন নয়্যার। অভিজ্ঞ এই ফুটবলারের সেরাটা বড় ম্যাচেই আসবে-এমন প্রত্যাশাই জার্মানির।

● ছন্দে ফিরেছেন জামাল মুসিয়ালা

কয়েক দিন ধরে জার্মান সংবাদমাধ্যমে জামাল মুসিয়ালার ফর্ম নিয়ে অনেক সমালোচনাই হয়েছে। বায়ার্ন মিউনিখের এই তারকা যদি সেসব শুনে থাকেন, তবে তা হয়তো তাঁকে আরও উদ্দীপিতই করেছে। কুরাসাওয়ের বিপক্ষে সেরাটা দিয়েছেন এই ফুটবলার। দেখা গেছে তাঁর সেই ট্রেডমার্ক ড্রিবলিংগুলোও। বিশ্বকাপে নিজের প্রথম গোলটি তাঁর আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেওয়ারই কথা।

● নতুন মিডফিল্ডের নিয়ন্ত্রণ

২০২৪ ইউরোর পরপর জার্মানি তাদের মাঝমাঠ নতুন করে সাজিয়েছে। ফেলিক্স এনমেচা ও আলেকজান্ডার প্যাভলোভিচের জুটি কুরাসাওয়ের বিপক্ষে দারুণ সমন্বয় দেখিয়েছে। তাদের 'তিকিতাকা' পাসিং গেম মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ জার্মানির হাতে রাখতে সাহায্য করেছে।

● সব দিক থেকে আক্রমণ

কুরাসাওয়ের বিপক্ষে জার্মানির গোল এসেছে বিভিন্ন পজিশন থেকে। ৬ জন ভিন্ন ভিন্ন খেলোয়াড় গোল করেছেন, যার মধ্যে কাই হাভার্টজেরই শুধু ২টি গোল। বেশ কয়েকজন স্কোরার থাকাটা জার্মানিকে আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে।

● নাথানিয়েল ব্রাউনের অভিষেক

আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের ফুলব্যাক নাথানিয়েল ব্রাউন অভিষেকেই গোল করে নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করেছেন। ডেভিড রাউমের জায়গায় প্রথম পছন্দের লেফটব্যাক হিসেবে তিনি নিজের জায়গা আরও পাকাপোক্ত করলেন। কাল মাঠে উপস্থিত ছিল ব্রাউনের পরিবার। তাদের সামনে গোল করাও তাঁকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেবে।

● নিঃস্বার্থ ফ্লোরিয়ান ভির্টস

গোল না পেলেও ফ্লোরিয়ান ভির্টস দারুণ খেলেছেন। ফেলিক্স এনমেচার প্রথম গোলটি তৈরিতে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন রক্ষণে। প্রথমার্ধের শেষে কুরাসাওয়ের একটি পাল্টা আক্রমণও রুখে দেন তিনি। লিভারপুলের হয়ে বাজে পারফরম্যান্সের কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই সমালোচনার মুখে ছিলেন ভির্টস। বিশ্বকাপে ভালো কিছু করতে হলে তাঁর শুরুটা ভালো করার দরকার ছিল। সেটা তিনি পেরেছেন।

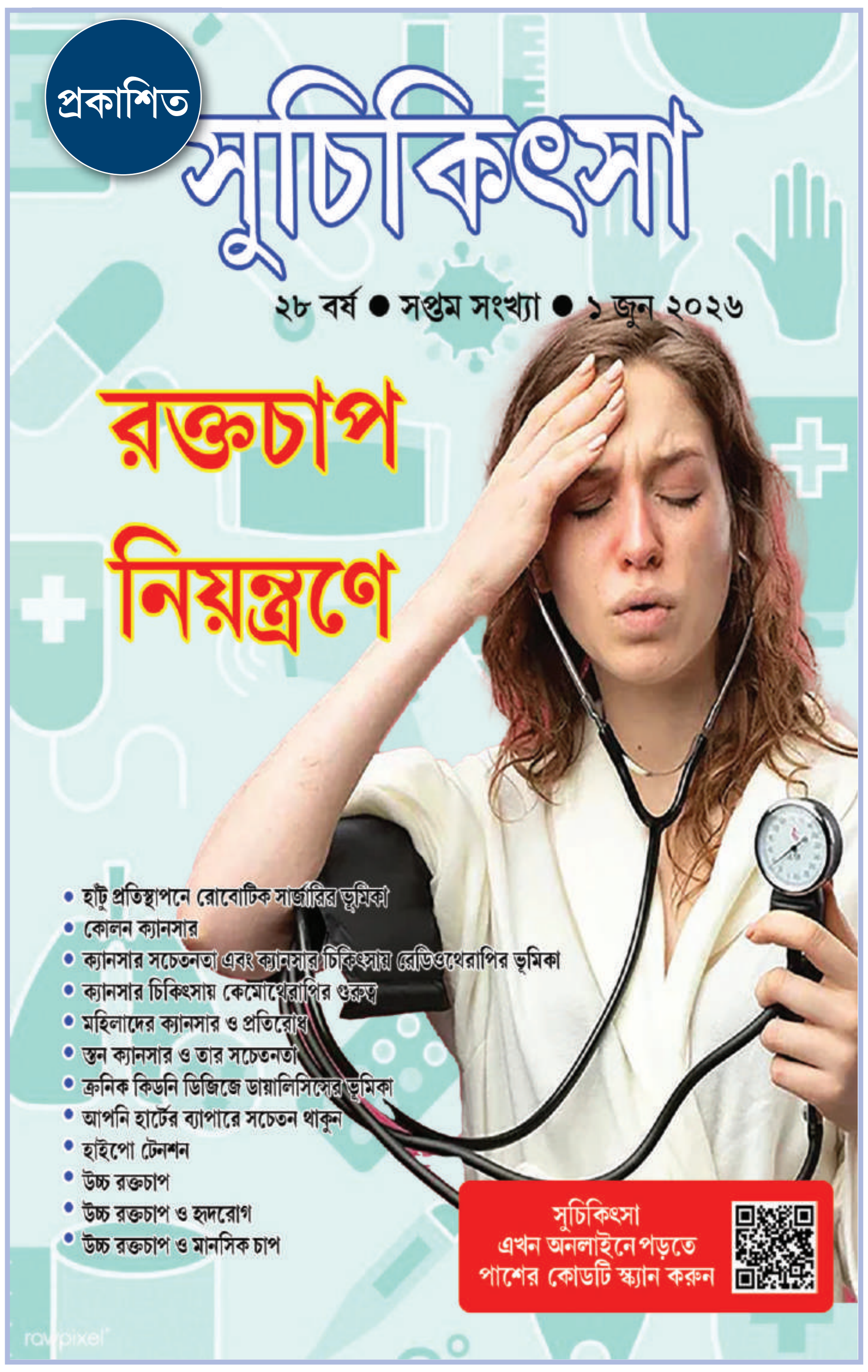

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com